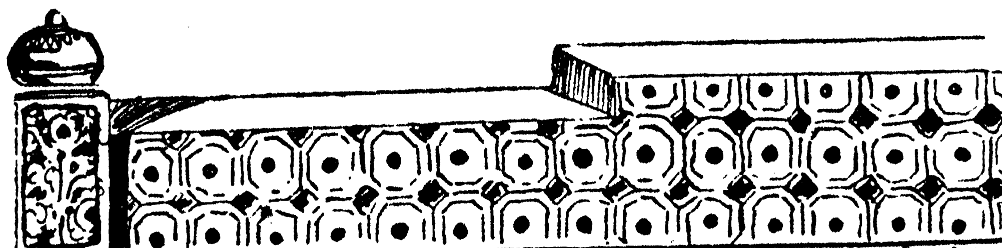
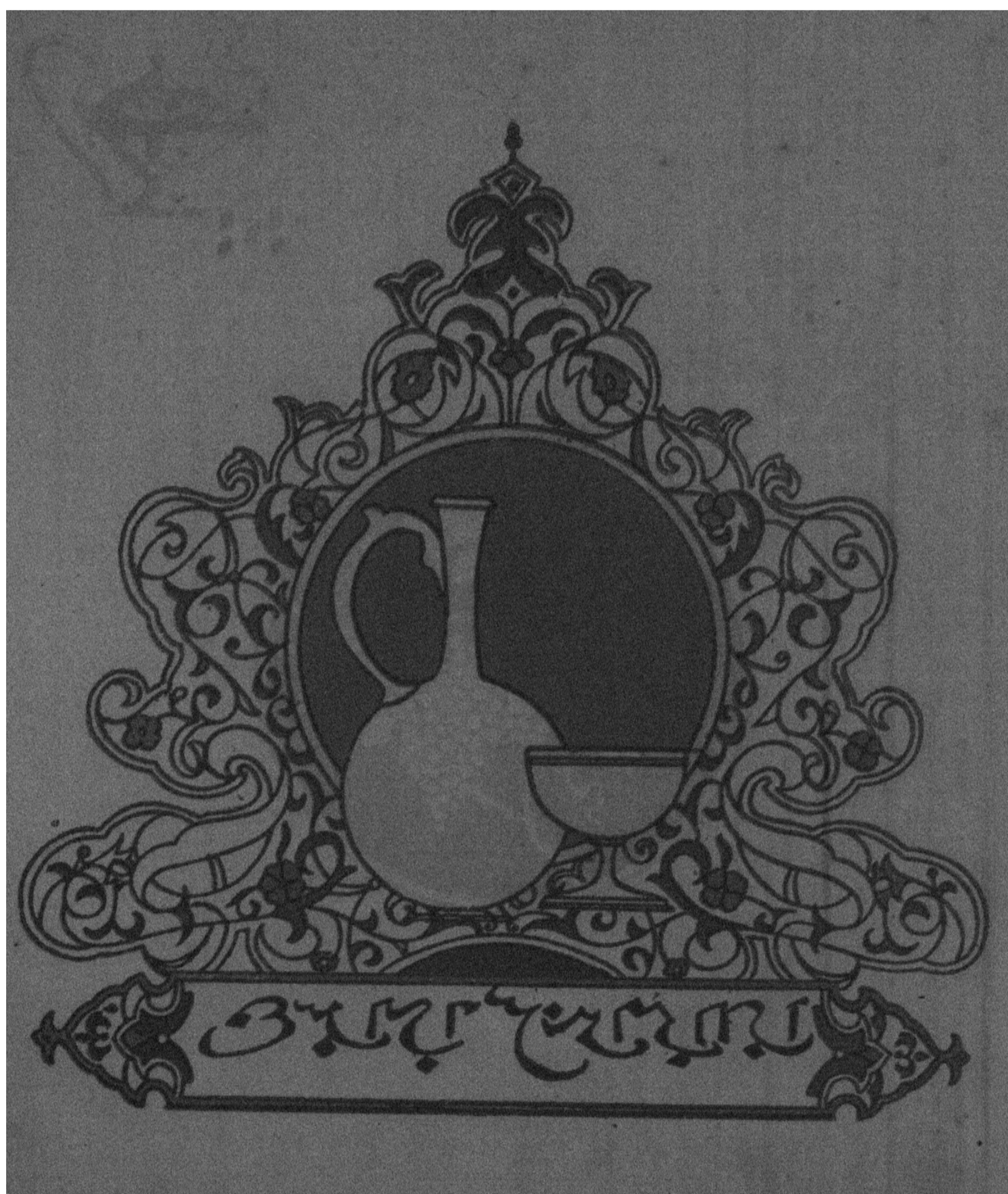




ছয় টাকা





দ্বাদশ সংস্করণ

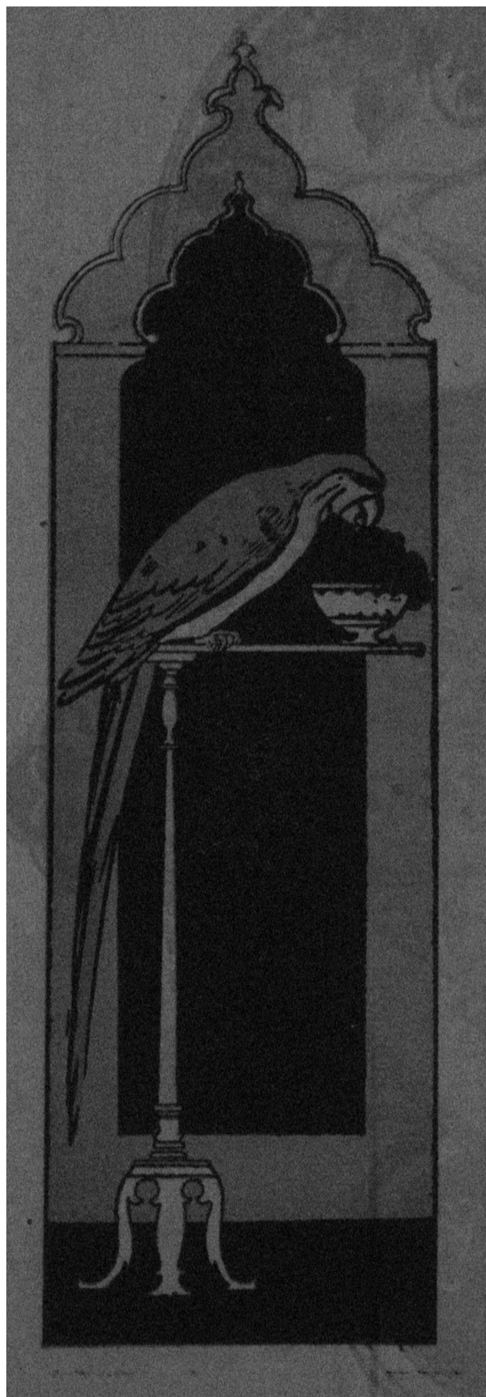


রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স



কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

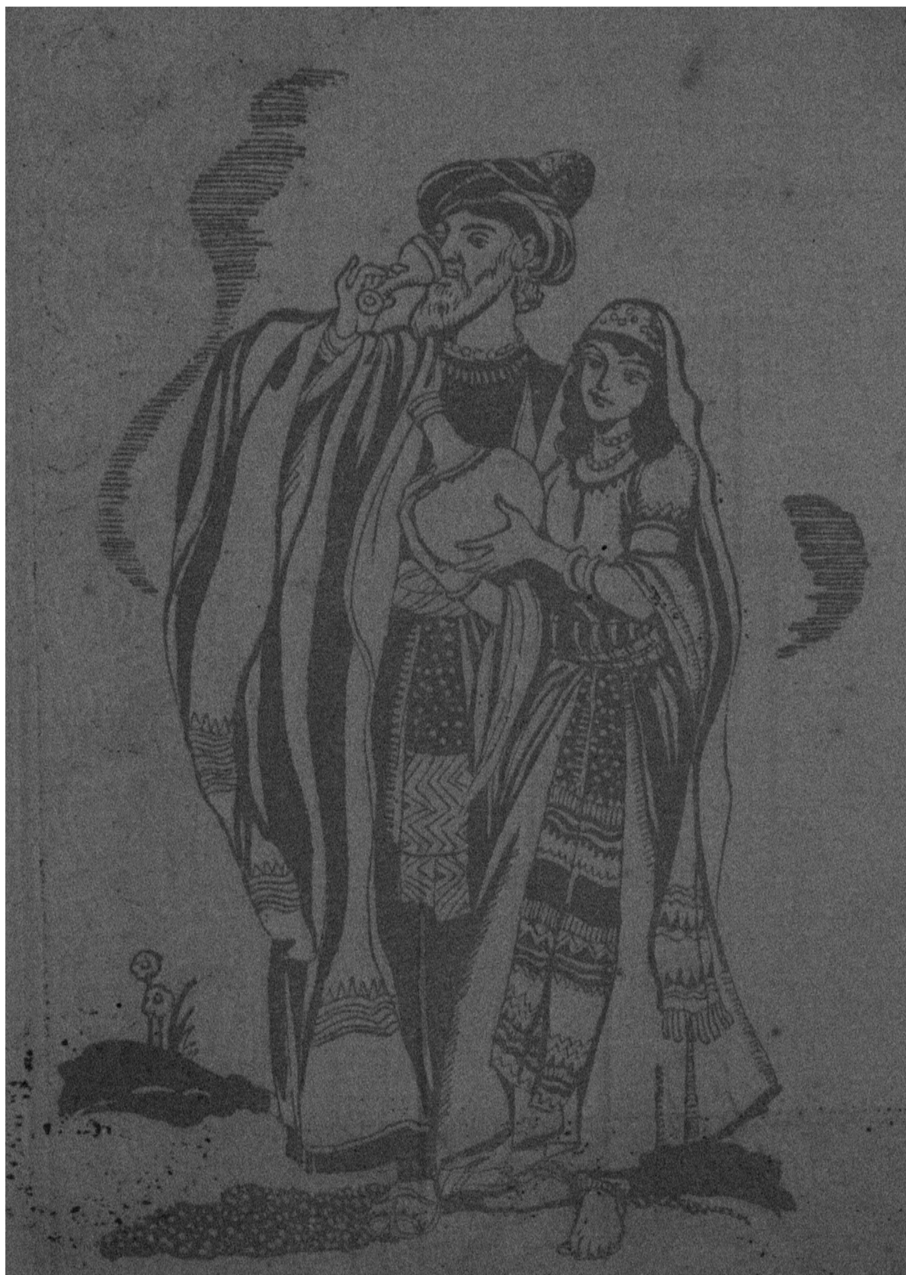
শ্রীচরণেষু

তোমার অসামান্য প্রতিভার অপূর্ব অরুণচ্ছটায় প্রাচ্য কাব্য-সাহিত্যের অতীত-মহিমা আজ এক অভিনব জ্যোতিতে সমুজ্জল হ'য়ে উঠেছে! তুমি আমাদের মর্ত্তালোককে আজ একাধিক দুর্লভ গৌরবের অমর্ত্ত্য-ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত করেছো। হে নিখিল-বিশ্বের প্রিয় কবি, সহস্র বৎসর পূর্ব্বের যে সত্যদ্রষ্টা একদিন বিশ্ব-ভারতীর কাব্য-ভাণ্ডারে তাঁর অনুপম মানস-মধু সঞ্চিত ক'রে রেখেছিলেন, আজ তোমার এই পঞ্চষষ্টিতম জন্মদিনে তোমার হাতে পারস্যের সেই অমর কবি ওমরের অমৃত-পাত্রের কয়েকবিন্দু সুধা সসম্ভ্রমে বহন ক'রে এনে দেবার সৌভাগ্যলাভে ধন্য হলেম।

প্রণত—

২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৩

নরেন্দ্র দেব



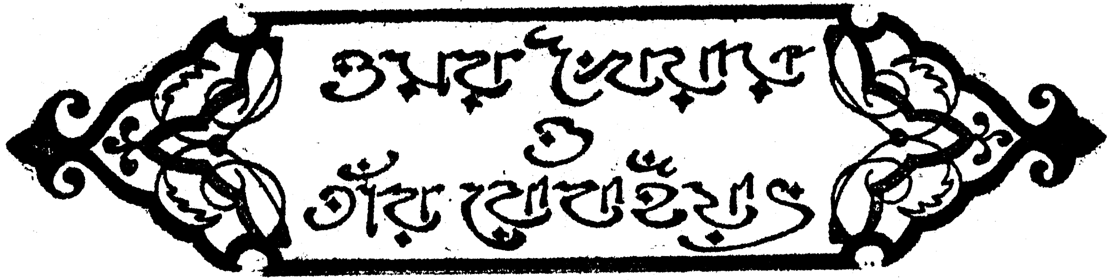




উপহার







ইংরাজ কবি ফিট্‌জিরাল্ডের (Edward. F. Fitzgerald) অনুগ্রহে 'ওমর খৈয়াম' আজ বিশ্বের পরিচিত এবং তাঁর 'রোবাইয়াৎ' আজ নিখিল-জন-সমাদৃত। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে পারস্যের এই অমর কবির জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

ওমরের সমসাময়িক ও তাঁর পরবর্তী কালের দেড় শত বৎসরের মধ্যে যে সকল লেখক তাঁর সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করে গেছেন তাই থেকে ওমর-জীবনীর একটা মোটামুটি ধারণা হলেও কবি-চরিত্রের একটা নিবিড় পরিচয় পাওয়া অসম্ভব। সেটার জন্য একমাত্র তাঁর রচনার উপরই নির্ভর করতে হয়।

খোরাসান প্রদেশের নৈশাপুর গ্রামে তাঁর নিবাস ছিল। আন্দাজ একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর জন্মতারিখ আজও নির্ণীত হয়নি। তাঁর সম্পূর্ণ নাম ছিল গীয়াসুদ্দিন ইবন্ আবুল ফতেহ্ ওমর বিন্ ইব্রাহিম্ অল্ খৈয়াম।

খোরাসানের জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ মহামনীষী ইমাম মওবাফিক্ উদ্দিন সাহেবের নিকট তিনি কৈশোরে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সময় তাঁর সহপাঠী ছিলেন আলি ইশাক্ তৌসী ও হাশান্ বিন্ সাব্বা। এঁরা তিন বন্ধুতে পরস্পরের নিকট অংগীকারে আবদ্ধ হয়েছিলেন যে— তাঁদের তিন জনের মধ্যে যে কেউ ভবিষ্যৎ জীবনে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌বে সে তার সৌভাগ্য অপর দুই সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে সমানভাবে ভাগ করে নিয়ে ভোগ করবে!

গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করে তাঁরা তিনটি বন্ধু জীবন-সংগ্রামে ব্যাপৃত হওয়ার পর দীর্ঘকাল আর তাঁদের পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু বহুদিনের পরে আলী ইশাক্ তৌসী যখন 'নিজাম্ উল্ মুল্‌ক্' উপাধিতে ভূষিত হ'যে পারস্য সুলতানের উজীর-পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তখন তাঁর সেই পুরাতন সহপাঠী বন্ধু দুটি এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল, 'নিজাম্ উল্ মুল্‌ক্'ও প্রকৃত সত্যাশ্রয়ীর মতো তাঁর পূর্ব প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন।

বহুকাল ধরে এই তিন বন্ধুর গল্প চলে আসছিল এবং এটিকে ঐতিহাসিক সত্য বলে বহু পণ্ডিত ব্যক্তিও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু, সম্প্রতি প্রমাণ হ'যে গেছে যে এ গল্পটির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। কারণ, যে গ্রন্থখানিকে অবলম্বন ক'রে এই কাহিনীটি প্রচার হয়েছিল সে বইখানি মুসলমান যুগের নবম শতাব্দীতে লেখা এবং আমীর ফকীরুদ্দিনের নামে উৎসর্গ করা। আমীর ফকীরুদ্দিন উজীর নিজাম উল্ মুল্‌কের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ। অধ্যাপক শুকোভস্কী ও ডাক্তার ই. ডেনিশান রস এ গল্পটিকে বাজে বলেই সাব্যস্ত করেছিলেন।

অধ্যাপক ব্রাউন তাঁর (Literary History of Persia. Voll. II. pp. 190-92) নামক গ্রন্থে গল্পটিকে উপকথা বলেই উড়িয়ে দিয়েছেন। অধ্যাপক P. B. Macdonald বলেছেন "তারিখ হিসাবে এটি যেমন অসম্ভব, ইতিহাস হিসাবেও এটি তেমনি ভিত্তিহীন।" (Journal of the American Oriental Society Vol. XX. pp. 7)

উজীর নিজাম্ উল্ মুলক্ ছিলেন ওমরের একজন বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। ওমর খৈয়াম কিন্তু সে বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠপদ, উচ্চ উপাধি বা প্রভূত ঐশ্বর্য সম্পদ কিছুই প্রার্থনা করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন ভাগ্যবান বন্ধুর সম্পদের তরুচ্ছায়াতলে একটি নিভৃত নির্জন কোণে বসে নিশ্চিন্ত চিত্তে গভীর জ্ঞানানুশীলনের অবাধ সুযোগ। ওমরের এরূপ ইচ্ছা শুনে উজীর প্রথমটা আশ্চর্য হয়ে গেছলেন! তিনি বন্ধুকে জায়গীর, উপাধি, উচ্চপদ প্রভৃতি গ্রহণ করবার জন্য অনেক অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু, ওমর তা' বারংবার প্রত্যাখ্যান করায় তিনি অবশেষে কবির অভিলাষই পূর্ণ করেছিলেন। ওমরকে তিনি রাজসরকার থেকে প্রতি বৎসর ওজনে ১২০০ মিশকাল স্বর্ণ অর্থাৎ প্রায় ৯০০০৲ টাকা বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন।

'খৈয়াম' শব্দের অর্থ তাঁবুকার। ওমরের নামের সঙ্গে এই বংশগত ব্যবসায়বাচক 'খৈয়াম' শব্দ সংযুক্ত থাক্‌লেও তিনি নিজে কখনও তাঁবুর ব্যবসা করতেন না। ইংরেজ লেখকেরা অনেকে ভুল করে তাঁকে 'Omar the Tentmaker' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী বা স্ত্রী, পুত্র সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানা যায় নি।

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ওমর নৈশাপুরেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবার সুযোগ পান নি। মধ্যে তাঁকে মার্ভে এসে সুলতান্ আলি শাহের আদেশে পারস্যের পঞ্জিকা সংস্কারকার্যে সাহায্য করতে হয়েছিল। এই সময় থেকেই 'জালালী সম্বৎ' প্রচলিত হয় এবং "জিজি মালিকশাহী" নামে তিনি একখানি প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন। এ ছাড়া গ্রহতত্ত্ব বিষয়ে আরও অন্যান্য গ্রন্থ এবং অংকশাস্ত্র, জড়বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাঁর একাধিক রচনা দেখতে পাওয়া যায়। কবির চেয়ে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক হিসাবেই তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর কয়েকজন বিশিষ্ট আরব ও পারস্য-সাহিত্য-রচয়িতা ওমর সম্বন্ধে যে সকল কথা বলেছেন প্রসিদ্ধ রুষ পণ্ডিত শুকোভ্স্কী (Schukovsky) ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে তাঁর 'রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' প্রবন্ধটিতে মূল আরব ও পারস্য হ'তে সেগুলিকে উদ্ধৃত করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রুষ অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। সার্ ডেনিসন্ রস্ (Dr. Sir. F. Denison Ross) ইংরাজীতে শুকোভ্স্কীর এই প্রবন্ধটি অনুবাদ করা। (Omar Khayyam and the wandering Quatrains—The Journal of the Royal Asiatic Society 1898 P.P. 349-66) ওমরের সম্বন্ধে আরও কতকগুলি নূতন তথ্য জানতে পারা গেছে।

ওমর যদিও একাধারে কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন, কিন্তু কবি হিসাবে তাঁর কোনও খ্যাতি ছিল না। ধর্ম-বিশ্বাসের অভাবে বা অস্পষ্টতায়, অর্থাৎ দেশের তৎকালীন প্রচলিত ধর্মমত সম্পূর্ণ মেনে না চলার জন্য তিনি জনসাধারণের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তিনি যখন মক্কাতীর্থ পরিভ্রমণ করে আসেন তখন লোকে বলেছিল যে ওমর পুণ্যার্জন করতে যায়নি, নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করতে গিয়েছিল। মক্কা থেকে ফেরবার পথে তিনি

যখন বোগ্‌দাদে এসেছিলেন তখন বোগ্‌দাদের বিদ্বজ্জনসম্প্রদায় তাঁকে প্রকাশ্যভাবে অভিনন্দিত করতে চেয়েছিল, কিন্তু ওমর তা' গ্রহণ করতে সম্মত হন নি। তিনি যে শুধু অভিনন্দনই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাই নয়, বোগ্‌দাদের সুধীসমাজের সঙ্গে পরিচিত হ'তেও অনিচ্ছা জানিয়েছিলেন। এটাকে তাঁর দাম্ভিকতা মনে করলে ভুল করা হবে। এ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সভা-ভীরুতা ও নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধে বিনয় প্রকাশমাত্র!

তাঁর অধিকাংশ রোবাই-এর মধ্যে প্রচলিত ধর্মবিধির প্রতি একটা অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছিল ব'লে তিনি কোনও দিনই লোকপ্রিয় হ'তে পারেন নি। কিন্তু তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও গুণাবলী কেউই অস্বীকার করতেন না। একাধিক লেখক তাঁর অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির বিষয় লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়েছিল, কিন্তু গুরুগিরি করতে তিনি একেবারে গররাজি ছিলেন।

সকল দেশের সকল যুগের প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের মতো ওমরও স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী ছিলেন। সত্যের সন্ধানে তিনি দেশের প্রচলিত শাস্ত্র-নির্দিষ্ট বাঁধা-পথ ছাড়িয়ে বহুদূর অগ্রসর হয়ে গেছলেন। তিনি যে সুফী সম্প্রদায়ের রহস্যময় সাধন পথের পরিপন্থী ছিলেন এ পরিচয় তাঁর একাধিক রোবাই-এর মধ্যে পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগের সুফীদের মতের সঙ্গে ওমরের অনেক স্থলে সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে কেবল তাঁর ধর্মভাবের বহিরাবরণটুকু মাত্র! তাঁর রচনার অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মতত্ত্বের নিগূঢ় পরিচয়ের মধ্যে দেশের প্রচলিত ধর্মপদ্ধতি, শাস্ত্রশাসন ও যাজক বা পুরোহিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ দেখতে পাওয়া যায়।

সমরখন্দনিবাসী পারস্যের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও কবি নিজামী আরুজী তাঁর "পুরাতন প্রসঙ্গ" বা "চাহার মাকলা" শীর্ষক পুস্তকে কবির মৃত্যু সম্বন্ধে লিখেছেন—"জ্ঞানীর রাজা ওমর খৈয়ামের ৫১ হিজরীতে (অর্থাৎ ১১২৩-২৪ খৃঃ অব্দে) নৈশাপুরে মৃত্যু হয়েছিল। দর্শনে ও বিজ্ঞানে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁকে সে যুগের একজন আদর্শ জ্ঞানী বলা চলে। তিনি আমার গুরুতুল্য ছিলেন। প্রভাতে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই আমার নানা বিষয়ের আলোচনা হ'ত। একদিন তিনি বলেছিলেন যে 'আমার কবর এমন একটি স্থানে হবে যেখানে কুসুমিত তরু শাখা হ'তে বর্ষে বর্ষে আমার সমাধির উপর পুষ্পাঞ্জলি বর্ষিত হবে।' তাঁর একথা আমি সেদিন কবির কল্পনা ব'লে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু ওমরের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে আমি যখন কার্যোপলক্ষে পুনরায় নৈশাপুর যাই, সেই সময় গুরুজীর সমাধি দর্শন করতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি একটি প্রাচীর ঘেরা কুঞ্জ প্রান্তে ঠিক প্রাচীরের বাহিরেই তাঁর অন্তিম-শয্যা বিরচিত হয়েছে। ফুলভারাবনত বৃক্ষনিচয় যেন কুঞ্জ-প্রাচীরের উপর দিয়ে তাদের শাখাবাহু প্রসারিত ক'রে কবির সমাধিবক্ষে পুষ্প অর্ঘ্য দিচ্ছে! রাশিকৃত ঝরাফুলের ঝালরে কবির কবরের পাষাণবেদী সমাবৃত রয়েছে! ওমরের ভবিষ্যদ্বাণী—তাঁর শেষ-সাধ আজ এমন বর্ণে বর্ণে সফল হ'য়েছে দেখে বিস্ময়ে পুলকে আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলাম।"

চার্বাক-মতাবলম্বী, এপিকিউরিয় (Epicurean) সম্প্রদায়ভুক্ত, জড়বাদী ও দেহাত্মবাদী ব'লে তাঁর যে দুর্নাম আছে, ফরাসী লেখক মশিঁয়ে নিকোলা (Nicholas) তার দৃঢ় প্রতিবাদ ক'রে বলেছেন যে, তিনি এই সুরা ও সাকীর রূপকের মধ্যে সেই অরূপেরই সন্ধান দিয়েছেন। পরবর্তী যুগে হাফিজ প্রভৃতি পারস্যের প্রসিদ্ধ সুফী কবিদের তিনিই ছিলেন আদিগুরু। ফিট্‌-জিরাল্ড কিন্তু মশিঁয়ে নিকোলার মত গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি তাঁর রোবাইয়াতের

পরবর্তী সংস্করণে তাঁর প্রাচ্য-বিস্তারণ্যের পথপ্রদর্শক অধ্যাপক কাউয়েল (Prof. Cowel) সাহেবের দোহাই দিয়ে বলেছেন যে গ্রীক্ শিক্ষা ও সভ্যতার উৎকর্ষ ও গ্রীক্ দর্শনের প্রভাব তাঁর মনের উপরে বেশ গভীর ভাবেই অধিকার বিস্তার করেছিল। লুক্রেশিয়াস্‌এর (Lucretius) মতো তিনিও দেশের যুক্তিহীন অসার ধর্ম ও তার মিথ্যা উপাসনার ভণ্ডামি নতশিরে সহ্য করেন নি। প্রকৃত সত্যসন্ধানীর মতো ঐ সকল কপটাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

তাঁর রচনা থেকে এ কথা কিন্তু বেশ বুঝতে পারা যায় যে তিনি নাস্তিক ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুব বেশি করে মানতেন বলেই বোধ হয় এমন জোর ক'রে বল্‌তে পেরেছিলেন—

"মানুষেরে হীনচেতা
তুমিই ক'রেছ হেথা,
তোমারই সৃজিত যত কাল-ফণীদল
আনন্দ নন্দনে আনে তীব্র হলাহল !
যত কিছু মহাপাপে কলংকিত মানুষের মুখ—
সে তোমারই চুক !
ক্ষমা চাও মানুষের কাছে,
ক্ষমা করো দোষ তার যত কিছু আছে !"

ওমর ঘোরতর অদৃষ্টবাদী ছিলেন। পুরুষকারকে বিশেষ আমল দেননি। বিশ্বের নর-নারীকে তিনি নিয়তির হাতের ক্রীড়নক মাত্র বলেছেন—

"ঘুঁটি তো কেউ কয় না কথা
নির্বিচারে নিরুপায়ে
খেলুড়েরই ইচ্ছা মতো
ঘুরতে থাকে ডাইনে-বাঁয়ে
তোমায় নিয়ে খেলার ছকে
চাল চেলেছেন আজকে যিনি
তোমার কথা সব জানা তাঁর
সবার কথাই জানেন তিনি।"

কুম্ভকারের হাতে গড়া মাটির হাঁড়ি কলসী ও খেলনা পুতুলের মতো এক অদৃশ্য শক্তি যে তার নিজের খেয়াল মতো আমাদের গ'ড়ে ছেড়ে দিচ্ছেন, ওমর দর্শনের এই অংশটুকু ফিট্‌জিরাল্ড "কুজা-নামা" শীর্ষক একটি বিশেষ বিভাগে সন্নিবিষ্ট ক'রে গেছেন। জন্মান্তর ও পরকালের প্রতি তাঁর যে বিশেষ আস্থা ছিল না এ কথা তিনি তাঁর একাধিক রোবাই-এর মধ্যে সুস্পষ্ট স্বীকার করে গেছেন। যেমন—

"মুহূর্তের শুধু অভিনয়
চ'লেছে লো এই বিশ্বময়
সাংগ হ'লে রংগ-লীলা যবনিকা পারে,
গাঢ়তম চির-অন্ধকারে
নট-নটী করিছে প্রবেশ !
জীবনের অবসানে নাটকেরও হয়ে যায় শেষ !

বেদান্ত-দর্শনের সংগে যে নানাস্থানে ওমরের চিন্তাধারার সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যেখানে তিনি বলেছেন—

"সত্য একা বিশ্বব্যাপি
সত্য ছাড়া নাইরে কিছু,
সেই একেরে কেন্দ্র ক'রেই—
বহুর প্রকাশ হ'চ্ছে পিছু!

কিম্বা—"যাঁহার গোপন স্থিতি ওতপ্রোত সৃষ্টির লীলায়,
ছোট-বড় নানারূপে দিকে দিকে যাঁহার বিকাশ
সবার মাঝারে থেকে যিনি হেথা সদা অপ্রকাশ
জরা মৃত্যু-যৌবনের বিশ্ব-জোড়া বিবর্তের মাঝে
একা সেই নির্বিকারে নিয়ত বিরাজে!

অথবা— "এই শক্তি, এই প্রাণ,
এ সকলই তব দান,
মোর সত্তা, আত্মা, মন
এ তো প্রভু তব ধন!

এরপর আর ওমরকে জড়বাদী বা নিরীশ্বরবাদী ব'লতে সাহস হয় না। তাঁর এই একেশ্বরবাদের সঙ্গে উপনিষদের ব্রহ্মবাদের আশ্চর্য রকম মিল থাকলেও কিন্তু, পরকাল ও জন্মান্তরবাদ কোথাও তিনি স্বীকার করেননি। এইখানেই হিন্দু দর্শনের সঙ্গে তার মূলতঃ প্রভেদ। তিনিও "এজগৎ মিথ্যা মায়া"—"বিশ্ব কেবল শূন্য ফাঁকা" ইত্যাদি বহুবার বলে গেছেন, এমন কি—ত্যাগের সাধনা ব্যতীত যে ইষ্টলাভ হয় না, এ কথাও তাঁর রচনার মধ্যে দু'এক স্থলে পাওয়া যায়।

'দু-দিনের জগতে আসা, চোখ বুজলেই যে সব শেষ হ'যে যাবে!' এ সবও তিনি অনেকবার বলেছেন বটে, কিন্তু ওটা কিছু নূতন তত্ত্ব বা বড় কথা নয়। ওমরের তত্ত্বকথার প্রধান সুর হচ্ছে মৃত্যুর পরপারে আর কিছু নেই, শুধু বিরাট অন্ধকার।

অনাদি মানব মনের সেই চিরন্তন প্রশ্ন—'কেন এলুম এই জগতে,
কেমন ক'রে কোথা হ'তে
কেউ জানে না খবর কিছু তার,
জীবন যেন জলের স্রোতে ভাসছে অনিবার।
কে জানে সে বইছে কোথায়—কোন প্রবাহের নীরে,

এই দুর্জ্ঞেয় প্রহেলিকার কোনও রহস্যভেদ করতে না পেরেই তিনি যেন কেবলমাত্র বর্তমানকে সত্য বলে আঁকড়ে ধরবার বিপুল প্রয়াস করেছেন। ওমরের প্রতিভা ও চিন্তাশীলতার বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় তাঁর এই ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যেই। কারণ, এগুলি সুস্পষ্ট। কোনও রূপকের রহস্যে জড়িত হয়ে এগুলির অর্থ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য হ'যে ওঠেনি! এইগুলির ভিতর থেকেই ওমর খৈয়াম মানুষটিকে যেন সহজে চিনতে পারা যায়! ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায় আকুল অন্তর কবি যেন নিজের অজ্ঞাতসারে কখন সত্য উপলব্ধি ক'রে প্রায় বলবারই চেষ্টা

করেছেন—'সোঽহম্'! তাই বোধহয় যারা পরকালেরও পক্ষপাতী আবার ইহকালেরও অনুরাগী, সেই দোটানায়-ভেসে-বেড়ানোর দলকে ডেকে বলেছেন—

"মূর্খ, তোদের ইপ্সিত ধন কোথাও যে রে নাই!"

'তারা যা' চায় তা' যে এখানেও নেই এবং অন্য কোনখানেই নেই', তাঁর এই কথাটা আরও সুস্পষ্ট শোনা যায়, তিনি যখন ব'লেছেন—

"পাঠাইয়াছিনু একদিন
আমার আত্মারে সেই পরিচয়হীন
সুদূর অদৃশ্য-লোক যথা—
জানিবারে জীবনের ওপারের দু'একটি কথা!
দীর্ঘ দিন পরে মোর আত্মা এসে ফিরে
ডেকে বলে ধীরে—
চেয়ে দেখ স্বামী,
স্বর্গ ও নরক তব একাধারে আমি!

অজানাকে জানবার জন্য মানুষের একাগ্র চেষ্টাকে তিনি বিদ্রূপ করলেও নিজে কখনও সে চেষ্টা থেকে বিরত হ'ন নি। তিনি যখন জানতে পারলেন—

"অজ্ঞাত সে পথের খবর
পায়নি তো কেউ সন্ধানে!

এবং দেখলেন—

"কেবল গেল না বোঝা যে রহস্য বুঝিবার নয়,
দুর্জ্ঞেয় দুর্ভেদ্য চিরকাল—
মানুষের মৃত্যু আর ললাটের ভাগ্য-লিপি জাল!"

তখনই যেন তিনি গেয়ে উঠলেন—

"পূর্ণ করে দাও সখি! পান-পাত্র মোর
অফুরন্ত হ'য়ে থাক্ স্বপনের ঘোর;
বার বার মিছে আর বোলো না আমায়
কেমনে চরণ-তলে
পলে পলে
জীবনের দিন বয়ে যায়!
বিদায়-সংকেত বাণী হায়,
নিশিদিন ভীতমনে প্রতিক্ষণে কে শুনিতে চায়?
আনন্দ-উচ্ছ্বাসে অনুরাগে
আজ যদি বর্তমানই শুধু ভাল লাগে,
কেন তবে অকারণে ভেবে তুমি হারাও সম্বিত
অনাগত কাল আশে—অথবা যা' হ'য়েছে অতীত!"

ওমরের 'সুরা' ও 'সাকী' সম্বন্ধে যে আধ্যাত্মিক অর্থ প্রচারিত হ'য়েছে সম্ভবতঃ সে জন্য দায়ী তাঁর এই ধরণের রোবাইগুলি—

"ঢালিছে যে সুধা শাশ্বত সাকী
নিখিল পাত্র'পরে
কোটী বুদ্‌বুদ্ উঠিছে ফুটিয়া
ফেনিল সে নির্ঝরে
তোমার আমার মত কত শত
সেই স্রোতে সদা ভাসে,
সাকীর পাত্র পূর্ণ সতত,
কেউ যায়, কেউ আসে!

কিন্তু সর্বত্রই তিনি যে এই রকম উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব অনুসরণে 'সুরা ও সাকী'র উল্লেখ করেছেন এ কথা জোর করে বলা চলে না। ওমরের কবিতাগুলি মোটামুটি পাঁচটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে—

প্রথম—অভিযোগ। অর্থাৎ নিয়তির চক্র দুর্বার, অদৃষ্টের বিধি অপরিহার্য, মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ, জীবন ক্ষণস্থায়ী, ঈশ্বরের অবিচার—ইত্যাদি।

দ্বিতীয়—বিদ্রূপ। মানুষের ভণ্ডামীর জন্য, নির্বুদ্ধিতার জন্য, যুক্তি-হীনতার জন্য, অন্ধ-বিশ্বাসের জন্য, গোঁড়ামীর জন্য, স্পর্ধার জন্য—ইত্যাদি।

তৃতীয়—প্রেম। বিরহের দুঃখ, মিলনের আনন্দ, দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা, অদর্শনের বেদনা, প্রেমের সার্থকতা, প্রণয়ের প্রভাব—ইত্যাদি।

চতুর্থ—সৌন্দর্য। প্রকৃতির শোভা, নববসন্তের রূপ, সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্প, স্বচ্ছন্দ কবিতা, সুমধুর সংগীত, বিহগের কল-কাকলী, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, নিকুঞ্জের বনশ্রী, তরুণী রূপসীর লাবণ্য, শ্যামতৃণাচ্ছাদিত নদীতীর, প্রভাতের প্রশান্ত আকাশ—ইত্যাদি।

পঞ্চম—ধর্ম। অধ্যাত্ম-দর্শন, ভাগবত-তত্ত্ব, সৃষ্টি-রহস্য, পাপ-পুণ্যের আলোচনা, স্বর্গ ও নরক বিচার, সুরা ও সাকীর বন্দনা, জন্ম ও মৃত্যু, ঈশ্বরবাদ—ইত্যাদি।

এতাবৎ এলোমেলো ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত 'রোবাই'গুলিকে এই বিভাগ অনুসারে আমি শ্রেণীবদ্ধ ক'রে সংকলন পূর্বক পঞ্চম সংস্করণে সাজিয়ে দিয়েছি। তখন থেকে এই ভাবেই এগুলি প্রকাশিত হ'চ্ছে।

প্রাচ্যের এই কবিকে য়ুরোপ যে এত সুনজরে দেখেছিল তার কারণ আর কিছুই নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগাঢ় অনুশীলনের ফলে প্রতীচ্যের মন দেশের লোক-ভুলানো ভণ্ড-ধর্মের প্রতি তার সবল বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিল। তাই তাদেরই দেশের একজন কবি যখন ওমরের এই বাণী তাদের শোনালেন—পাপ-পুণ্য নেই, স্বর্গ-নরক নেই, মানুষ গেলে আর ফেরে না!

"ভেবে কি দেখেছো সখী, ক্ষণস্থায়ী কত এ জীবন?
একটি প্রভাত আসে বিকশিত ফুলের মতন!"

তাদের যেন চমক হ'ল! তার পর যখন তারা দেখলে যে তিনি বলছেন—"পান করে নাও প্রাণভ'রে হে রাজা, যে কটা দিন এই জগতে জীবন আছে তাজা!" তখন তারা আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে এই কবিকে তাদের আপনজন বলে বরণ করে নিলে।

দেখতে দেখতে য়ুরোপের প্রায় সকল ভাষাতেই ওমর খৈয়ামের রোবাইগুলি অনুবাদ হয়ে গেল। ওমরের এমন অনুরাগী ভক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো তারা যে দেশে দেশে ওমরপন্থী সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়ে গেল। তারা 'ওমর সমিতি', 'ওমর সংঘ' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে ফেললে। তাদের ওমর-প্রীতি এমনই প্রবল হ'য়ে উঠ্‌লো যে তাঁর রচিত আরও কবিতা আছে কিনা দেখবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে তারা পারস্যের চারিদিকে অনুসন্ধান শুরু করে দিলে। তারই ফলে আজ পর্যন্ত ওমরের প্রায় ১২০০ রোবাই আবিষ্কৃত হ'য়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা বলেন, তার মধ্যে ওমরের নিজের রচনা মাত্র আটশতের অধিক নয়। বাকি সবগুলিই প্রায় প্রক্ষিপ্ত! শুকোভ্‌স্কী তাঁর প্রবন্ধে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে ওমরের নামে প্রচলিত প্রায় ৮২টি রোবাই হাফেজ, আত্তার, নিজামী, জিলালুদ্দীন্‌রুমী প্রভৃতি পারস্য কবিদের রচনা। বিলাতের বোডলীয়ান লাইব্রেরীর (Bodleian Library) সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথির ১৫৮টি রোবাই ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে মিঃ হেরন এ্যালেন (Mr Heron Allen) মূলের আলোকচিত্র সহ যথাযথ গদ্যে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন। হেরন এ্যালেনের এই অনুবাদ প্রকাশ হবার পর প্রথম জানা গেল যে ফিট্‌জিরাল্ড ওমর খৈয়ামের রোবাইয়াৎগুলির ঠিক হুবহু মূলের অনুবাদ করেন নি। তিনি আপন ইচ্ছামতো কোথাও ওমরের মাত্র একটি পদকে বিস্তৃত করে একটি চতুষ্পদীতে রূপান্তরিত করেছেন, কোথাও বা দু'টি'তিনটি চতুষ্পদীকে ভেঙে নিয়ে একটি চতুষ্পদীর মধ্যে ঘনীভূত ক'রে দিয়েছেন। হেরন এ্যালেনের গদ্যানুবাদ অবলম্বনে ট্যালবট (Arthur B. Tabot) সম্পূর্ণ ১৫৮টি রোবাই যথাযথভাবে কবিতায় অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করেন।

তৎপূর্বে (১৮৮৩ খৃঃ) হুইনফিল্ড্‌ সাহেব (E. H. Whinfleld M. A.) ওমরের পাঁচ শত রোবাই মূল ফার্সীসহ একেবারে হুবহু মূলানুসারে কবিতায় অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। শুকোভ্‌স্কীর প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদ ও উপরোক্ত বইগুলি ছাড়া ওমর খৈয়ামের আরও কতকগুলি প্রসিদ্ধ অনুবাদ দেখতে পাওয়ার সুযোগ হওয়াতে আমার পক্ষে ফার্সী না জেনেও ওমরের মূলগত কবিত্ব রসের আসল সৌন্দর্যটুকু কতকটা উপলব্ধি করা সহজসাধ্য হ'য়েছিল।

লক্ষ্ণৌয়ে প্রাপ্ত ওমর খৈয়ামের পুঁথির ৭৬২টি রোবাই দীর্ঘ তিরিশ বৎসরের পরিশ্রমে অনুবাদ করে প্রকাশ ক'রেছিলেন মিঃ জনসন্‌ (E. A. Jhon.on); কিন্তু, তাঁকেও পশ্চাতে ফেলে রেখে এগিয়ে এসেছিলেন মিঃ জন্‌ পেন (John Payne); ইনি ওমরের ৮৪৫টি রোবাই ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন। ফিট্‌জিরাল্ডের পরেই ফরাসী কবি গেলিয়েন (Richard de Gallienne) কেবলমাত্র সুরা ও সাকী সম্বন্ধীয় ওমরের যে ২৬১টি রোবাই-এর সুমধুর অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন সেগুলি কিন্তু সব চেয়ে সুন্দর। এতগুলি বই নেড়ে চেড়েও তবু আমি ফিট্‌জিরাল্ডের মোহ কাটিয়ে উঠ্‌তে পারিনি।

সার্‌ ই, ডেনিসন্‌ রস বলেন—ওমরের রোবাই-এর যথাযথ অনুবাদ না হ'লেও ফিট্‌জিরাল্ড মূলের ভাব ও সৌন্দর্যকে কোথাও ক্ষুন্ন করেননি! আমি তাই তাঁর পরিবর্তন সমস্তই মেনে নিয়েছি। কেবলমাত্র ১১নং রোবাইটি তিনি বাদ দিয়েছিলেন, আমি কিন্তু দু'টি বিভিন্ন রোবাই মিলিয়ে সেটি রেখেছি, লোভ ছাড়তে পারিনি, এবং ৪নং রোবাইয়ে তিনি ওমরের যে দু'টি চতুষ্পদীকে মিলিয়ে একটি ক'রে দিয়েছিলেন, আমি সেটিকে আবার ভেঙে মূলানুযায়ী দু'টি পৃথক কবিতাই ক'রে নিয়েছি। অপরগুলির বেলা সেরূপ করবার কোন প্রয়োজন বোধ করিনি!

ওমর খৈয়াম্ নামে কেউ কখন ছিলেন কি না এই নিয়ে মধ্যে একটা হৈ চৈ হয়ে গেল। বিলাতের 'মর্ণিং পোষ্ট' পত্রিকায় ঐতিহাসিক মিলার সাহেব (Dr A. H. Millar) একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে ওমরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এই তর্কের মূল ভিত্তি ছিল যে, নিজাম উল্-মুল্কের ওমর সম্বন্ধীয় যে রচনাটুকু প্রামাণ্য বলে ধরা হয়েছে সেই নিজাম উল্-মুলুক্ স্বয়ং ১০৯২ খৃঃ অব্দে গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হ'য়েছিলেন, অথচ তিনি যখন লিখ্ছেন যে ১১২৩ খৃঃ অব্দে নৈশাপুরে ওমর দেহত্যাগ করেছিলেন অর্থাৎ ওমরের মৃত্যুর পরও তিনি যে কিছুকাল বেঁচেছিলেন এইটেই যখন এতে প্রমাণ হ'চ্ছে, তখন বোঝা যাচ্ছে যে ব্যাপারটা সমস্তই একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পাবাজী! আসলে ওমর নামে পারস্য দেশে কোনও কবিই ছিল না।

কিন্তু ডাঃ সার্ ই, ডেনিসন রস্ অবিলম্বে মিলার সাহেবের উক্তি ও যুক্তি খণ্ডন ক'রে 'মর্ণিং পোষ্টে'র সেই প্রবন্ধের একটি জবাব দিয়েছিলেন। তিনি তাতে দেখিয়েছেন যে নিজামী আরুজী নামে পারস্যের একজন প্রসিদ্ধ কবি নিজে গিয়ে ওমরের সমাধি-বেদী দেখে এসেছেন। এ তথ্যটি যে সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক—ইতিহাসেই তার প্রমাণ আছে। এ ছাড়া তিনি ১১৭৬ সাল থেকে ১৪৫০ সালের মধ্যে রচিত এমন অনেক ফার্সী বইয়ের নাম করেছেন যার মধ্যে জ্যোতিষী হিসাবে নয়, কবি হিসাবেই ওমরের উল্লেখ আছে।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব পারস্যভাষার অধ্যাপক ব্রাউন সাহেবের পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস থেকেও (A Literary History of Persia, from Firdausi to Sadi. By E. G. Browne M. A. M. B. E. B. A. pp. 246-259.) ওমরের সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতে পারা যায়। কবি নিজামী আরুজীর ১১১৫ খৃঃ অব্দে রচিত সেই 'চাহার মাকালা' প্রভৃতি প্রাচীন পারস্য গ্রন্থ থেকে আরম্ভ ক'রে—একেবারে একালেরও সমস্ত পারস্য সাহিত্যে উল্লিখিত ওমর বিবরণের একাধিক পরিচয় এই ইতিহাসের মধ্যে আছে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ এর প্রবাসীতে প্রকাশিত 'খোয়াজা ইমাম আবুলফতের ওমর-বিন-ইব্রাহীম-অল-খৈয়ামী' শীর্ষক প্রবন্ধটী অনেকটা প্রায় ওমর সম্বন্ধে এই ইতিহাসোক্ত বিবরণেরই পুনরুক্তি মাত্র হলেও, অর্থাৎ তার মধ্যে ওমর সম্বন্ধে কোনও নূতন তথ্যের সন্ধান না থাকলেও অল্প কথার মধ্যে ওমরের বিষয়ে অনেকটা সঠিক সংবাদ পাওয়া যায়। তবে এই প্রবন্ধকার অন্যত্র যে অভিযোগ করেছেন—'ওমর খৈয়মের কবিতা ইরাণ হইতে ইংলণ্ডে গিয়াছে, সেখান হইতে জাহাজে চড়িয়া বাংলা দেশে আসিতে তাহার এতটা পরিবর্তন হইয়াছে যে চিনিতে পারা যায় না!' তাঁর এ কথাটা যে একেবারে নিতান্তই অতিশয়োক্তি,—এটা তাঁরই অভিযোগের প্রমাণ স্বরূপ তিনি যে রোবাইটির মূল ও অনুবাদ উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছেন, তাই থেকেই সহজেই লেখকের ভ্রান্তধারণা বুঝতে পারা যায়। এখানে তাই সে দুটি উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল—

মূল ফার্সীর এক একটি শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ—

"আমি ত একজন পাপী জীব, তোমার করুণা কোথায়?
আমার হৃদয় অন্ধকারে আচ্ছাদিত, তোমার পবিত্র জ্যোতি কোথায়?
আমাকে যদি উপাসনার পুরস্কার স্বর্গ দাও,
সেত' আমার মজুরী (বেতন) হইল,
তোমার করুণা ও দয়ার দান কোথায়?

ইংরাজী অনুবাদের বাংলা রূপান্তর—

"নিমজ্জিত পাপে আমি, করো নাথ তুমি ক্ষমা করো
আঁধার এ হৃদে মোর তব দীপ জ্বেলে আজি ধরো,
স্বর্গ যদি পাই প্রভু দীর্ঘকাল সাধনার পরে—
সে তো হবে উপার্জন, নহে সে তো পাওয়া তব বরে।"

একে কি 'সাত নকলে আসল ভ্যাস্তা' বলে চলে ? তথাপি মূল ফার্সীর যতটা কাছাকাছি হয় এই উদ্দেশ্যে আমি দ্বিতীয় সংস্করণে এই রোবাইটি একটু পরিবর্তন করে দিয়েছি এবং আরও অন্যান্য অনেকগুলি বোবাই ছন্দ, মিল, শব্দধ্বনি ও ব্যঞ্জনার সৌকর্যের খাতিরে একটু বেশী রকমই অদল-বদল করে দিতে বাধ্য হ'য়েছি। কিন্তু মূলভাব ও অর্থ কোথাও এতটুকু বিকৃত করা হয়নি।

যে রোবাইগুলির মধ্যে ওমরের নাম বা তাঁর মতবাদ সুস্পষ্ট পাওয়া গেছে অধিকাংশস্থলে আমি সেইগুলিই গ্রহণ করেছি। অনুবাদের মধ্যে সাধ্যমত কোথাও নিজের কবিত্ব ফলাবার চেষ্টা করিনি। মাত্র দু'এক স্থলে ঈষৎ একটু পরিবর্তন ছাড়া একেবারে হুবহু অক্ষবানুবাদেরই প্রয়াস পেয়েছি। তাতে কাব্যের সৌন্দর্য হয়ত' নানা স্থানে ব্যাহত হয়েছে, কিন্তু মূলের বৈশিষ্ট্য যাতে কোথাও ক্ষুণ্ণ না হয় আদ্যোপান্ত সেই চেষ্টাই করেছি। কারণ আমার মতে অনুবাদ অনুসরণ না হ'যে অনুলিখন হওয়াই উচিত। ওমরের মূল ফার্সী চতুষ্পদীগুলি সমস্তই এক ছন্দে রচিত নয় জেনে আমি ইচ্ছাপূর্বক চতুষ্পদীর গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে নানা বিচিত্র ছন্দের সমাবেশ করেছি, কারণ এতগুলি কবিতা সবই যদি এক সুরে গাওযা হয় তাহ'লে সেগুলি নিতান্ত একঘেযে লাগতে পারে। লঘু, গম্ভীর, চটুল, শান্ত প্রভৃতি যেখানে যে রোবাইটিতে যে ভাব ব্যক্ত হয়েছে আমি সেখানে সেটি ঠিক তদুপযুক্ত ছন্দে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও আগ্রহ না থাকলে এবং সাহিত্যরসিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বি-এল, সুকবি গিরিজাকুমার বসু ও কথা-শিল্পী নির্ম্মল দেব প্রভৃতি বন্ধুগণের অক্লান্ত সাহায্য না পেলে হয়ত' একাজ একলা আমার দ্বারা হোত না! প্রীতিভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত মহম্মদ্ মনসুর উদ্দীন এম্-এ, আমাকে ওমরের সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন তথ্য সংগ্রহ করে দিয়ে বিশেষ উপকৃত করেছেন। তরুণ রূপদক্ষ শ্রীমান পূর্ণ চক্রবর্ত্তী ও উপেন্দ্র ঘোষ দস্তিদার তাঁদের রঙীন তুলিকার স্পর্শে এই বইখানিকে 'সচিত্র' করেছেন। বাঙলা ভাষায় 'সচিত্র' ওমর খৈয়াম এই প্রথম। এর অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের আসরে বইখানির সমাদর হয়েছে দেখে আমি আমার পরিশ্রম সার্থক বোধ করছি!

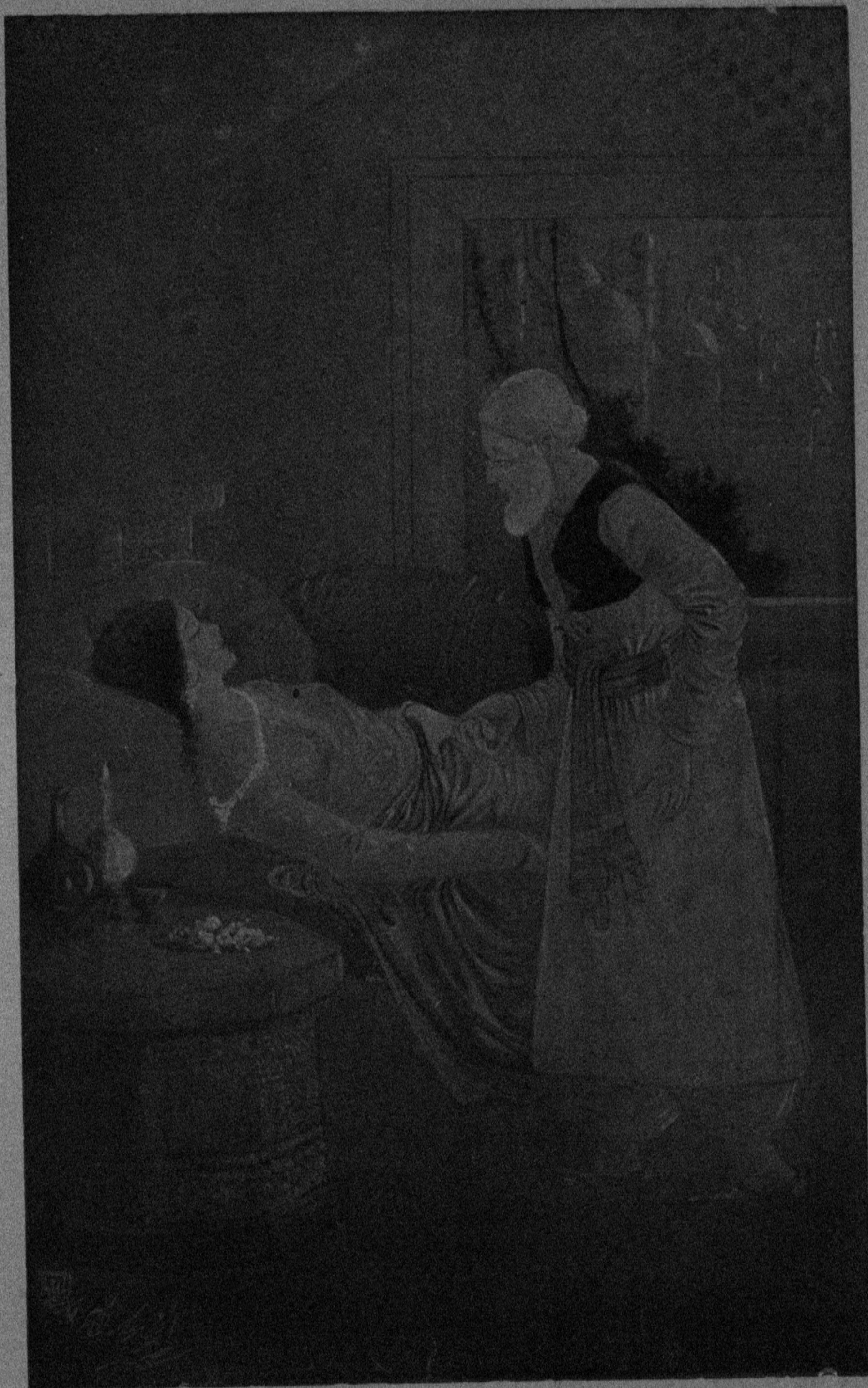
"ভালবাসা"   নরেন্দ্র দেব
৭২।২ হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা।

—প্রথম—

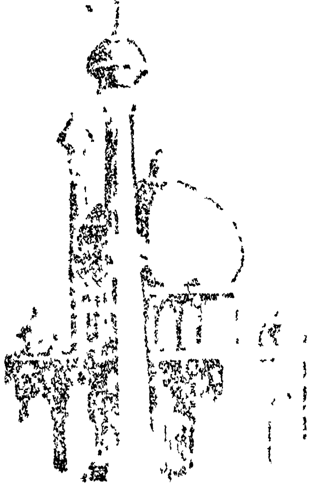
—অভিযোগ—

(১–৭৬)

প্রথম অভিযোগ। অর্থাৎ নিয়তির চক্র দুর্বার, অদৃষ্টের বিধি অপরিহার্য, মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ, জীবন ক্ষণস্থায়ী, ঈশ্বরের অবিচার—ইত্যাদি।



"জাগো, জাগো, রাত ফুরালো
তরুণ প্রাতের আঁখির আলো,
তীর হেনেছে নিশীথিনীর বুকে।"



১

জাগো, জাগো, রাত ফুরালো,

তরুণ প্রাতের আঁখির আলো,

তীর হেনেছে নিশীথিনীর বুকে!

চাও গো সখি, চাঁদ-বধূরা লজ্জানত মুখে

ত্রস্ত-পদে পলায় যেন ত্রাসে!

পুব-আকাশের শিকারী ওই

জ্যোতির জালে জড়িয়ে লো সই

রংমহালের মিনার ঘিরে জয়োল্লাসে হাসে!

২

আজ অরুণের প্রথম ভোরে,

শুনেছি কোন্ স্বপন-ঘোরে

তৃষ্ণা-কাতর

কী যেন স্বর

করুণ সুরে বাজে;

ডাক দিয়ে কে ব'লছে এসে পান্থশালার মাঝে—

জাগো, জাগো, ওগো আমার তরুণ সখার দল,

বিলম্বে কি ফল?

জীবন-সুরা শুষ্ক হবার আগে,

পাত্রখানি নাও ভরে নাও নিবিড় অনুরাগে!

৩

পরিয়ে দিতো প্রভাত যবে

আলোর মুকুট অন্ধকারে,

মুখর হ'ত ভোরের পাখী

রক্ত উষার হাসির ঠারে!

দীপ্ত দিনের দর্পণে সে

এই কথাটাই ব'লতে চায়—

ক্ষণস্থায়ী এ-জীবনের

আর এক নিশা ব্যর্থ—হায়!

৪

নওরোজে আজ নূতন সুরে

ওরে আমার চিত্ত-পুরে

উঠছে জেগে লোভ!

ফেলে আসা জীবন-পথের অতৃপ্ত সব ক্ষোভ

দিচ্ছে মনে সাড়া;

ভাবের দুলাল হৃদয় আমার সদাই লক্ষীছাড়া

উধাও হ'য়ে ধায়

নির্জনতার শান্তিটুকু যেখানটিতে পায়।





৬

ক্ষণিকের শুধু জাগরণ!
    ভুলে কেন নিদ্রাগত তুমি?
শয্যা কি গো এত আগে হ'তে
    হবে তব মৃত্যু-লীলা-ভূমি?
ওঠো প্রিয়ে, জাগো জাগো,
    জ্যোছনা যে বৃথা ব'য়ে যায়,
চিরনিদ্রা যেতে হবে জেনো,—
    যদি এই জীবন ফুরায়!

৭

জাগো সাকী, নিয়তির তরংগ-তাড়নে
    জীবন-তরণী যদি হয় কূলহারা,
না মেলে আশ্রয় যদি পথ-শ্রমে হ'লে মোরা সারা,
কিছু নাহি আসে যায়। আমাদের করে
    পানপাত্র পূর্ণ যদি থাকে,
সত্য রবে সাথে সাথে নির্দেশিতে পথ
    জীবনের সকল বিপাকে।

দু'দিনের জীবন যৌবন!
বৃথা কেন করো তারে ক্ষয়
    তন্দ্রালোকে বিরচি শয়ন?
জাগো প্রিয়ে, জাগো জাগো, দিন ব'য়ে যায়,
বাসনায় রক্ত-রাগে রঙীন গোলাপ
    ফোটে কি লো অলস নিশায়?
  সুপ্তি—সে তো মৃত্যুর দোসর!
তারে না করিও সখী রজনীর নর্ম-সহচর
  রবে কেথা বেঁচে যে ক'দিন।
সমাধির শূন্য-গর্ভে হবে যবে এ দেহ বিলীন,
  পাবে তো সে মৃত্যু-ঢাকা মৃত্তিকার বুকের ভিতর,
    ঘুমের সুদীর্ঘ অবসর!





৮

ভোরের পাখি শিস্ দিয়ে যেই উঠ্ল চারিধারে
পান্থশালার দ্বারে
দাঁড়িয়েছিল অপেক্ষাতে যারা
বলল হেঁকে তারা—
দুয়ার খোলো, দুয়ার খোলো ভাই,
সময় যে আর নাই ,
ক্ষণেক শুধু বস্‌তে মোরা এসেছি এই পারে—
হতাশ হ'লে এ জীবনে হয় তো ফিরবো না রে ।

৯

সংজ্ঞাহীন মহাশূন্য হতে
গ'ড়ে নিতে যেন কোনও মতে
যা-হোক একটা কিছু কল্পনার ছবি সচেতন
কেন এই তোমাদের চিরদিন প্রাণান্ত যতন ?
শাস্ত্রবাক্য নিষেধের ঈষৎ ব্যত্যয়ে
শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড, এই মিথ্যা
করিবে কি সদা পরিহার
অনন্ত এ নিখিলের আনন্দ অপার ?

১০

একটা দিনের জন্য কেবল
এই জগতে থাকতে এসে
লাভটা শুধুই কষ্ট পাওয়া—
দুঃখ-শোকের সঙ্গে ভেসে !
পালিয়ে যেতে হবেই জেনো
অনুতাপের তীব্র দাহে ,
জীবন-প্রহেলিকার প্রশ্ন
মিটিয়ে নিতে পারবে না হে ।

১১

জীবন বিহংগ ওই অরুণ কিরণে করি স্নান,
শোন সখি গাহিছে কি গান ।
মুহূর্তের ঐ তার সংগীতের সুর
শ্রবণ-মধুর
শুরু হয়ে গেছে বহুক্ষণ,
এক কলি—একটি চরণ—
ক্ষণিক উচ্ছ্বাস শুধু—নিমেষের আনন্দ বরণ—
তারপর সব শেষ,
নিথর আঁধার বেশ
আসিবে সে অনন্ত মরণ !





১২*

থাক সখি পড়ে থাক্ যত গৃহ কাজ,
এস, এস, ছুটে এস আজ,
পানপাত্র ত্বরা ভরে নাও ;
কাগুন-আগুনে ফেলে দাও
শীতের কুহেলি-আবরণ।
কালের বিহংগ ওই অতর্কিতে ওড়ে অনুখন,
ক্ষিপ্রগতি পক্ষ দুটি তার
আলোড়ি' চলেছে অনিবার
নিঃশেষিয়া নিঃশ্বাসের বায়ু ;
ক্ষণস্থায়ী হেথা সখি মানবের ক্ষীণ-পরমায়ু !

১৩

দুঃখ তোমার বাড়িও না আর
আক্ষেপে হে বন্ধু বৃথা,
অন্যায়ের এ জগৎটাতে
জালিয়ে রাখো ন্যায়ের চিতা।
মিথ্যা যখন এই ধরণী—
তখন হেথা কিসের ভয় ?
দূর করে দাও ভাবনা যত,
কিছুই সখা সত্য নয় !

১৪

সব ছেড়ে সই বেরিয়ে এস
'খায়াম' বুড়োর সঙ্গে আজ,
ায়কোবাদ ও কায়খশরুর
প্রাচীন গাথায় নাইক কাজ,
র রুস্তম থাকুন শুয়ে
যেমন তিনি থাকতে চান,
নো না কোন্ হাতেমতাঈ
সান্ধ্যভোজে কখন যান !

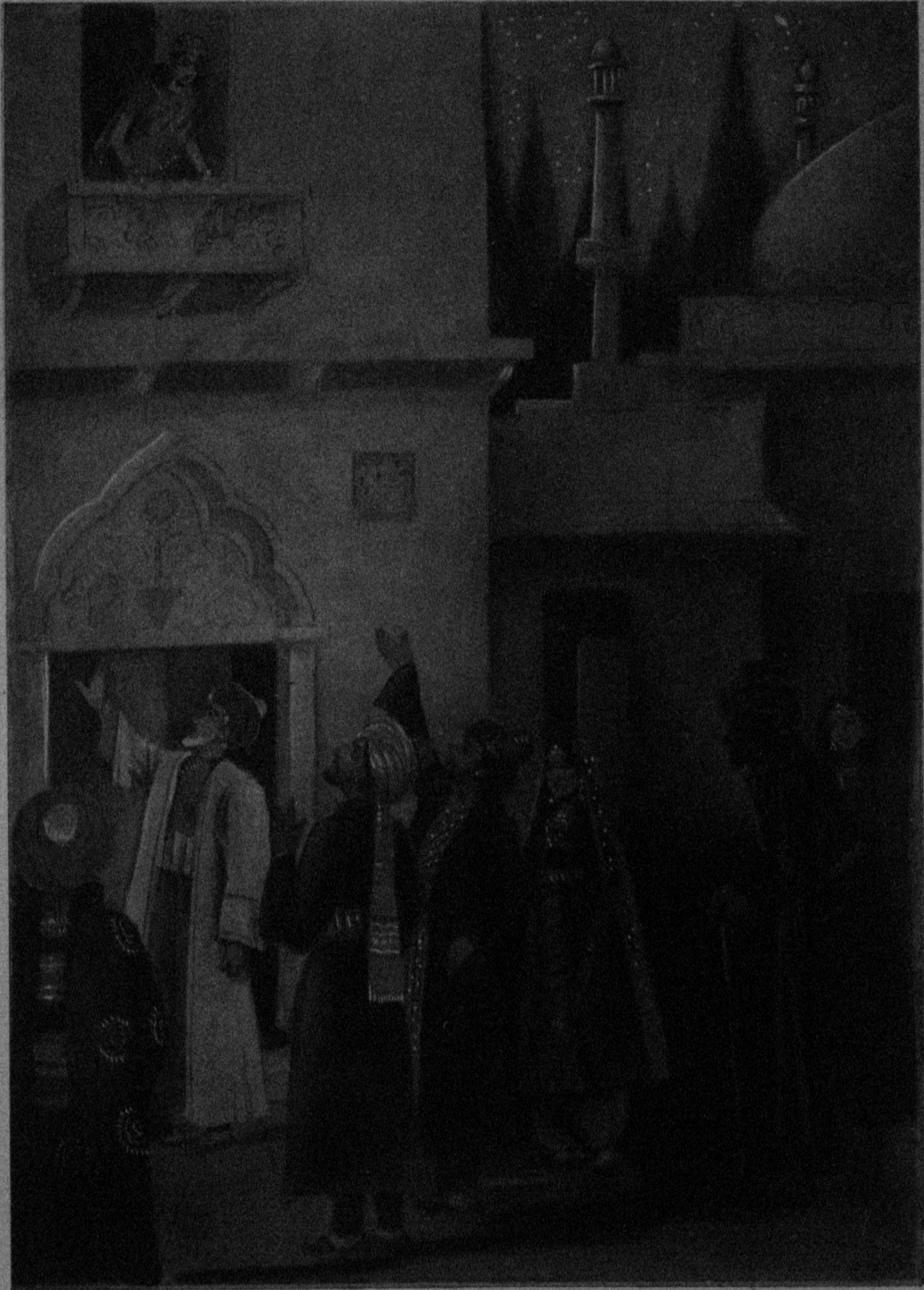
১৫

বেরিয়ে চলো আমার সাথে
আজকে কোনও কুঞ্জপথে,
মরুভূমির তপ্তবালু
ভিন্ন যেথা গহন হতে ,
নেই যেখানে বাদশা, গোলাম,
দৌলতে দাম, নামের হনাম,
এমন কি সই, পায় না সেলাম
যেখানে ওই মামুদশা'ও,
তার আসনের অসীম প্রতাপ—
আজ যেখানে তুচ্ছ তা'ও !

১৬*

বুনলে বটে খায়াম বুড়ো
জ্ঞান-তাঁবুতে অনেক দড়ি ,
আজ সে তবু মরছে পুড়ে
তপ্ত অনল-কুণ্ডে পড়ি' !
জীবন-ডুরি ছিন্ন ক'রে
দিয়েছে তার মৃত্যু-অসি,
ভাগ্য গেছে ছড়িয়ে শিরে
লাঞ্ছনা আর ঘৃণার মসি !

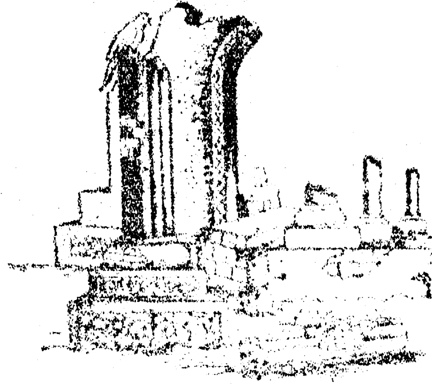




২

৯

"ভোরের পাখী শিস্ দিয়ে যেই উঠ্‌ল চারিধারে
পান্থশালার দ্বারে
দাঁড়িয়েছিল, অপেক্ষাতে যারা
ব'ল্‌লে হেঁকে তারা—
দুয়ার খোলো, দুয়ার খোলো ভাই—"



১৭

জাম্‌শিদেদের জাঁকের প্র
মজ্‌লিশি পান, আমোদ-আসাদ,
অফুরন্ত চ'লতো যেথা—
বসছে লোকে এখন সেথা
পশুরাজের বসছে আসর,
টিক্‌টিকিরা জাগছে বাসর !
বাহামও যে ভীম শিকারী
দুঃসাহসী জোয়ান্ ভারি,
সেও বেঁধেছে আজকে বাসা
মাটির তলে শীতল বাসা,
বনের গাধা মাড়িয়ে যায়,
নাইক' তবু খেয়াল তায় !

১৮

আমরা যে আজ করছি আমোদ
পরিত্যক্ত ওদের গোরে,
বসন্তের এই কান্ত বায়ে
নূতন ফুলের ওড়না প'রে—
আমাদেরও দু'দিন বাদে
নামতে হবে মাটির শেষে
কে জানে সই, তার পরে ফের
এই আসরে আসবে কে যে !

১৯

সেই তো সখি মাটির কোলে
হবেই শেষে পড়তে ঢ'লে
তাই বলি—আয়, হিম-অতলে তলিয়ে যাবার আগে—
ভোগ ক'রে যাই প্রাণটা হেসে,
বুক ভ'রে নিই ভালবেসে
এই জীবনের যে-কটাদিন সাম্‌নে আজও জাগে !
মাটির দেহ মাটির গেহে হবেই জেনো লীন,
ধুলোর বোঝা মিশবে ধুলোয় এসে ;
সুর কি সুরা—গায়ক—আলোক—সকল শোভাহীন—
অজানা অসাড় শীতল দেশে ।



২০

আমরা যাদের বেসেছিলাম ভালো,
সুন্দরীদের সেরা যারা—রূপ-সাগরের আলো,
জ্যোৎস্না যেতো লাবণ্যময় অংগে যাদের মিশে ;
যাদের দু'টি ঠোঁটের আঙুর, বুকের আনার পিষে,
এই দুনিয়ায় অদৃষ্ট আর অনির্দিষ্ট কাল
মত্ত হয়ে প্রলয়-লীলায় আনন্দে দেয় তাল ;
সেই রূপসী তরুণীদল উল্লসিত প্রাণ,
করেছিল পূর্ণপাত্র সবাই সেদিন পান ;
নেশায় অবশ অংগ তাদের আজ পড়েছে ঢ'লে
একে একে ধরার বুকে শেষ বিরামের কোলে !



২৩

তখন আমি নির্বিচারে
মাটির গড়া এই আধারে
আঁকড়ে দুটি হাতে
তুলে নিলেম আগ্রহে মোর অধীর অধর পাতে,
জীবন রসের উৎসটা তার ওষ্ঠপুটে খুঁজি
চেয়েছিলাম ভরিয়ে নিতে শূন্য আমার পুঁজি।
প্রাণে সেদিন পৌঁছালো এই বাণী—
অধর যেন অধর সাথে করছে কানাকানি,
"পান করে নাও বাজা,
যে-কটা দিন এই জগতে জীবন আছে তাজা!
মুষড়ে যেদিন পড়বে মৃত্যুমুখে
ফিরবে না আর কোনো কালে এই ধরণীর বুকে।"

২১

শুধাইনু গগনে গগনে
এ দুখ-লগনে—
বলো মহারথ,
কোন্ দীপ হাতে ল'য়ে ভাগ্যদেবী নির্দেশিবে পথ
এই তাঁর ভ্রান্তমতি শিশু পুত্রদেব—
আঁধারে চলিতে পথে স্খলিত চরণে,
জীবনে মরণে
নিত্য যারা ব্যথা পায় ঢের?
আকাশ উত্তর দিল মেঘ-মন্দ্রে মোরে—
"শুধু অন্ধ-বিশ্বাসের জোরে!"

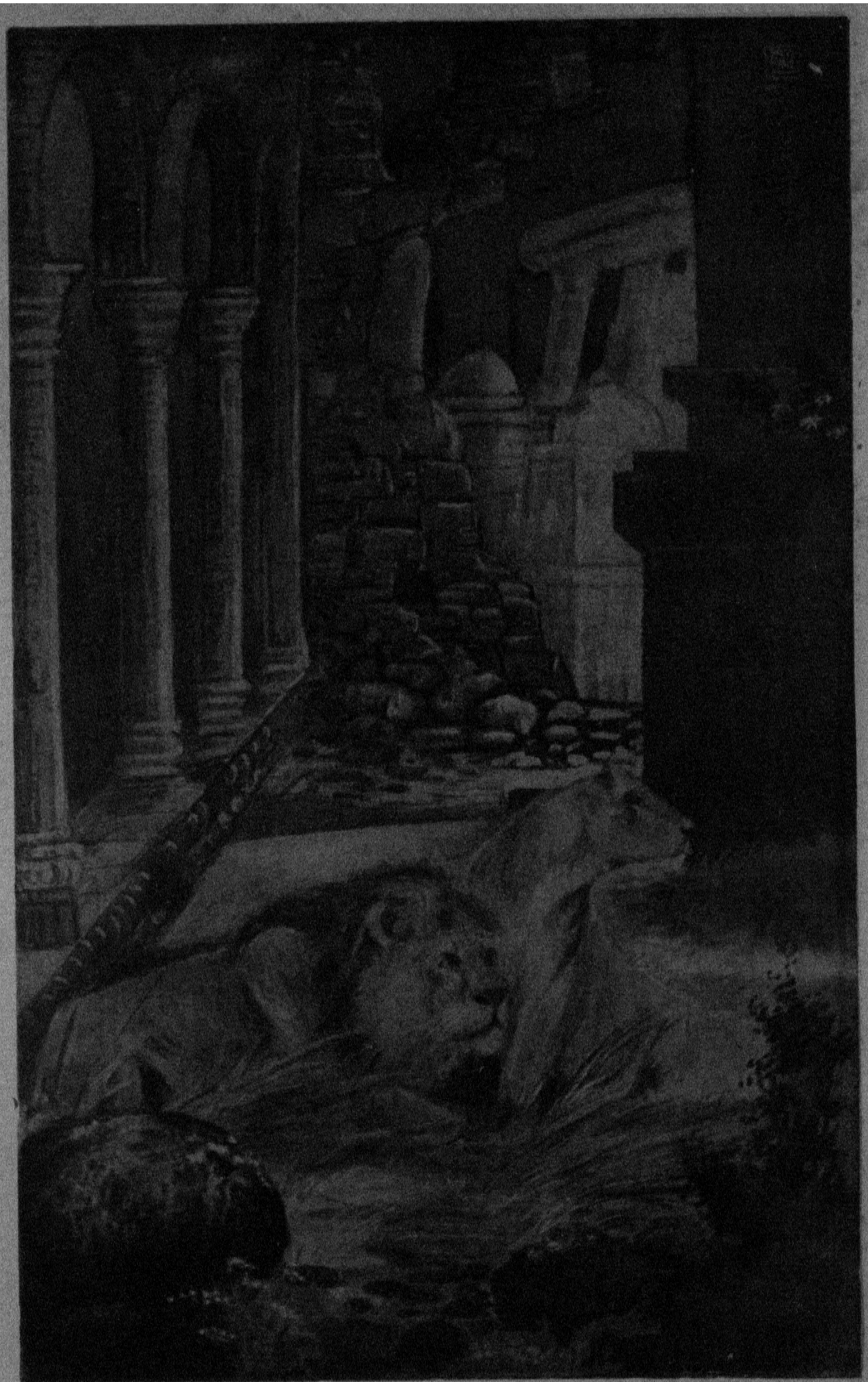
২৪

আজি মোর এই কথা শুনে মনে হয়—
নির্জীব এ নয়,
এই মৃত মাটির ভৃংগার,
চির রুদ্ধ কণ্ঠ হ'তে যার
বাণী আজ উঠিছে আবার,
এ কথা যে ছিল সঞ্জীবিত,
আনন্দ উৎসবে এসে হেসে যোগ দিত;
হায়, আজি হিম-ওষ্ঠে তার
বৃথা আমি চুমি বার বার!
একদিন ছিল, যবে, এ-ও মোরে ফিরে অগণন,
দিতে নিতে পারিত চুম্বন!

২২

কতকাল? বলো ওগো, আর কতকাল—
দ্বিধায় ঘুরিব শুধু ল'য়ে বৃথা তর্কের জঞ্জাল?
রিক্ত উপবাসী থেকে, কিংবা তিক্তফলে
কেন মিছে সিক্ত হও ব্যর্থ আঁখি-জলে?
তৃপ্ত করো তার চেয়ে জীবনের সাধ,
কণ্ঠে ভরি দ্রাক্ষা-সুধা-অমৃত-আস্বাদ।





৩

১৭

"জাম্‌শিয়েদের জাঁকের প্রাসাদ
মজ্‌লিসি পান আমোদ আসাদ
অফুরন্ত চ'লতো যেথা
বলছে লোকে এখন সেথা—
পশুরাজের বসছে আসর,
টিকটিকিরা জাগছে বাসর।"



২৫

পূর্ণ করে দাও সখি পানপাত্র মোর,
অফুরন্ত হ'য়ে থাক্ স্বপনের ঘোর,
বার বার মিছে আর বোলো না আমায়—
কেমনে চরণ-তলে
পলে পলে
জীবনের দিন বহে যায়।
বিদায়-সংকেতবাণী হায়,
নিশিদিন ভীতমনে, প্রতিক্ষণে কে শুনিতে চায়?
আনন্দ উচ্ছ্বাসে অনুরাগে
আজ যদি বর্তমানই শুধু ভাল লাগে,
কেন তবে অকারণে ভেবে তুমি হারাও সংবিৎ
অনাগত কাল আশে—অথবা যা, হয়েছে অতীত।

২৬

বিরাট ধ্বংসের এই বিশ্বগ্রাসী তীরে,
একটি পলক শুধু ঘিরে
জীবন-উৎসের স্বাদ জেনে নেওয়া আজ—
শুধু মাত্র নিমেষের কাজ।
দেখ' ওই একে একে আকাশের দীপ নিভে যায়,
না জানি সে কোন্ শূন্যে ব্যর্থতার নিষ্ফল উপায়
যাত্রীদল হতেছে উধাও,
নাও ওগো, ত্বরা ক'রে নাও।

২৭

নহে কি এ বিড়ম্বনা জীবনের
স্বল্পটুকু ল'য়ে
আত্মহারা হ'য়ে
বুনে যাওয়া লূতাতন্তু-জাল?
কিসের আশায় বলো করে যাবো শ্রম চিরকাল?
কে জানে হয় তো প্রাণ বায়ু,
অকস্মাৎ ফুরাইলে আয়ু
আজি এই ক্ষণে,
নিমেষে নিঃশেষ হবে নিশ্বাসের সনে।

২৮

তন্দ্রাঘোরে শুনি আমি
কে যেন গো ভাষে—
'কমল মেলিবে আঁখি
প্রভাত-আকাশে।'
জাগিলে শ্রবণে বাজে
কার কণ্ঠ ক্ষীণ,
কহে যেন,—'ফুটে ফুল
মরে চিরদিন!'



২৯

বৃথা কেন নির্নিমেষে আজ
চেয়ে রও আনমনে ভুলি' সব কাজ,
নিষ্ঠুর এ মৃত্তিকার ধরণীর তলে,
অথবা ঊর্ধ্বের ওই চির রুদ্ধ মেঘের মহলে ?
তুমি আজ 'তুমি' ব'লে তাই চেয়ে থাকো ;
কাল কি করিবে যবে—তুমি আর 'তুমি' রবেনাকো ?

৩০

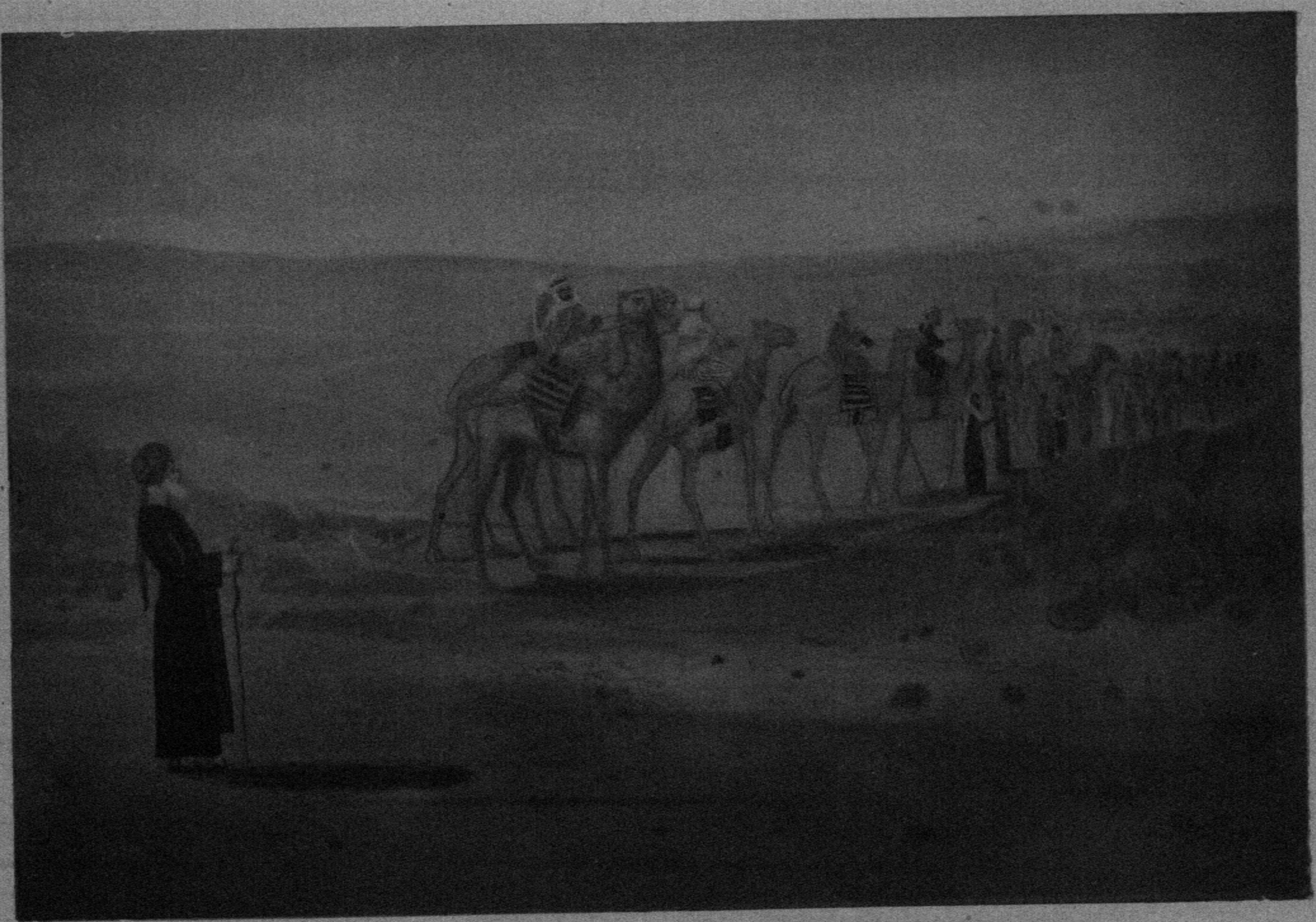
দেবতা দানব নিয়ে মিছে আর হয়ো না বিহ্বল,
তর্ক তুলে প্রতিদিন স্বর্গ-মর্ত বিচারে কি ফল ?
কালের সমস্যা যত কালে হোক লয় ;
জীবনে যেটুকু আজো রয়েছে সময়,
সুরা-সংবাহিনী সখী—উচ্ছ্বসিত বক্ষতলে যার
যৌবনের যুগল-আধার,
বেড়ি' তার ক্ষীণ কটি চপল-ভংগীতে
ডুবে যাও মিলন-সংগীতে !

৩১

মানবের সুখলিপ্সু ইন্দ্রিয়নিচয়
অবিরত কানে কানে কয়,
'নাও, নাও—ভোগ ক'রে নাও—
সহস্র দুঃখের মাঝে যতটুকু সুখ হেথা পাও।'
তারা বলে—'ক্ষণস্থায়ী মানব-জীবন ,
নহে ইহা চিরশ্যাম তৃণের মতন
নিষ্পেষিত হ'য়ে তবু বাঁচিবে আবার ,
জীবন দলিত হলে জাগেনাক' আর।'

৩২

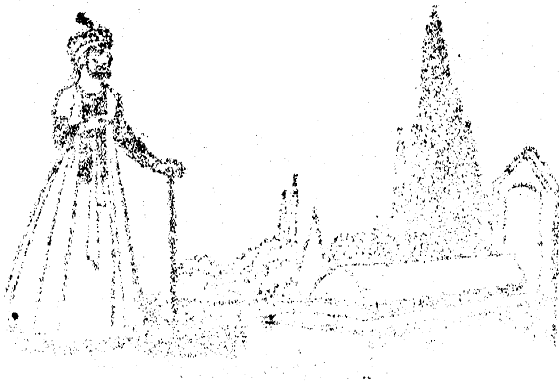
সৌন্দর্যগর্বিতা ওগো বাণি !
তোমার এ কমনীয় রম্য দেহখানি,
এই তব যৌবনের অনিন্দ্য আধার,
জানো কিগো নহে তা' তোমার ?
এই যে আকাঙ্ক্ষা তব—
লালসার নিতি নব
তৃষা ও মনের—
সকলি ও—অজানা জনের।
করতলে রাখি শির বসি নিরজনে,
ভাবো যদি এ কথাটা কভু মনে-মনে
রবে না বুঝিতে বাকী এ রহস্য আর—
কার মাথা রাখিয়াছ করতলে কার ?



২৬

“না জানি সে কোন্ শূন্যে ব্যর্থতার নিষ্ফল উষায়
যাত্রীদল হতেছে উধাও ;
নাও, ওগো, ত্বরা ক’রে নাও।”

৫



৩৩

এ বড় বিস্ময়কর বাণী!
আমাদের বহু পূর্বে অগণিত কত কোটি প্রাণী
পার হয়ে আঁধারের রুদ্ধ দ্বারদেশ
অনন্ত অম্বরে যারা করেছে প্রবেশ,
বলে না তো কিছু তারা ফিরে এসে কেহ?
পথের ইংগিতমাত্র নাহি দেয় একটি বিদেহ!
অজানা সে ওপারের লইতে উদ্দেশ
নিজেদেরই তাই কিগো একে একে যেতে হয় শেষ?

৩৪

সেও ভালো, ওগো সেও ভালো
নিমেষে নিভিয়া যাওয়া জীবনের আলো!
বিশ্বের তালিকা হতে
সহসা কালের স্রোতে
মুছে যাওয়া আরও এক অভাগার প্রাণ—
সেই মোর বাঞ্ছিত বিধান!
নিশিদিন বিন্দু বিন্দু ঝরি
নিত্য এই যেতেছি যে মরি
নিঃশেষিছে জীবন প্রবাহ,
অসহ্য এ দাহ—
বহে আনে অভিশাপ অশক্ত জরার,
দিয়ে যায় তীব্রজ্বালা সন্তপ্ত ধরার!

৩৫

নিজেই গড়েছে সে তো মানুষেরে হেন নিরুপায়,
তাদেরই নিকটে তবে বলোনা সে কেন পেতে চায়
রাংএর বদলে খাঁটি সোনা?
যে ধন ধারে না কোনও জনা,
সে দেনা তাদের কাঁধে কেন বলো মিছে সে চাপায়?
এ কথা শুধানো বড় দায়!

৩৬

রোষরক্ত আঁখি তোর ভয়েতে কি তার
দয়া বলি মেনে লবো যত অবিচার?
বলিব কি জোড়-করে—ওগো ভগবান,
একমাত্র জানি হেথা তুমিই প্রধান
জগতের ন্যায়বান প্রভু?
সে কাজ জীবনে আমি করিব না কভু!
স্থান নাহি হবে মোর পান্থশালে আর
কাপুরুষ—উপহাস, নিয়ত ধিক্কার
শুনাইবে জনে জনে সুহৃদ্-সভাতে,
হয়ত বা দূর করে দেবে পদাঘাতে!





৩৭

ভালোবেসে এতকাল যে প্রতিমাদলে,
কুহকিনী কল্পনার ছলে,
ভেবেছিনু জীবনের প্রেয় ;
তারাই আমারে আজ ক'রেছে গো লোক-চক্ষে হেয় !
ক্ষুদ্র এক পান-পাত্রে ডুবে গেছে সম্ভ্রম আমার,
সংগীতের মধুর-ঝংকার
শ্রবণে ভরিয়া অবিরাম
বিকায়ে দিয়েছি মোর জগতের যা' কিছু সুনাম !

৩৮

সত্য সখি, অনুতাপে দগ্ধ-শোচনায়
শপথ করেছি আমি কতদিন হায়—
বৃথা বার-বার,
নিশ্চয় করিব এই উন্মাদিনী সুরা পরিহার !
স্থিরমতি ছিল না যে সে সময় মত্ত মোর মন !
একথা কে জানিত তখন ?
তারপর, একদা যেদিন—
ফাল্গুনের বসন্ত নবীন
আসিত সহাস্যমুখে খুলি মোর অন্তরের দ্বার,
ভরিয়া অঞ্জলিপুটে গোলাপের মৃদু গন্ধভার ;
তারই দুটি পাদ-পদ্ম 'পরে
জীর্ণ মোর অনুতাপ ছিন্ন হয়ে অর্ঘ্য সম ঝরে !

৩৯

ওগো, আমার চলার পথে তুমি—
রাখ্‌লে খুঁড়ে পাপের গহ্বর,
বইয়ে বিপুল সুরার লহর
করলে পিছল ভূমি !
এখন আমি ঠিক যদি না চলতে পারি তালে
শিকল-বাঁধা চরণ নিয়ে প্রারব্ধের ওই জালে,
বলবে না ত ক্রুদ্ধ অভিশাপে—
পতন আমার ঘটলো নিজের পাপে !

৪০

জীবনপ্রবাহ মোর
বড় দ্রুত বহে চলে যায়,
ছুটেছে দু'কুল সনে,
দিবানিশি প্রতিযোগিতায় !
দেখে যায় কতমুখ,
গেয়ে যায় মৃদু কলতান,
পরিপূর্ণ হলে বুক
পারাবারে ঢেলে দেয় প্রাণ !





৬

৩০

"সুরা-সংবাহিনী সখি—উচ্ছ্বসিত বক্ষতলে যার
যৌবনের যুগল-আধার,
বেড়ি' তার ক্ষীণ কটি চপল ভংগীতে
ডুবে যাও মিলন-সংগীতে !"



৪১

কোথায় করুণা তব ?
নিমজ্জিত আমি পাপে অতি,
আঁধার হৃদয় মোর ।
কোথা তব পুণ্যময় জ্যোতি ?
পাই যদি স্বর্গ আমি
পুরস্কার—উপাসনা পরে,
সে তো হবে উপার্জন ।
নহে সে তো পাওয়া তব বরে ?

৪২

মানুষেরে পাপচেতা
তুমিই করেছ হেথা,
তোমারই সৃজিত যত কালফণী দল
আনন্দ-নন্দনে আনে তীব্র হলাহল !
যত কিছু মহাপাপে কলংকিত মানুষের মুখ
সে তোমারই চুক্ !
ক্ষমা চাও মানুষের কাছে,
ক্ষমা করো দোষ তার যত কিছু আছে।

৪৩

দয়া যদি কৃপা তব,
সত্য যদি তুমি দয়াবান,
কেন তবে তব স্বর্গে
পাপী কভু নাহি পায় স্থান ?
পাপীদের দয়া করা—
সেই তো দয়ার পরিচয় ।
পুণ্যফলে কৃপালাভ—
সে তো ঠিক দয়া তব নয় ।

৪৪

আশায় করেছি শুধু এ জীবন ক্ষয়,
পথে যেতে বিন্দু সুখ করিনি সঞ্চয় ,
আজ তাই মনে মোর জাগে এক ভয়—
স্বল্প এ জীবনে বুঝি পাবো না সময়
প্রতিশোধ নিতে সেই ধৃষ্ট বিধাতার—
অদৃষ্ট লিখন শুধু করে ব্যঙ্গ যার ।





৪৫

জীবন-বিভীষিকা যাকে
মৃত্যু-ভয়ের চাইতে মারে,
মরণ তাকে ভয় দেখাতে
এমন কি আর অধিক পারে ?
দিনকতকের মেয়াদ শুধু
ধার-করা এই জীবন মোর,
হাস্যমুখে ফিরিয়ে দেবো
সময়টুকু হলেই ভোর !

৪৬

আনন্দ তোমার যদি ডুবে যায় দুশ্চিন্তা-সাগরে,
দুঃখের জাঁতায় যদি অন্তরের সুখ পিষে' মরে
সেই তো অন্যায় সখি—সেই-ই মহা পাপ !
কেন বৃথা বহিতেছ হেন মনস্তাপ ?
কী তোমার পরিণাম—জানো না যখন,
সুরা আর প্রেম করো আনন্দে বরণ !

৪৭

তোমার বিলোল ছলা-কলার
লাস্য-লীলায় ওগো প্রিয়ে,
হরণ করো প্রিয়-জনের
দুখের বোঝা হৃদয় দিয়ে !
চিরস্থায়ী নয় তো ও-রূপ,
আর কি পরে সময় পাবে ?
তনুর তব লাবণ্য সই
দু'দিন বাদেই মিলিয়ে যাবে !

৪৮

গগনের গ্রহচক্রে অলক্ষ্যে থাকিয়া
ষড়যন্ত্র করিছে নিয়ত,
দুর্লভ জীবন তব কেমনে তাহারা
সংগোপনে করিবে নিহত !
কী উপায়ে তার' পরমায়ু
প্রাণবায়ু
করিবে নিঃশেষ—
সেই পথ তারা সদা করিছে নির্দেশ !
এই যে বসেছি মোরা শ্যাম-তৃণাসনে
আজিকে দুজনে,
এরাই উঠিবে জেগে নবরূপে একদা আবার
ভেদি এই জীর্ণ দেহ তোমার আমার !





৪৯

তেমন আদর্শ নর কে আছে ধরায়—
ভুলিয়া বিপথে যেবা কভু নাহি ধায় ?
আছে কি জগতে তব হেন কোন জন
যে পারে যাপিতে হেথা একেবারে নিষ্পাপ-জীবন ?
আমি যদি মন্দ কাজ করি কিছু ভুলে
দিও না শাস্তির বোঝা শিরে মোর তুলে ;
আঘাতের বিনিময়ে আঘাত প্রদান
সে কি কভু হ'তে পারে তোমার বিধান ?

৫০

গ'ড়লে যখন আমায়, তাতে
হাত ছিল কি আমার কভু ?
পরাও যা' এই বেশভূষা নাথ,
আমার সে কি ইচ্ছা প্রভু !
করাও যে সব মন্দ, ভালো,
দয়াল ! সে কি আমার কাজ ?
মোর ললাটের লিখন—সেতো
তোমার হানা কঠিন বাজ !

৫১

জীবন—মরণ—যুগল প্রবাহ
বহে যায় সাথে সাথে,
নূতনের সনে পুরাতন যেন
মিলিয়াছে হাতে হাতে !
প্রবীণের মাঝে প্রকাশে নবীন,
যেথা লাভ—সেথা ক্ষতি,
পারে না রুধিতে জগতে মানুষ
কালের প্রবল গতি !
এসেছিল হেথা সকলে যেমন—
নর-নারী ভেদ নাই,
চলে গেছে পুন কে জানে কোথায় ?
সকলেই যাবে তাই ।

৫২

বিধাতার বিধি ছাড়া
প্রকৃতি মানে না বিধি আর
জীবনের রাশ তব
নিয়তি লয়েছে হাতে তার !
যা হয়, যা—হবে যাহা—
হবেই সে এজগতে তাই,
যা হবার নয়—তা' কি
সাধনায় হ'তে পারে ভাই !





৫৩

বিষণ্ণ অন্তর মোর চেয়েছে যখনি
          গাহিবারে আনন্দের গান,
হে আকাশ, বুকে তুমি হেনেছ' তখনি
          নিদারুণ বজ্র সম বাণ।
হে দুর্জ্জেয় সুবিশাল নির্ভীক গগন,
          দুঃসাহসী হে চক্রী মহান,
ফেলিয়া দিয়াছ মোরে—নির্বিচারে
          ধূলি'পরে, রুধিরাক্ত প্রাণ—
বারংবার হয়েছি আহত,
ছিন্ন-পক্ষ অসহায় বিহংগের মত।

৫৪

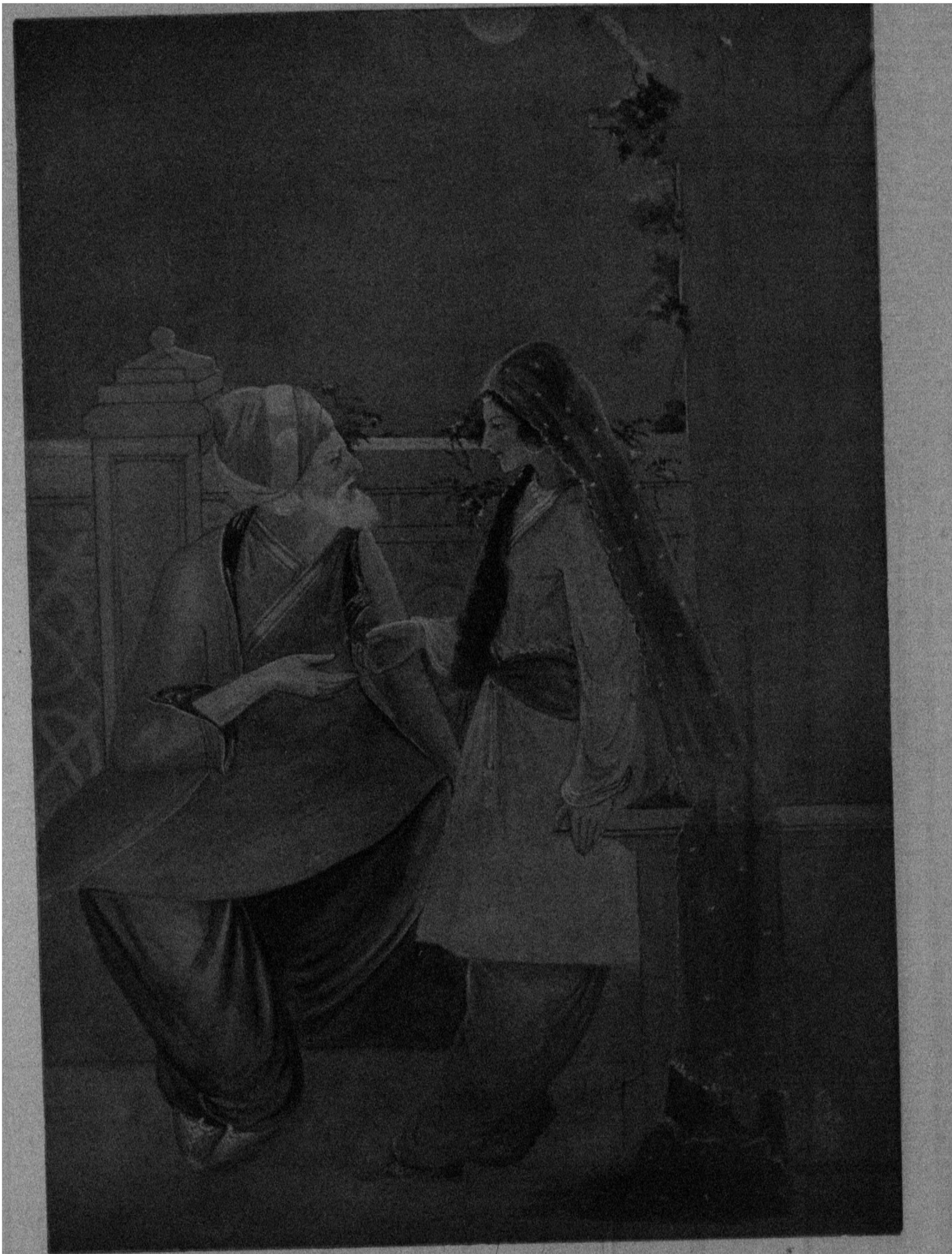
ঘূর্ণমান হে চক্র বিরাট, সহস্রের রোদন তোমার
     নাহি পারে
          প্রসন্ন করিতে ক্ষণ কাল।
উষার অনিন্দ্য প্রাতে কী সুন্দর হেরি তব ভাল।
     শুধু ও সুনীল মুখপানে,
          নিঃশংক-পরাণে
     নিশীথে চাহিতে করে ভয়,
তোমার অসংখ্য আঁখি অন্ধকারে—তীব্র মনে হয়।

৫৫

কে করেছে সুরা সৃষ্টি—
          তরল গরল?
কে গড়েছে নারী-মূর্তি—
          রূপের অনল?
ছেড়ে থাকা দুই-ই—যদি
          তাঁহার বিধান,
সে-বিধি পালনে তবে
          দিক্ দৃঢ় প্রাণ।

৫৬

নিয়তির চক্রে সখি সুখলুব্ধ অসংখ্য হৃদয়
          করিয়াছে শোক-বজ্রাহত,
অস্ফুট গোলাপ-কলি অসময়ে ফেলেছে ছিঁড়িয়া।
          অনাদরে মৃত্তিকায় কত
স্বেচ্ছায় নিজেরে কেন পদতলে দলিতেছ তুমি
          সাধ করি সজীব যৌবনে?
ফোটার আগেই ওগো, জানো না কি গিয়াছে শুকায়ে
          ফুল কলি কত না বিজনে!



৭

৩২

“সৌন্দর্যগর্বিতা ওগো রাণি !
তোমার এ কমনীয় রম্য দেহখানি,
এই তব যৌবনের অনিন্দ্য আধার
জানো কিগো নহে তা’ তোমার ?”



৬১

যেদিন বিদায় ল'য়ে গোলাপ পালায়
বসন্ত তাহার সাথে কেন চলে যায় ?
যৌবনের ছন্দ-ভরা গন্ধ-লিপিখানি
কেন যে মেলেনা আর—কিছু নাহি জানি।
এসেছিল বুলবুল কোথা হতে শাথে
গান গেয়ে গেল কোথা—কেবা খোঁজ রাখে ?

৬২

যৌবন উড়িয়া গেছে পিক-বঁধু সম।
গেয়েছিল গোলাপের কুঞ্জে অনুপম
বসন্তের গুটি-দুই প্রভাতী-সংগীত,
ফাগুনের স্বপ্ন যে গো হয়েছে অতীত।
তাই, তপ্ত নিদাঘের দগ্ধ-করা বায়ে
সে আজ অলক্ষ্যে কোথা গিয়াছে পলায়ে!

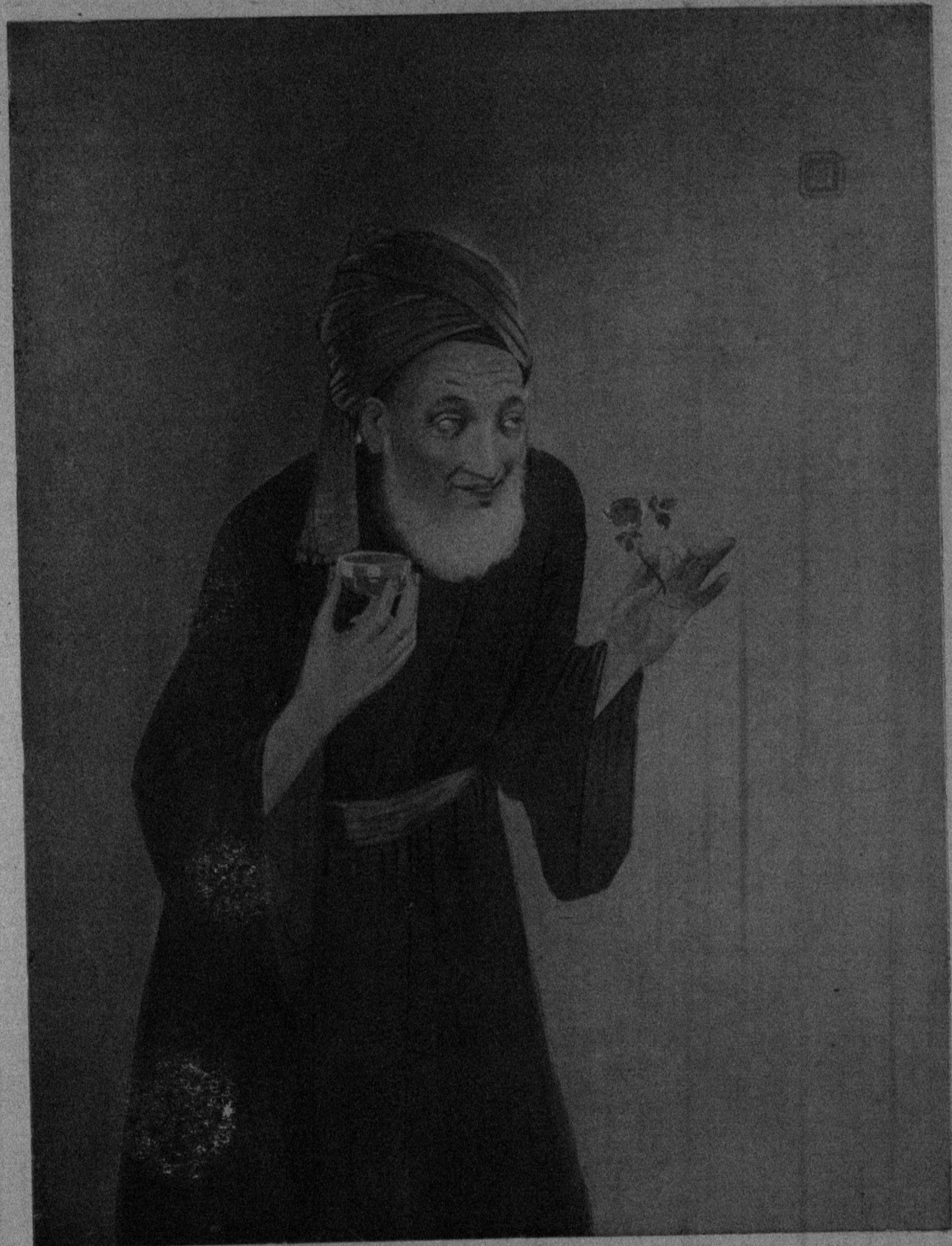
৬৩

যৌবন বিদায় ল'য়ে চলে গেছে আজ;
সম্পদের স্বর্ণ-রথ
মিলায়েছে স্বপ্নবৎ,
চ্যুত মোর মস্তকের তাজ!
উৎসব আনন্দ গান
হয়ে গেছে অবসান;
বেসেছিনু যাহাদের ভালো—
মরণের অন্ধকারে সকলে মিলালো।
যে ধনুতে জুড়ি তীর
যুঝেছিল এই বীর
মহাকাল ভেঙেছে সে ধনু
হেলিয়া পড়েছে হায়
ঝঞ্ঝাহত তরুপ্রায়
জরা-ভারে প্রাচীন এ তনু।
ভরি দুই করতল
নেমে আসে আঁখি জল
অভাগার অপেয় পানীয়,
বিস্বাদ জীবন সাধ তৃপ্তি-হীন তিক্ত আজি প্রিয়!

৬৪

অতৃপ্ত অন্তরে জাগে একান্ত কামনা এই মোর—
এ জীবন অমানিশা হয়ে গেলে ভোর,
আমি কোনো স্বপ্নচারী প্রণয়ীর হবো পানাধার;
পাত্রপূর্ণ সুরা হতে তার
প্রাণের আনন্দ যত—জীবনের দুর্লভ মাধুরী—
করিব লো চুরি;
নব জন্মে সর্ব সাধ মিটাইতে চাই,
কে জানে সুরার গুণে হবে কি না তাই!





৮

৫৮

"ওমর বলে আমার বাণী
জগৎকে আজ শুনিয়ে দিও,
রক্তগোলাপ, রঙীন সুরা
আমার কাছে সমান প্রিয় !"



৬৫

বন্ধু গো আর ভাগ্য নিয়ে
কি ফল বলো তুলে ?
মিথ্যা তব দুর্ভাবনা
শিকেয় রাখো তুলে ,
জীবন যখন যাবেই জানো
গুঁড়িয়ে ধুলো হ'য়ে
নিন্দা গ্লানি মন্দ-বাণী
যাওনা কেন স'য়ে ।

৬৬

দৈবের দৌরাত্ম সহি' মিছে কেন আর
চিত্তের শান্তিরে তব করিছ সংহার ?
পান করো তার চেয়ে পাত্র পূর্ণ করি
অনবদ্য আঙুরের গোলাপী নির্যাস ;
দূরে যাবে দুর্ভাগ্যের দুর্ভাবনা সরি'
দুর্বল এ অন্তরের সর্ব দুখ ত্রাস ।
এ জগৎ হত্যাকারী
বধিতেছে নরনারী
অবিশ্রান্ত নিষ্ঠুর পীড়নে,
তাহাদেরই ব্যথাতুরা
বক্ষ-রক্ত সম সুরা
ক্ষরিছে দ্রাক্ষার লক্ষ স্তনে ।
এ রুধির পান করি প্রতিশোধে যাপিব জীবন ;
ঘাতকের বক্ষ রক্তে কে না করে শোণিত-তর্পণ ।

৬৭

ভাগ্য যদি তোমার কাছে
থাকতে না চায় অচঞ্চল,
আটকে রাখো গায়ের জোরে,
নেই কি তোমার বাহুর বল ?
নিদয়া ঐ দেবীর কৃপা,
দস্যু সম লুঠ করে নাও,
নিঃশেষে সব নিঃস্ব করো
ভাণ্ডারে তার যা কিছু পাও ;
অন্য জনের আলিংগনে
ভাগ্যদেবী থাকেন যদি,
তোমার ঘরের দেবীর দেউল
শূন্য রবেই নিরবধি ।

৬৮

পড়িসনে কেউ মুখ্ থুড়ে ভেঙে
দুর্ভাগ্যের দুর্বিপাকে
দিস্‌নেরে আর আমল বুকে
বিচ্ছেদের ওই দুঃখটাকে ;
ডুবিয়ে দে মন সুরার স্রোতে—
সুন্দরীদের অধর-পুটে ;
তোদের দামী জীবনটা আজ
নেয়না যেন হাওয়ায় লুটে ।



৬৯

ভেবে কি দেখেছো সখি ক্ষণস্থায়ী
কত এ জীবন ?
একটি প্রভাত আসে বিকশিত ফুলের মত,
মরা বাঁচা শুধু এক বেলা !
খেয়ালীর সৃজনের খেলা ।
একটি রাতের শুধু উৎসবের মত সমারোহ,
মুহূর্তের স্বপ্ন-সম,——মিথ্যা মায়া মোহ !
নিদাঘের দগ্ধ পথে অবসন্ন আমরা পথিক;
ছায়াঘেরা তরুতলে এ যেন গো পেয়েছি ক্ষণিক
বিশ্রামের স্নিগ্ধ অবসর ।
তারপর
হ'লে বেলা শেষ,
না জানি সে কোথা পুন হবো নিরুদ্দেশ ।

৭০

জীবনের সুধা-পান ফুরাইলে বালা,
ম্লান হয়ে এলে এই কুসুমের মালা,
হেন শক্তিধর কেহ নাহি এ ধরায়
যে পারে ভাবিতে পার,
ফুলেরে ফুটাতে পুনরায় !
তোমার জীবনী রসধার,
গান গেয়ে উন্মাদিনী প্রায়,
নেচে চলে আজও সাথ প্রতি ধমনীতে,
কবে সে থামিয়া যাবে বিদায়ের রোদন-ধ্বনিতে,
মূর্ছিতের সম !
তাই ব'লি—ওগো প্রিয়,—ওগো প্রিয়তম,
এস, এস, পান করো প্রাণময়ী সুরা,
পাত্র খানি চুমি' আজ যুগল অধর—
হয়ে যাক্ আনন্দে বিধুরা !
মুছে নিক ওই তব তৃষার্ত রসনা
সুরার সরস সুধা-প্রতি বিন্দু···প্রতি ফেন কণা ।

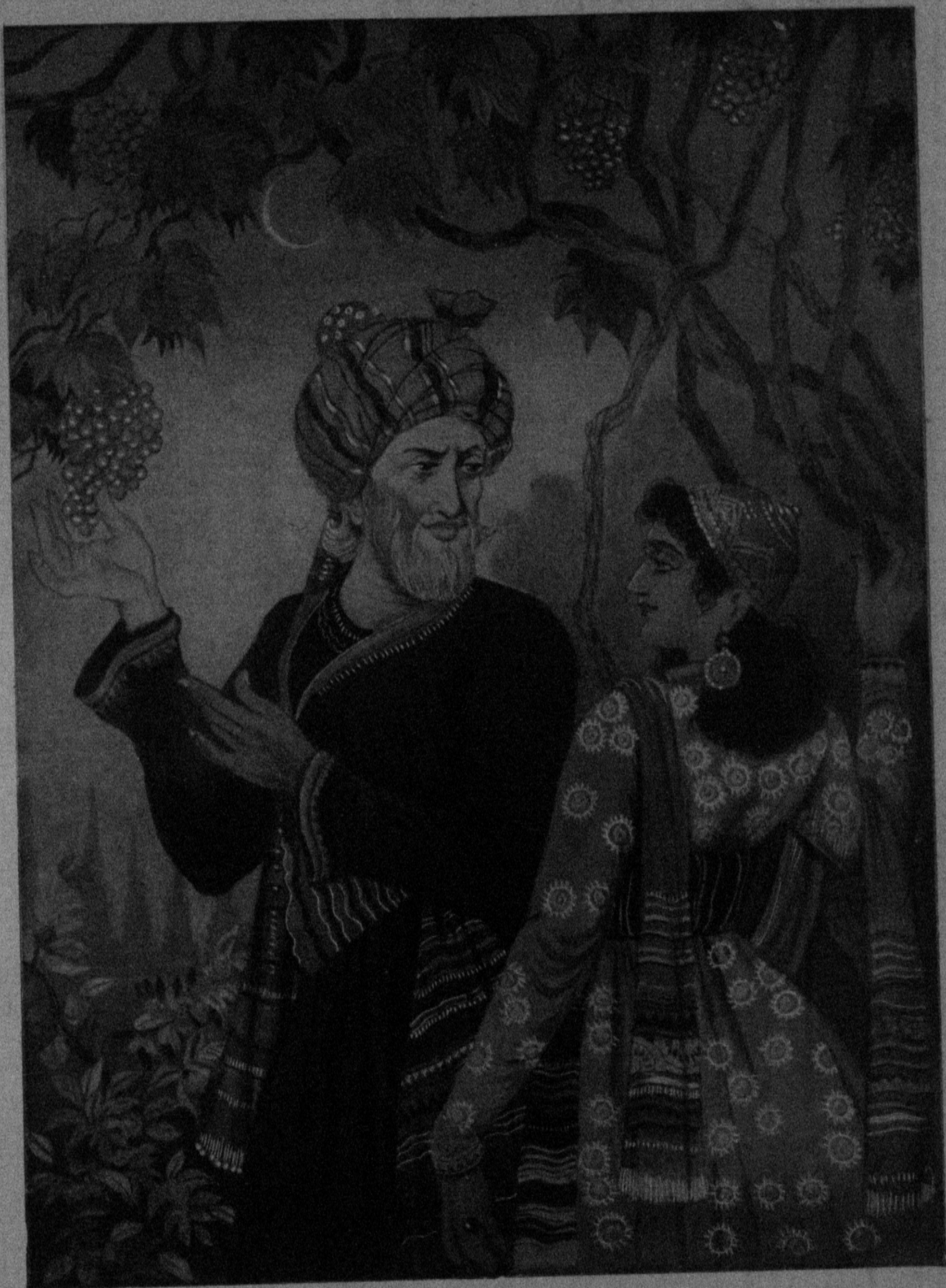


৭১

পান করো, পান করো,
পূর্ণ-পাত্র ওষ্ঠে ধরো
থাক্ প্রাণ সুরা-সারে ভ'রে ।
ফুরায়ে আসলে দিন,
দেহ মন হবে ক্ষীণ,
মরণ চেতনা লবে হ'রে ।
অনন্ত নিদ্রার কোলে
যেদিন পড়িবে ঢ'লে,
মৃত্তিকার সমাধি শয়নে,
প্রিয়া সেথা নাহি রবে,
বেদনার অনুভবে
মুছাইতে অশ্রু দু'নয়নে,
বন্ধু কেহ আসিবেনা,
রূপসীরা হাসিবেনা,
নিশি দিন আবার কবর
চাপিয়া ধরিবে প্রাণ,
প্রণয়ের কলগান
করিবে না জীবন মুখর ।

৭২

দাও পিয়ালা, প্রিয়া আমার,
অধরপুটে পূর্ণ করে,
যাক অতীতের অনুতাপ আর
ভবিষ্যতের ভাবনা মরে ।
কাল কি হবে—ভাববো কেন
আজ বসে লো তাই,
তার আগে সই এখান থেকে
চ'লেই যদি যাই—
বিচিত্র নয় ত !
ফুরিয়ে-যাওয়া অসংখ্য দিন নিরুদ্দিষ্ট-যত—
তার ভিতরেই কোন্ অতীতের লুপ্ত স্মৃতির প্রায়,
মিশিয়ে যাবো হায় !



৬৬

"এ জগৎ হত্যাকারী
বধিতেছে নরনারী
অবিশ্রান্ত নিষ্ঠুর পীড়নে,
তাহাদেরই ব্যথাতুরা
বক্ষ-রক্ত সম সুরা
ক্ষরিছে দ্রাক্ষার লক্ষ স্তনে।"



৭৩

ভাগ্যে তোমার মূর্খ জগৎ
        এক বিষয়ে নেহাৎ কাচা।
কোন জিনিষের কদর কত
        নাইকো সেটা সঠিক জানা,
আসল নকল চেনার যদি
        বুদ্ধিটুকু থাকতো তার,
দ্রাক্ষা সুধা সুলভ কি গো—
        পানশালাতে রাখতো আর?
গোলাপ ফুলের সংগ সখি
        ইচ্ছা হলেই কেউ কি পেতো?
একটি গোলাপ কিনতে তখন
        যা কিছু মোর বিকিয়ে যেতো।

৭৪

ফুলের মত সুন্দরী এই
        নর্তকীরা ভাগ্যহীনা
নিঠুর হ'য়ে তোমরা ওগো
        কোরো না কেউ এদের ঘৃণা।
'আমার' বলে এরাই শুধু,
        আদর করে নানান জনে,
হাস্য-আলাপ-নৃত্য-গীতে
        শান্তি আনে ক্লান্ত মনে,
তোমার, আমার, সবার এরা,
        কিনবে যারা মূল্য দিয়ে,
হা ভগবান, নারীর জীবন
        ফুলের মতই কৃপার কি হে?

৭৫

মিথ্যা আমার প্রেমের সাথী
        বাস করে গো ব্যথার ঘরে,
নিত্য নিঠুর প্রভাত এসে
        চিত্ত আমার চূর্ণ করে।
এত যে দ্রুত পালিয়ে যাওয়া
        জীবনটা মোর কোথায় এসে
মাতৃহারা শিশুর মতোই
        একলা কেঁদে বেড়ায় ভেসে,
মুক্তি পাবার সকল আশা
        মিলিয়েছে ঘোর অস্তাচলে,
দুঃখ শোকের শংকা যত
        কাঁপছে শুধু বুকের তলে।

৭৬

যে কলঙ্ক আঁকে তার
        দুর্নিবার লেখনির মুখে
অসংখ্য ললাটে নিত্য দৃঢ়চিত্তে অকম্পিত বুকে
        ভাগ্য-লিপি লিখে চ'লে যায়,
তোমাদের নয়ন ধারায়
        সে লিখন আজীবন ধৌত যদি হয়,
তবু তার রেখামাত্র মুছিবার নয়!
        তোমার সকল-পুণ্য, সর্ব-অনুবোধ,
                হে অবোধ
        ফিরাতে পারে না কভু আর,
একটি কথাও জেনো পালটি সে লেখে না আবার!





—দ্বিতীয়—

—বিদ্রূপ—

(৭৭—১২৪)



দ্বিতীয়—বিদ্রূপ। মানুষের ভণ্ডামীর জন্য, নির্বুদ্ধিতার জন্য, যুক্তি-হীনতার জন্য, অন্ধ বিশ্বাসের জন্য, গোঁড়ামীর জন্য, স্পর্ধার জন্য—ইত্যাদি।



৭৭

ওমর বলে আমার সাথে
বেরিয়ে এস আজ্‌কে রাতে,
তত্ত্বকথার জটিলতা, শাস্ত্র-বচন ভুলে :
একটা কথা সত্য জেনো সকল কথার মূলে—
মহাকালের জোয়ার লেগে
জীবন নদী বইছে বেগে,
দেহের দেউল ভিত্তি তোমার হচ্ছে ক্রমেই ক্ষীণ,
ফুরিয়ে আসে অহর্নিশি হিসাব করা দিন !
ফুলটি ফুটে পড়লে ঝ'রে
নিঃশেষে সে যায় গো ম'রে—
এই কথাটাই সত্য শুধু স্মরণ রেখো মনে,
আর সকলই অলীক হেথা ছদ্ম আবরণে !

৭৮

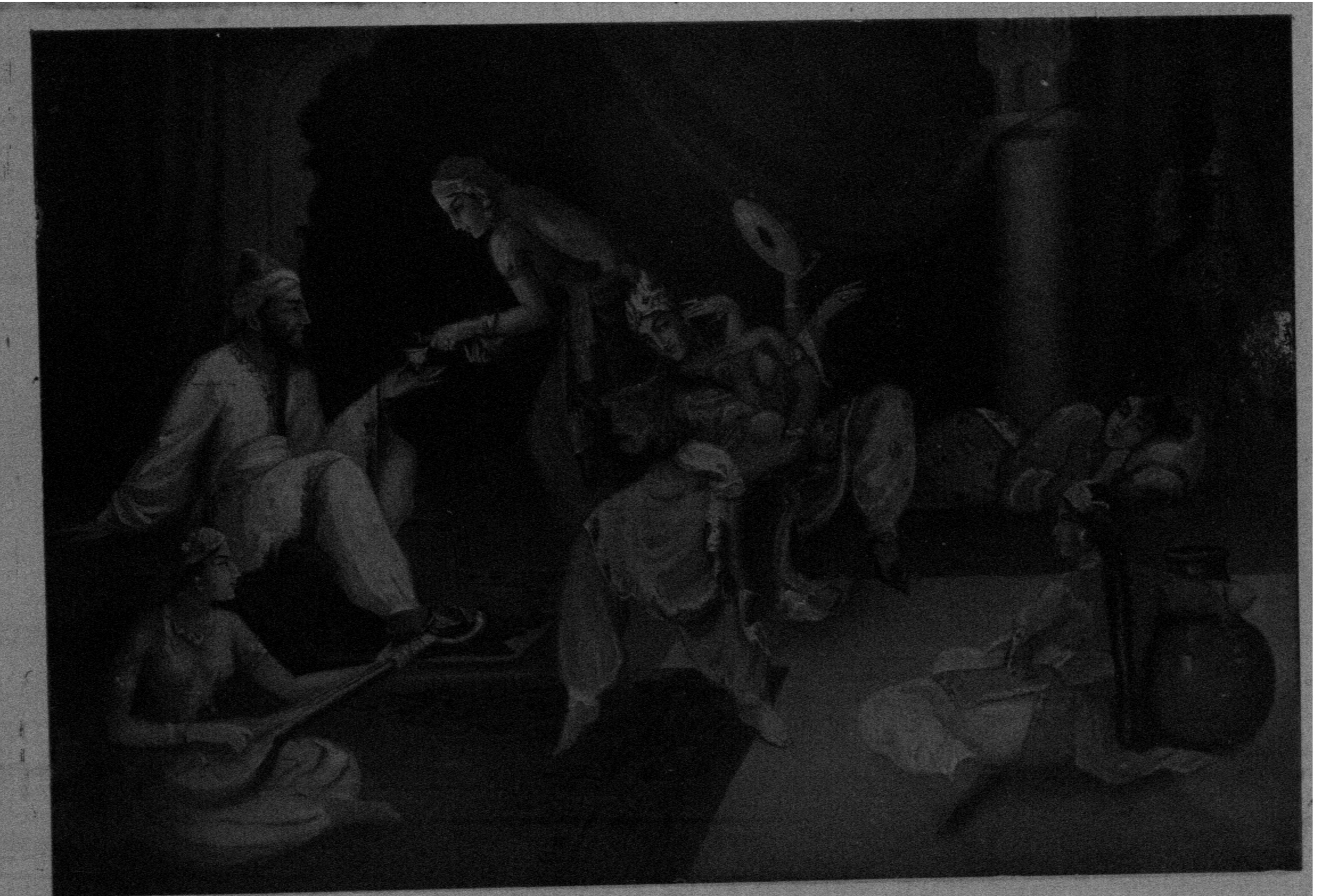
পরলোকের ভাবনা-ভয়ে
সশংকিত সব সময়ে,
বর্ত্তমানের আতংকেতেও মনটা যাদের টলে,
বিবেক মেনে চলে,
দুই পথেরই যাত্রী ডেকে,
অন্ধকারের মিনার থেকে
মুয়াজ্জীনের কণ্ঠ শোনো বলছে হেঁকে ভাই,
মূর্খ তোদের ঈপ্সিত ধন কোথাও যে রে নাই !

৭৯

মোল্লা, সাধু, সকল লোকে,
স্বর্গ-নরক এই দুটোকে
নিত্য বসে করতো বিচার জ্ঞানীর মতো যারা,
পীর-দেওয়ানা-আগা-ফকির—কোথায় গেল তারা ?
ধর্ম-কথা শুন্‌ছে কে আর ?
মর্ম যে তার আজকে অসার !
চল্‌ছে না আর কেউ তা' এখন ভক্তিভরে মানি ,
অবহেলার ধুলায় লোটে উপদেশের বাণী !

৮০

শুধায়-নি এ প্রশ্ন তো কেউ –
কোন্ অজানার কোল থেকে
হঠাৎ কেন হেথায় আসা ?
কার আদেশে ?—ব'লবে কে ?
কিম্বদন্তি-বেলাও কেউ জানে না
যাচ্ছে কোথায় কোন্ থানে ?
অজানা সে পথের খবর
পায়নি তো কেউ সন্ধানে !
যাকগে, ওসব জটিল ব্যাপার
জীবন গেলেও মিটবে কি ?
আয় লো সাকী সুরায় আজি
ভাবনা যত ডুবিয়ে দি' !



৭২

"দাও পিয়ালা প্রিয়া আমার,
অধরপুটে পূর্ণ করে,
যাক্ অতীতের অনুতাপ আর
ভবিষ্যতের ভাবনা ম'রে।"



৮১

বয়সকালে সে একদা আহাম্মুকের মতো,
এই দুনিয়ার রহস্যটা বুঝতে গিয়ে কতো,
ঘুরেছিলাম দেশ-বিদেশের মনীষীদের পাছে ;
নিত্য তাদের কাছে
শুনতে যেতেম কী আগ্রহে গভীর জ্ঞানের বাণী ;
কোনও কাজের নয় যে সে-সব তখন কি তা জানি ?
সাধু-সংগে বেড়িয়ে এতো তত্ত্বকথার কুড়িয়ে সার
হয়নি কিছু সুফল বড়ো জ্ঞানের বোঝা বাড়িয়ে আর ;
ঘুচল না মোর মনের ধোঁকা, চিরদিনের দ্বন্দ্ব যত—
অবিশ্বাসের আব্ছায়াতে ঘনিয়ে ওঠে ক্রমাগত !

৮২

দীর্ঘ জীবন হ'য়ে তাদের পরম অনুগত
ছড়িয়েছিলাম জ্ঞানের যে বীজ ধ্যানের ক্ষেতে যত,
অংকুরিত করতে তাদের দিবারাত্রি নিজে
খেটেছিলাম কী যে !
সফল হ'লো এইবারে শ্রম, ফসল গেলো পাওয়া—
বানের টানে হেথায় আসা, দমকা ঝড়ে যাওয়া।

৮৩

দর্শনের ওই তত্ত্ব যত—
'আছে' কিংবা 'নাই'—
শাস্ত্রকারের সূত্র ধরে
অনেকখানি পাই,
উচ্চ-নীচের ভেদাভেদটা
আছে ও কিছু জানা,
রেখা-চক্র বিচারেতেও
নইক' নেহাৎ কাণা ;
সকল জানার মধ্যে জানি
রস তত্ত্বই সার,
এমন গভীর জ্ঞানটি আমার
নাই কিছুতে আর।

৮৪

তোমরা জানো বন্ধু আমার
সেই সেদিনের শুভক্ষণ,
নূতন বিয়ের লগ্নে গৃহে
পানোৎসবের আয়োজন ,
তাড়িয়ে দিয়ে সেদিন আমার
সুখ-বিহীন শয্যা হতে,
বর্ষীয়সী বন্ধ্যা-নারী
যুক্তিটারে মুক্তি-স্রোতে,
রূপের মধু নূতন-বধূ
আঙুর বালায় প্রাণের 'পরে
বরণ করে নিয়েছি মোর
এই জীবনের বাসর ঘরে !



৮৫

ঘরে, বাইরে, উপর নীচেয়
চতুর্দ্দিকেই আজ,
চলছে শুধু ঐন্দ্রজালিক
ছায়াবাজীর কাজ!
এই অভিনয় যে মঞ্চে হয়
সূর্য-প্রদীপ জ্বেলে,
ভূতের মতো আমরা এসে
যাচ্ছি সেথায় খেলে!

৮৬

যে মদিরা পান করেছ,
যে অধরে দিচ্ছে চুমা,
শূন্যে যদি লয় হয়ে যায়,
না মেলে তায় যদিই ভূমা;
ভয় কি তোমার, যা' ছিলে তাই
থাকবে তুমি তেম্নি খাঁটি,
স্বপ্ন যদি সত্য না হয়
হবে না তা'র কিছুই মাটি!

৮৭

উপুড়-করা পাত্রটা ওই,
আকাশ মোরা বলছি যাকে,
যার নাচেতেই কুঁকড়ে বেঁচে
আঁকড়ে ধরি মরণটাকে
হাত পেতে কেউ ওর কাছেতে
হোয়ো না আর মিথ্যে হীন,
তোমায় আমার মতই ওটা,
অক্ষমতায় পংগু, দীন!

৮৮

বিজ্ঞ সেজে তর্ক ল'ড়ে
জ্ঞানের বড়াই ঝাড়েন যাঁরা,
বিশ্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব যত,
মীমাংসা তার করুন তাঁরা;
সেই কলহের গণ্ডগোলের
এক ফাঁকে সই, একটি কোণে,
খেলবো বসে তোমায়-আমায়
ভাগ্য নিয়ে আপন-মনে!





৮৯

ওগো রাণি!
        এই তো আমি জানি—
সত্য-জ্যোতি জ্বালায় যদি প্রেমের প্রদীপ বুকে,
কিম্বা, যদি রিষের বিষে জর্জর হই দুখে,
তথাপি এই পান্থশালায়
        দেখতে-পাওয়া ঈষৎ আলো,
মন্দিরের ওই অন্ধকারে
        হারিয়ে-যাওয়ার চাইতে ভালো।

৯০

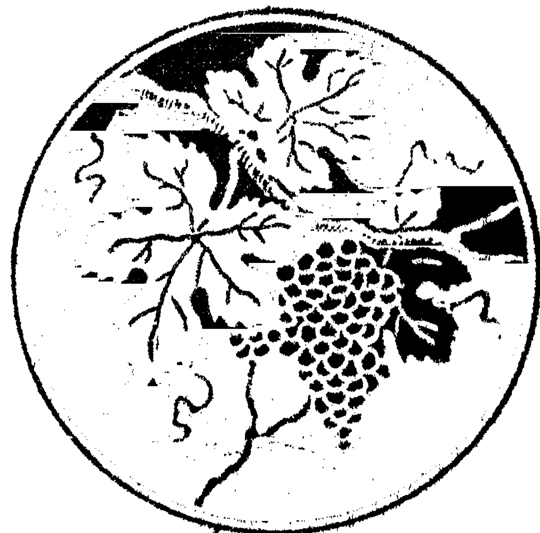
আমার দেহের শিরায়-শিরায়
        জড়িয়ে আছে দ্রাক্ষালতা,
বলে বলুক তাই নিয়ে আজ
        সুফীর দলে মন্দ কথা,
হয় তো আমার অধম ধাতুই
        গড়তে পারে এমন চাবী,
যার খোঁজে আজ জগৎ পাগল
        সৃষ্টি-নিগূঢ়-তত্ত্ব ভাবি!
সেই চাবীতেই খুলতে পারে
        রহস্যের ওই রুদ্ধ-দ্বার—
রুদ্ধ যত সুফীর সাধক
        বাইরে বসে চেঁচায় যার!

৯১

সুরাপান, প্রেমগান,
        অপরাধ ভেবে যারা
থাকে সদা সাধু সেজে,
        সুর-পুরে গেলে তারা,
দেব-লোক ক'রে দেবে
        সুখ-হীন সেইদল,
সেথা গিয়ে অকারণে
        বলো সখি কিবা ফল?

৯২

সাধু ভক্ত জ্ঞানী গুণী মনীষী-নিচয়
আমাদের বহুপূর্বে হ'য়েছিল ধরণীতে যাদের উদয়,
    তপোলব্ধ তত্ত্ব-কথা করিয়া প্রকাশ
অজ্ঞান-আঁধার যারা চেয়েছিল করিবারে নাশ,
    মোহাচ্ছন্ন ধরণীর তমসার তীরে
পুড়িয়া মরেছে যারা হাসি-মুখে সত্যের খাতিরে;
    সুপ্তির স্বপন-টুটি,
        সহসা জাগিয়া উঠি,
    জলদ-গম্ভীরে ডাকি প্রতিবেশিগণে
    যে বাণী শুনায়ে তারা সর্ব সুধিজনে
অনন্ত নিদ্রায় পুন পড়িয়াছে ঢলি
    গল্প-কথামাত্র হায় আজি সে সকলই।





৯২

ভবিষ্যতের অন্ধকারে
দৃষ্টি দিতে ব্যস্ত কেন ?
তত্ত্বকথা ভাব্‌তে ব'সে
মিথ্যা তব ক্লান্তি কেন ।
চিন্তামণির চিন্তা ওটা ,
করুন তিনি তাঁর যা' কাজ,
তুচ্ছ তুমি লুপ্ত হলেও
আট্‌কাবে না সৃষ্টি আজ ।

৯৩

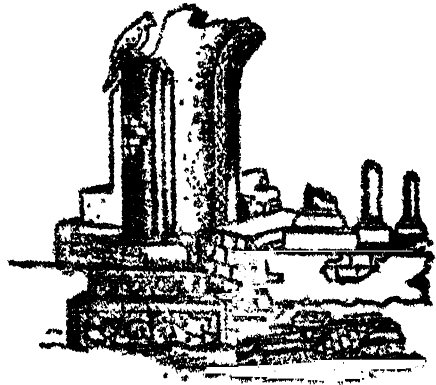
লোকে বলে নাকি মোর
জ্যোতিষের গণনায় ভুল
"বর্ষ-চক্রে" করিয়াছি
মানবের ইচ্ছা অনুকূল ।
তা'ই যদি সত্য হয়,
তবে সেটা সুনিশ্চয়
হয়েছে সম্ভব শুধু
তুলে দিয়ে পঞ্জিকা হইতে
যে কাল জন্মেনি আজও
আর যেটা মরেছে অতীতে ।

৯৬

সুলতানী-প্রাসাদ—যার
বিপুল-আকার,
দীর্ঘ স্তম্ভ স্পর্শিত গগন ,
নৃপ অগণন
যাহার তোরণ দ্বারে
নির্বিচারে
লোটাইত শির ,
নিস্তব্ধ গভীর
আজি তার চূর্ণ ঘরে-ঘরে
বনের কপোত একা কাঁদে কু কু, শুধু মরে ।

৯৪

ধূলি মুছি' ধরণীর
আত্মা যদি ইচ্ছামত পারে
চ'লে যেতে শূন্য পথে
অবহেলে স্বর্গের দুয়ারে,
নহে কিগো এটা তার
দারুণ লজ্জার কথা তবে—
পড়ে থাকা এতকাল
মাটির এ দেহ ল'য়ে ভবে ?





৯৯

সবাই বলে, মাতাল যারা—
    নরক ঘেঁটে মরবে তারা।
আহাম্মুকে দেখায় ভয়,
    সত্য সখি মোটেই নয়;
কান দিও না ওটায় তুমি,
    স্বর্গ হবে শ্মশান ভূমি,
মদ্যপায়ী কেউ না পান
    সেথায় যদি থাকার স্থান।

৯৭

মোল্লা মিঞা, একটা কথা—এই অনুরোধ রেখো
    শীঘ্র যা'তে ম'রতে পারি সেইটি শুধু দেখো,
ধাক্কা তোমার উপদেশের সইছে না যে আর,
    প্রাণটা নিয়ে টিকে থাকাই উঠছে হয়ে ভার।
চলছি যত সিধে হয়েই—বলছ তুমি বাঁকা,
    দেখতে না পাও চোখে কিছুই, বচন শুধু ফাঁকা।
দোষটা আগে আপন চোখের সারিয়ে নিয়ে দাদা
    মুছিয়ে দিতে এসো আমার অঙ্গ হতে কাদা।

৯৮

সুরা-পানটা মন্দ যদি মনেই করে কারুর মন,
দোষ দিও না সুরাপায়ীর—এইটি শুধু মোর নিবেদন।
থাকতো যদি আমার তেমন অনধিকার-ভবে মতি,
তোমাদেরই মতন জেনো ভণ্ডামীতেই হ'ত গতি,
তাই তো' বলি—ধর্ম্ম-কপট! মন দিয়ে সব আজকে শোনো,
মদ্যপেয়া করুক না কেউ দোষের ব্যাপার যেমন কোনও,
তোমরা সবাই তাদের চেয়েও হাজারগুণে অধিক পাপী,
পারবে না আর এই কথাটা বেশীদিন কেউ রাখতে চাপি!



১০০

চোখ রাঙিয়ে
    স্বধর্মী চায়
শাস্তি যবে—
    পাপের মম,
নিত্য তখন নির্বিকারে
    মূর্তি-পূজার ভক্ত সম
যুক্ত-করে শ্রদ্ধাভরে
    সংগোপনে দিবস-যামী,
মোর মানসী-দেবীর পায়ে
    মনের ব্যথা জানাই আমি!
মদ্য-পানের অন্যায়েতে
    যদিই আমার শাস্তি ঘটে,
সুরাই তবু চাইবো আমি,
    যা থাকে মোর ভাগ্য-পটে!



১০১

কোন্ প্রমাদে পরাণ কাঁদে
এমন ক'রে ওমার—?
দুঃখ কিসের তোমার ?
ভাগ্য নেহাৎ মন্দ ভেবে মিথ্যা করো খেদ,
দাও ডুবিয়ে আনন্দে কে জীবন-ভরা ক্লেদ !
পাপীর শুধু আছেই জেনো তাঁর দয়াতে অধিকার,
পাপ করেনি জন্মে যে জন,
বিধির কৃপায়—কী দাবি তার ?

১০২

আমোদ-স্রোতে গা ভাসানো,
হচ্ছে জেনো আমার বিধান,
ধর্মটাকে এড়িয়ে চলাই,
আমার মতে ধর্ম প্রধান !
ভাগ্যদেবী পত্নী সম,
নেয় না কিছু করলে দান,
বলে—আমার চাইনে কিছুই,
তুষ্টিতে থাক তোমার প্রাণ,

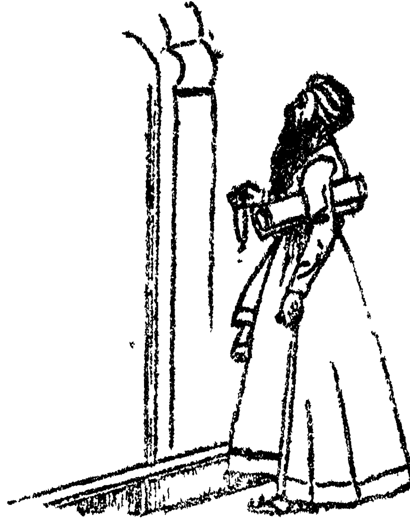
১০৩

একটি চুমুক সরস সুরা
স্বর্গ হতে শ্রেষ্ঠ ধন !
তার কাছে কি রাজার মুকুট ?
ধুলায় লোটে সিংহাসন !
সবার চেয়ে মধুর জেনো
প্রেমিক জনের দীর্ঘশ্বাস—
তার তুলনায় তুচ্ছ অতি
ভক্ত-হৃদের মুক্তি-আশ !

১০৪

এই সরা'য়ের পানশালাতেই
ঠিক করেছি আমার বাস
একুল ওকুল দু'কূল বেচে
থাকবো হয়ে সুরার দাস !
আশীর্বাদের নেইকো আশা,
ভয় করি না অভিশাপে,
স্বর্গ-লোভে হইনি পাগল,
দিইনিক' ডুব অধঃপাতে,
চাইনা আমি ছাড়িয়ে যেতে
পঞ্চভূতের স্নেহের মায়া ;
থাকবো প'ড়ে এইখানেতেই,
জড়িয়ে ধ'রে যমের ছায়া ,





১০৫

সেদিন দেখি পানশালাতে,
   সুরাপায়ীর পাত্র হাতে,
দেওয়ানা এক ফকির
         এলেন জ্ঞানী।
নিলাম দেখে কৌতূহলে
   তখনও তাঁর কুক্ষি-তলে
উপাসনার ছোট্ট আসনখানি!
   অবাক হয়ে জিজ্ঞাসিলাম—প্রভু।
আজকে হঠাৎ ব্যাপার কী এ?
   হেথায় কেন ও-সব নিয়ে?
আসেন না তো কেউ এখানে কভু।
বললে সাধু কাঁধটি আমার ধ'রে—
বিশ্ব কেবল শূন্য ফাঁকা!
পান ক'রে যা' নিত্য আমোদ ক'রে।

১০৬

ওগো বত নীতিবিদ!
      এ তো দেখি তোমাদেরই রুচির বিকার।
আমারে নিন্দিয়া কেন,
      অকারণে মোর প্রতি করো অবিচার?
সুরা আর সুন্দরীর উপাসনা ছাড়া
      করিনি তো এ জীবনে কোনো মহাপাপ।
এরই তরে শিরে মোর কেন দিতে চাও
      কুৎসিত এ অখ্যাতির একখানি ছাপ।

১০৭

পান করি, করি প্রেম,
      এই যদি অপরাধ
ক্ষমা করো সাধুবর,
      ছাড়ো মিছে এ বিবাদ।
থাকো তুমি জপে ব'সে
      দাড়ি নিয়ে, মালা হাতে,
আমি রবো সুরা আর
      প্রণয়িনী প্রিয়া সাথে।

১০৮

এক হাতে মোর কোরাণ শরীফ,
      মদের গেলাস অন্য হাতে,
পুণ্য-পাপের, সৎ-অসতের
      দোস্তি সমান আমার সাথে।
নীল-পাথরের ওই যে আকাশ
      আমায় দেখে নির্নিমিখ।
ভাবছে আমি নই মোসলেম্—
      কাফেরও তো নইক' ঠিক।





১০৯

'অর্থ' নারে মানুষেরে করিতে রসিক'—
মানি আমি তোমাদের এ কথাটা ঠিক ;
কিন্তু যদি রসিকের অন্ন নাহি জোটে—
বিশাল এ ধরণীর পদতলে লোটে
শ্যাম-স্নিগ্ধ যে কোমল শষ্প-আস্তরণ,
তারে যেন মনে হয় কণ্টক শয়ন !
স্বচ্ছল সময়ে শুধু দেখা যায় প্রিয়ে,
আধ-ফোটা গোলাপের বিম্বাধরে হাসি,
অভাবের অনটনে ক্ষুব্ধ প্রাণ নিয়ে
সদ্য-ফোটা শতদলও মনে হয় বাসি।

১১০

মূর্খ যারা—নিরক্ষর—ভাগ্যবশে আজি ধনবান,
তাহাদেরই ভাগ্যে জোটে ইরাকের শ্রেষ্ঠ সুরাপান,
যা' কিছু উত্তম বস্ত্র খুঁজে পেতে এনে রাখে ঘরে
অকেজো আনাড়ী কারিগরে।
তুর্কী-তরুণীরা, যারা যোগ্য শুধু করিতে রঞ্জন,
বীর্যবান পুরুষের মন,
তাদের বিলোল-হাসি বিলায় বিফলে,
নিতান্ত অজাত-শ্মশ্রু বালকের দলে।

১১১

সে একদিন পান্‌শালে কোন্ বারাংগনা দেখে,
শেখজী বলেন ডেকে
দেখ্‌ছি তুমি মূর্তিমতি পাপ।
মদ্যপায়ী ব্যভিচারীর অসংযমের ছাপ
অংগে তোমার আঁকা।
তোমার রূপের কদর্যতা থাকছে না আর ঢাকা !
বারবণিতা ব'ললে হেসে,—স্বামী,
দেখছো যা'—তা, সত্য বটে আমি !
কিন্তু তোমার বাইরে প্রভু, দেখতে যে-রূপ পাই,
যথার্থ কি অন্তরেতেও সত্য তুমি তা'ই ?

১১২

জ্ঞানীর মাঝে সেই তো জ্ঞানী,
শ্রেষ্ঠ ব'লে তারেই মানি—
অস্ফুট এই সুরার বাণী
বুঝ্‌তে যে জন পারে
সেই তো কবি, রসগ্রাহী বলতে পারি তারে—
প'ড়তে পারে প্রেমের আলোয় যে-জন, ওগো রাণী,
গোলাপ-ফুলের-পাপড়ি ঢাকা গন্ধ-লিপিখানি !





১১৩

পারো কি পড়িতে কিবা লেখে অন্ধকার?
সে রহস্য ভেদ করা সাধ্য কি তোমার?
শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী গুণী পারেনি যে কাজ,
সে কাজ করিবে তুমি
ভাবো কি হে আজ?
পান করো—করো ধরা—স্বর্গে পরিণত,
স্বর্গ-ভোগই হয় যদি তোমাদের ব্রত

১১৫

সুরায় যদি সরস থাকে
অধর আমার দিবস যামী,
বিশ্ব-জগৎ হোক না তোমার
একটি কণাও চাই না আমি
বিস্মৃত হও হে নৃপতি
কাবিয়ে-ফেলা রাজা যত,
পান করো এ রঙীন সুরা
জুটবে সরেস রাজ্য কত।

১১৪

পান্থশালার দুয়ার-পথে,
লুটিয়ে মাথা অবিরত
মুছাই আমি আমার কেশে
পায়ের ধুলা ময়লা যত,
একধারেতে লুকিয়ে আছে
এ জীবনের সকল আলো
চাই না আমি স্বর্গ-নরক
পুণ্য-পাপের মন্দ-ভালো;
উভয় লোকই হঠাৎ যদি
বিধির কোনও খেয়াল ভরে
একটি জোড়া ভাঁটার মতো
গড়িয়ে আসে আমার ঘরে,
তখন যদি সুরায় আমার
সিক্ত থাকে মনের গোড়া
সস্তা দরে বিকিয়ে দেবো
স্বর্গ-নরক মানিক-জোড়া।



১১৬

আমাদের এই পান-শালাতে
দুঃখী ত' নেই, সবাই রাজা।
দাসীর মতো যোগায় সুরা
যার প্রাণ চায় যখন যা'-যা'।
বন্ধুরা সব! থাকতে সময়,
নাও ভরে নাও নৃত্য-গীতে,
নাক নিভে থাক, এক চুমুকে
দুঃখ যাদের জ্বলছে চিত্তে।



১১৭

একটা কথা পারবে কি হে
মন খুলে আজ ব'লতে পাপী—
জেনে-শুনেই ক'রছো তো পাপ ?
রাখছো না তো মনকে ছাপি' ?
ছাড়তে যদি পারতে তবু
জীবন গেলে ছাড়তে না ভাই,
পাপ করো যা' বুঝে-সুঝেই—
এই কথাটি শুনতে গো চাই !

১১৮

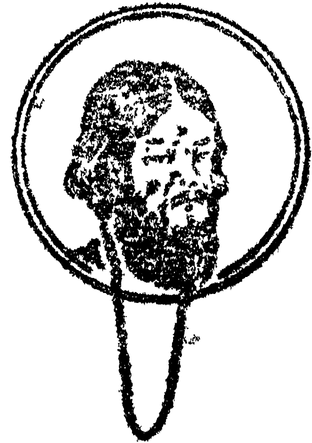
জঘন্য এই জগৎটাতে
নেইকো এমন একটা প্রাণ—
যার আছে হে পাপের প্রতি
সহজ-সরল অপাপ টান !
দেশের পাপী অনেক সময়
বিদেশে হয় পুণ্যবান !
গোলাপ কি গো গাইতে পারে
আপন বুকের কাঁটার গান ?

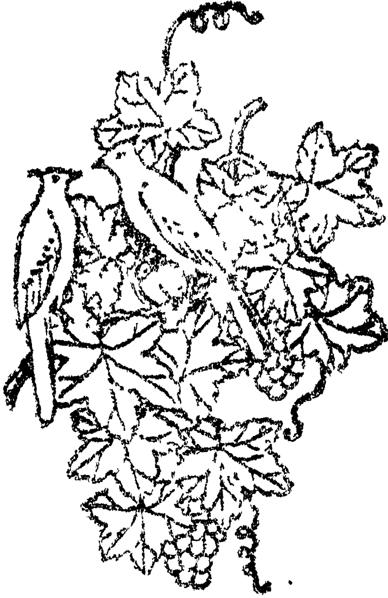
১১৯

মুগ্ধ যারা গোলাপ পেয়ে,
এগিয়ে এসে বলুক তারা !
কাপুরুষের মতন কেন
মিথ্যা ভয়ে হচ্ছে সারা ?
নিক্ না তুলে সুরার আধার
দিনের আলোয় বেরিয়ে এসে,
জড়িয়ে ধরুক বক্ষে—তাদের—
পাগল যাদের ভালবেসে !

১২০

যারাই বেশী নিন্দা করেন
অন্য জনের দুর্বলতার,
ছড়িয়ে বেড়ান হাট-বাজারে
আত্মীয়েরও অখ্যাতি ভার,
ভণ্ড তারা সবাই জেনো,
ভক্ত বিটেল স্থানে-স্থানে,
পুণ্যবানের ছদ্ম-বেশে
পাপ করে যে সংগোপনে !
অন্ধকারের সুযোগ খুঁজে
দাঁড়িয়ে থাকে অপেক্ষাতে,
আমরা ঈষৎ আড়াল হ'লেই
তারাও ঢোকে পানশালাতে !





১২১

পদ্ম পারিজাত যত চারু-সুরস্তাল
বলো আজ লুকালো কোথায় ?
বলো কোথা কোন্ দেশে গেল বুলবুলি—?
গোলাপ সে ঝ'রে কোথা যায় ?
জিজ্ঞাসিনু এই প্রশ্ন জ্ঞানীরে যে-দিন
কহিল সে দ্বিধা-লজ্জা হীন—
সুরা-পানে চিন্তা করো দূর,
তারা যেথা চ'লে যায়—চিরদিন অজ্ঞাত সে পুর।

১২২

ধাতার সন্তোষ তুমি সাধিতেছ ভাবি'
বিশ্বের আনন্দ হ'তে হৃদয়ের দাবী
ওগো ভ্রান্ত-চিত,
রেখোনাকো করিয়া বঞ্চিত !
হেন মিথ্যা উপাসনা কভু
হেরিলে হবে না প্রীত জগতের প্রভু !
মানুষের বিধি মেনে—বিধির বিধান
হে ধীমান্,
কোরো না লঙ্ঘন ;
কপট ধর্মের নামে সত্য কভু কোরো না বর্জন !

১২৩

শাস্ত্রে বলে —স্বর্গে গেলে
চ'লবে আমার মদ্য-পান,
অপ্সরীরা নৃত্য-গীতে
নিত্য সেথা তুষবে প্রাণ ,
মর্ত্যে কেন কেবল তবে
ওই দু'টোতে এতই মানা ?
ক'রবে লোকে মদের ঝোঁকে
হয়তো বা কু-কাজ নানা,
এই ভয়ে কি ব'লতে হবে—
পান করাটাই মস্ত পাপ ?
এ যে তোমার বিধান দাতার
বেয়াড়া সব শাসন-চাপ !

১২৪

স্বর্গের সুখে ঝেড়ে চলে যাও
তোমার পায়ের ধুলো ;
পান ক'রে নাও সুরা-সমুদ্র,
ভেসে যাক পুঁথিগুলো !
চলে যায় যারা ফেরে না ত' আর,
আসে না ত' গেলে প্রাণ,
ধ্যান উপাসনা এখানে চলে না
পৃথিবী সে নয় স্থান !
মদ্যই যদি মনে করো তবে
এসেছিলে কেন শুনি ?
পাপের বোঝার অনুতাপ নিয়ে
কাটাবে কি দিন গুণি ?



—তৃতীয়—

—প্রেম—

(১২৫—১২৮)



তৃতীয়—প্রেম। বিরহের দুঃখ, মিলনের আনন্দ, দর্শনের জন্ত ব্যাকুলতা, অদর্শনের বেদনা, প্রেমের সার্থকতা, প্রণয়ের প্রভাব—ইত্যাদি।



১২৫

ওইখানে ওই তরু-তলে
তোমায় আমায় কুতূহলে
এ-জীবনের যে-ক'টা দিন কাটিয়ে যাবো প্রিয়ে,
সঙ্গে রবে সুরার পাত্র,
অল্প কিছু আহার মাত্র,
আর একখানি ছন্দ-মধুর কাব্য হাতে নিয়ে,
থাকবে তুমি আমার পাশে,
গাইবে সখি প্রেমোচ্ছ্বাসে,
মরুর মাঝে স্বপ্ন-স্বর্গ ক'রবে বিরচন,
গহন-কানন হবে সেই নন্দনেরই বন!

১২৬

এই যে কিশোর কোমল তৃণের সহাস শ্যামলিমা
চুম্বনে যার রোমাঞ্চিত নদীর অধর-সীমা,
স্নিগ্ধ সরস যাহার বুকে
শুয়েছি আজ আমরা সুখে,
সাবধানে মৃদু পা ঢালোগো সামলে দেহের ভার,
কে জানে গো বিস্মৃত কোন্ অধর-সুধার সাধ
পান ক'রে আজ সংগোপনে
উচ্ছ্বসিত এই নির্জনে
হৃদয়খানি তার!

১২৭

আজকে প্রিয়ে, মরণ যদি
শরণ মাগে আমার আগে,
মোর কবরে নয়ন-ধারা
ঢাল্‌বে কি গো অনুরাগে?
তুচ্ছ আমার দান সমাধির
অশ্রু-শীতল মাটির 'পরে,
বিরহিণীর বন্দনা কি
অশ্রু হ'য়ে প'ড়বে ঝ'রে?
দুঃখ তোমার দু'দিন পরে
যখন সখি জুড়িয়ে যাবে।
মৃত্যু আমার ভাগ্য ভেবে
হয় তো তখন তৃপ্তি পাবে!

১২৮

তার'পরে কি আমার মতো
দেখলে কা'কেও বাসবে ভালো—?
মুখখানি যার তোমার বুকে
আমার মুখের জান্‌বে আলো!
করতে গিয়েই আদর তা'কে
বলবে কি—'সেই খৈয়ামটাকে
বড্ড আমার পড়ছে মনে,
তোমায় পেয়ে বুকের কাছে—'
তোমার মুখে তার স্মৃতিটি
আজকে যেন লুকিয়ে আছে।
আমার চোখে পরাণ-প্রিয়,
তার মতনই দেখছো তুমি—'
এই ব'লে কি মুখখানি তার
সোহাগ ভরে ফেলবে চুমি

১২৯

তুমি, আমি, প্রিয়তমে,
নিয়তির সাথে
সড় করি যদি আজ
মিলি' হাতে হাতে,
পারিতাম ধরিবারে
সৃজনের ভুল —
উৎপাটন করি এই
বিশ্বের সমূল,
চূর্ণ করি' ফেলি তারে
ধূলি-কণায়,
গড়িতাম মনোমত
নূতন জগৎ।

১৩০

ওগো মোর হৃদয়ের
চন্দ্রমা নবীন,
অক্ষয় অম্লান তুমি
ফুল্ল চিরদিন।
আকাশের চাঁদ ওই
উঠিছে আবার,
উঠিবে সে এর পরও
আরও কতবার,
মেলি' তার ব্যগ্র দৃষ্টি
একদা আমার,
ঘুরে ফিরে এই কুঞ্জে
খুঁজিবে বৃথায়!

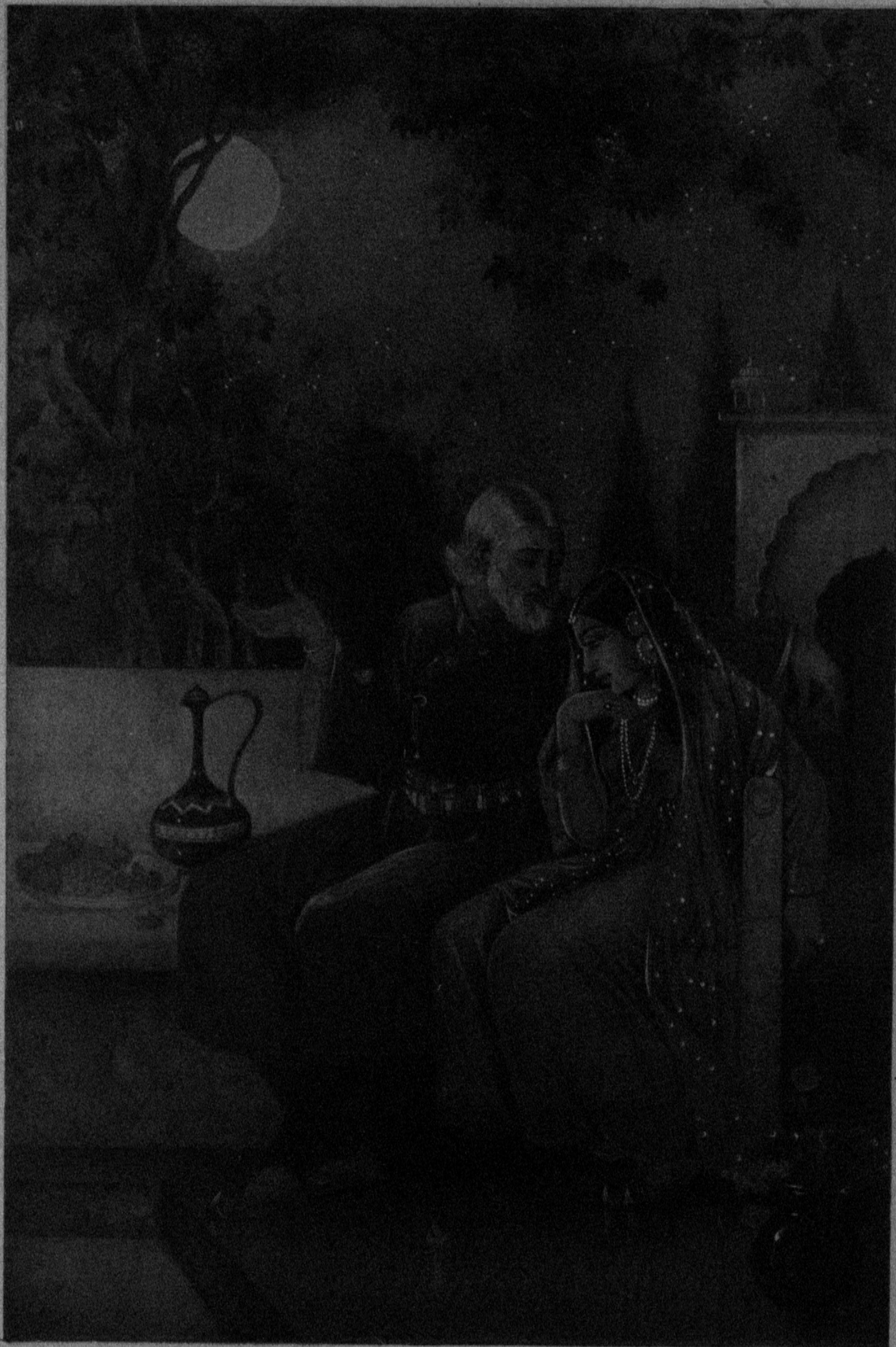
১৩১

আমি যেন দেখি সখি তোমারই ও মুখ!
আলো ক'রে আছে ওই গোলাপের বুক।
তাই প্রিয়ে মুগ্ধ-করা ও মুখেরই সম
গোলাপও আমার চোখে চির-মনোরম।
ওগো নারী! শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তুমি অবনীর,
গোলাপে গঠিত যেন ভিতর বাহির!
মাঝে-মাঝে সবিস্ময়ে তাই মনে হয়—
তুমি তো গোলাপ ছাড়া অন্য কিছু নয়!

১৩২

মুকুরের মতো ও মুখে তোমার
আকাশের ছায়া জাগে,
ও দু'টি নয়নে উছলিয়া উঠে
সুরা-ফেন অনুরাগে।
থাকুক তোমার স্বর্গ কপোলে,
নরকেই লব বাস,
তোমার হাসির প্রতিরূপ—সে তো
আমারই দীর্ঘশ্বাস।





১৩ ১৩০

"ওগো মোর হৃদয়ের
চন্দ্রমা নবীন,
অক্ষয় অম্লান তুমি ফুল্ল চিরদিন!"



১৩৩

চির অন্ধ তমসায় সে হৃদয় থেকে যায় কালো,
জ্বলে না যেখানে কভু প্রেমের অমল-স্নিগ্ধ আলো ,
হয়নি কখনো যার প্রেমের আবেগে মত্ত মন,
ব্যর্থ তার সমস্ত জীবন ।
অভাগা সে, মেটে নাই কভু যার প্রণয়ের সাধ,
পায়নি জীবনে কভু যে কাঙাল প্রেমের প্রসাদ
প্রেমহীন সে জীবন একান্ত নিষ্ফল জেনো তার,
যার চেয়ে ব্যর্থ হায় ধরণীতে নাহি কিছু আর ।

১৩৪

তরুণ প্রিয়, হৃদয় হর'
মুগ্ধ করো প্রণয় জালে,
এগিয়ে চলো পরাণ-জয়ী
রূপের তব পূর্ণ তালে !
তীর্থ চেয়ে পুণ্য বেশি
একটি যদি হৃদয় জয়ো,
তাই তো বলি তীর্থ ফেলে
চিত্ত জয়ে যাত্রা করো ।

১৩৫

ধূসর মরুর ঊষর বুকে
বিশাল যদি শহর গড়ো,
একটি জীবন সফল করা—
তার চাইতে অনেক বড়ো ।
একটি উদাস হৃদয় যদি
বাঁধ্‌তে পারো প্রেমের ডোরে,
বন্দী শতেক মুক্তি দানের
চাইতে সে যে শ্রেষ্ঠ ওরে !

১৩৬

কর্মক্লান্ত সংসারের শ্রান্ত এ জীবনে
যতটুকু অবসর পাও,
তোমার ও দু'টি ব্যগ্র বাহুর বেষ্টনে
প্রিয়তমে বুকে টেনে নাও ,
সার্থক করো এ জন্ম আপনা বিলায়ে
প্রাণ ভরে ভালোবেসে যাবে,
তা তো জননী লবে মুহূর্তে ডাকিয়া
সমাধির আঁধার দুয়ারে,
নিশীথের মতো তার শান্ত অন্তরের
গাঢ়তম স্নেহ আলিংগনে,
চিরনিদ্রা যেতে হবে চিররাত্রি-দিন
সংজ্ঞাহীন অনন্ত শয়নে ।





১৩৭

আরক্ত গোলাপ সম
রূপে রসে অনুপম
সুন্দরীরে কামনা যে করে,
ক্রূর-কাঁটা নির্যাতন
ক্ষুর-ধার তীক্ষ্ণ-তীর
বেধে তার যদি বক্ষ'পরে—
তাহাও সহিতে তার হবে।
মৃগ-শৃংগ মাত্র শুধু ছিল এই কংকতিকা যবে
পারেনি সে পরশিতে সে-রূপ ধরিয়া
আমার প্রিয়ার চারু কেশ—
যতক্ষণে আপনারে শতখণ্ডে ক্ষত না করিয়া
সহিয়াছে নিদারুণ ক্লেশ।

১৩৮

আমার জীবন-পথে
রূপসীর আঁখি হ'তে
দীপ্তিটুকু করিয়া গ্রহণ
মোমের প্রদীপ সম
জ্বলে ধীরে হৃদি মম,
তিলে তিলে দহে আজীবন।
সেই বহ্নি বুকে ধ'রে
হৃদয় উৎসর্গ ক'রে
আপনারে দিই বলিদান—
রূপানলে পতংগ সমান।

১৩৯

জানি, জানি, স্বর্গ-লাঞ্ছিত
মর্ত্য-জনের সবার প্রিয়,
স্বর্গ যদি কাম্য—তবে,
স্বর্গ ওপার রাখিয়ে নিয়ো।
হয় তো স্বর্গ সত্য আছে,
কিন্তু সেটা অনেক দূরে,
আমার স্বর্গ পেয়েছি সই
তোমারি এই চিত্ত-পুরে।

১৪০

রমণী পারিত যদি থাকিতে চিরদিন,
মানবের আয়ু যদি না হ'ত এমন হ্রস্ব ক্ষীণ,
প্রেম হ'ত মৃত্যুহীন,
বক্ষে সাধ্য চির লীন,
পান-পাত্র যদি প্রেমে হ'তো অফুরাণ,
গোলাপের স্থায়ী মাধুরী অম্লান,
বহিত হেথায় যদি চিরদিন বসন্ত বাতাস—
আমার এ আঁখি তব রূপের অনলে
হয় তো তাহ'লে
নীরবে সহিত বারো-মাস।



১৪১

জীর্ণ মোর যৌবনের মনোহর সাজ
ঝরিয়া মরিয়া গেছে আজ।
জীবনের বাসন্তী-নিশায়
সুখ-পিপাসায়
ফুটেছিল যত মধু-ফুল
একে একে হয়েছে নির্মূল!
ওগো মোর যৌবনের বাণি!
নাহি জানি
কবে তুমি এসেছিলে ভুলে—
চলে গেছে কবে পুন একা মোরে ফেলিয়া অকূলে!



১৪২

ওগো প্রিয়ে, তোমার বিরহে
নাহি দহে
যাহার হৃদয়,
কোথা আছে হেন নিরদয়?
এত অন্ধ বলো আঁখি কার
যে তোমার
দেখা নাহি চায়?
যতই উপেক্ষা করো—তবু জেনো হায়,
তোমারই চরণ স্মরি
আগ্রহে অঞ্জলি ভরি
ত্রিভুবন আছে প্রতীক্ষায়!



১৪৩

যেদিন প্রথম প্রেম অভিভূত করিল আমারে,
মূর্তি ধরি' এল যেন সুখ!
অন্তর চাহিল কত কহিবারে অকথিত বাণী,
রসনা রহিল তবু মূক;
নির্ঝরের তীরে বসি তৃষাতুর হৃদয় আমার
মরিল অতৃপ্ত পিপাসায়!
এ হেন বিস্ময়কর সকরুণ কাতর মরণ
দেখেছে কে জগতে কোথায়?

১৪৪

আজি এই জীবনের পূর্ণিমা লগনে,
আকাংখিত প্রণয়িনী সনে
মিলনের তীব্র অভিলাষ
ব'য়ে আনে বক্ষে শুধু ব্যর্থতার সুদীর্ঘ নিশ্বাস!
জ্যোৎস্না-পুলকিত এই যামিনীর এ হেন সময়,
বিরহ-বেদনা যে গো তিলেক অসহ মনে হয়!
এ দুখ-কাহিনী আমি সুহৃদেও শুনাতে অক্ষম—
একি গো দুঃসহ জ্বালা! অন্তরের যন্ত্রণা নির্মম?



১৪৭

অন্তর হতে আদরিণী তুমি,
জগতের চেয়ে দামী,
প্রাণের অধিক প্রিয়তমা ওগো,
মিথ্যা বলিনি আমি !
এতেও তোমার মর্যাদা সখি,
হল না প্রকাশ করা—
শোনো, শোনো প্রিয়ে, মৃত্যুর চেয়ে
—তুমি মোর প্রিয়তরা

১৪৫

যতক্ষণ আছে মোর
পাত্র সুরা-ভরা
খাদ্য কিছু সংগে আছে
ক্ষুধা তৃপ্তি করা,
তুমি আছ পার্শ্বে মোর
যতক্ষণ প্রিয়া
রাজার ঐশ্বর্যে নাহি
লুব্ধ হবে হিয়া।

১৪৮

তোমার রূপের আঙুর-চোযা
পান করি এ সুধার ধারা,
এই নিখিলের আঁখির আলো,
তোমার রূপেই আপনহারা।
তোমার রঙীন অধর সখী
বিশ্ব-হৃদয় মুগ্ধ করে ,
তোমার চোখের চাউনি যেন
নিত্য নূতন শক্তি ধরে।

১৪৬

উচ্ছ্বসিত ওই দুটি অধরে তোমার—
অফুরন্ত উৎস মোর জীবন-ধারায়।
হিম-ওষ্ঠ এই পেয়ালার
নাহি পায় স্পর্শ যেন তার।
সে যদি ও বিম্বাধরে
স্পর্ধাভরে কভু করে
চুম্বন প্রদান,
নিশ্চয় করিব তবে—আমি তার হৃদি-রক্ত পান !
তোমার অধর-স্পর্শে আছে বলো তার
কোন সর্তে—কিবা অধিকার ?





১৪৯

তোমার আলিংগনের মাঝে
ছিলাম সুখে মূর্চ্ছাহত,
দিবা নিশির-সীমার পারে
প্রেমের মোহন স্বপ্নে রত।
হঠাৎ তোমার ছিনিয়ে নেওয়া
এই প্রভাতের নিঠুর শ্বাস,
তাড়িয়ে দিলে আমায় দূরে
চিরদিনের উঠিয়ে বাস !

১৫০

কে তোমারে আন্‌লো সখি
আমার পাশে কাল্‌কে রাতে,
কে সরালো ঘোমটা তোমার
সুধার লোভে অধর পাতে ?
ফিরিয়ে আবার কে নিল গো
এক নিমেষেই তোমায় ডেকে,
এ বিরহের বহ্নি-জ্বালা
আমার বুকে জ্বাল্‌লো সে কে ?

১৫১

আমার দুখের দুর্লভ ধন
বেচিব না আমি বাঁচিতে প্রিয়ে,
তোমার বিরহ-যন্ত্রণা মোর
কে পারে কিনিতে মূল্য দিয়ে ?
তোমার মাথার একটি অলক
ভাব-অলকায় নে যায় মোরে,
তোমার চোখের একটি পলক
দিয়ে যায় মোর হৃদয় ভ'রে।
সিংহাসনের প্রলোভনও প্রিয়ে
যেতে পারি আমি হেলায় ফেলে,
জীবনের শেষ-সমাধি ক্ষেত্রে
পাশে তোমার কবর পেলে।

১৫২

পূর্ণ হতো মনস্কাম, পারিতাম যদি
নেহারিতে হেথা নিরবধি
প্রাণময়ী কল্পনার মানসী প্রতিমা—
আনন্দের না রহিত সীমা।
হ'লেও সে স্বজনের মিথ্যা মোহ মায়া—
তাহারেই লইতাম স্বর্গ বলি মানি ,
অনুতাপে দগ্ধ এই জীবনের ছায়া—
নরকেরই মূর্তি বলি আমি এবে জানি।





১৫৩

পড়তে নূতন প্রেমের পুঁথি
ব্যস্ত যবে ছিলাম ঘরে,
উৎসাহী এক যুবক যেন
বল্‌লে হেঁকে তারস্বরে—
যাঁর আছে গো প্রেমের রাণী
চাঁদের মত অনুপম,
সে চাহে তার নিমেষগুলি
উঠুক বেড়ে বর্ষ সম!

১৫৪

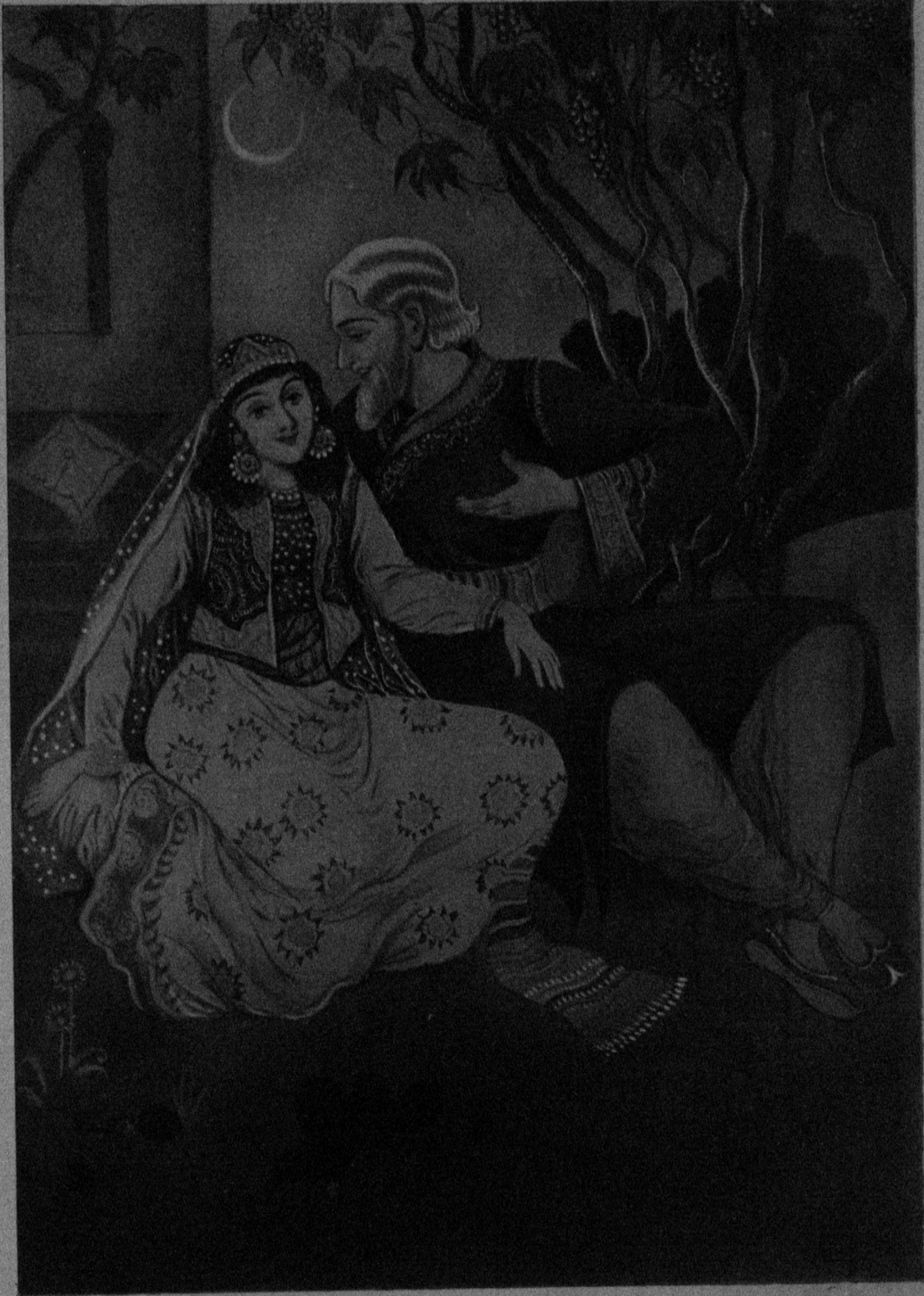
বিজনে আমার মনে
কত দিন এই স্বপ্ন ভাসে—
কে এক সুন্দরী যেন
গাহিতেছে বসি মোর পাশে,
চোখে তার মোর ছায়া
দেখে আমি আপনা হারাই,
পৃথিবীর সুখ-সাধ
কিছু আর পেতে নাহি চাই!

১৫৫

যৌবনে যার বুকের মাঝে
স্বপ্ন-লোকের সুরটি বাজে,
দীপ্ত করে প্রাণের প্রদীপখানি
অলক্ষে তার অচিন-হাতে
মুগ্ধ হিয়ার রঙীন পাতে
উঠবে ফুটে গভীর প্রেমের বাণী!
প্রেমাস্পদের নামটি মনে
গুঞ্জরিয়া সংগোপনে
কল্পনাতে করবে কানাকানি!
লক্ষ্য ভেদের প্রভেদ তাকে
তফাৎ করে আর কি রাখে?
পারবে না সে চল্‌তে বাঁধন মানি।
মত্ত পরাণ মিলন যাচে,
স্বর্গ নরক পায়ের কাছে
তুচ্ছ হয়ে লুটায় যে তার রাণি!

১৫৬

ভালবাসি মোর মানসীরে আমি
এমনই প্রবল প্রেমের টানে
নিরখি সে প্রেম নিখিল বিশ্ব
বিস্ময় বড় মনে যে মানে!
ক্ষণেক তাহারে না হেরিলে পাশে
জীবন-প্রদীপ ম্লান হয়ে আসে,
তথাপি তাহারে দূরে রেখে আমি
একাকী আছি এ নির্বাসনে,
হয় ত মিলন হবে গো আবার
সৃজনের কোন্ প্রলয় ক্ষণে!



১৪ ১৫৮

"মধুর-যৌবন-তাপ অঙ্গে তব আছে যত দিন,
আনন্দ-জোয়ারে ঢালা দেহ-তরী ভাসায়ে নবীন।"



১৫৭

আনো, আনো, সুরা আনো—
প্রাণ মোর নেচে ওঠে আনন্দ-
উল্লাসে।
চাও সখী, ফিরে চাও! নিখিল জগৎ
তোমারেই আজি ভালোবাসে।
সুসময়—সুখ-সূর্যোদয়
স্বপ্নসম স্বল্পায়ু নিশ্চয়,
এ কথাটা রেখগো স্মরণে!
দিন চলে পলে-পলে ক্ষিপ্র-পদে রজনীর সনে
উত্তরিতে অনন্ত মরণে!
যৌবনের উত্তপ্ত উচ্ছ্বাস
থাকেনাকো অংগে বারোমাস,
জলের জোয়ার সম জুড়াইয়া যায় একদিন,
শুষ্ক শান্ত তরংগ বিহীন!

১৫৮

মধুর যৌবন-তাপ অংগে তব আছে যতদিন,
আনন্দ-জোয়ারে চলো দেহ-তরী ভাসায়ে নবীন!
ধরণীর প্রাণহীন প্রণয়ী মরণ;
ল'য়ে তার ক্ষিপ্রতর নিঃশব্দ-চরণ,
ছুটিয়া আসিছে প্রতিক্ষণে
তোমারে ধরিতে তার হিমতম দৃঢ় আলিংগনে।
সে আসিয়া দাঁড়াবার আগে,
সার্থক করিয়া লও জন্ম তব প্রেম-অনুরাগে।

১৫৯

এ জীবনের আঁধার পথে
পাও যদি কেউ এমন প্রাণ
যে তোমাকেই ভালোবেসে
আপন হৃদয় করবে দান,
প্রাণ খুলে তায় ভালোবাসো,
জড়িয়ে ধরো বক্ষে তাকে,
ত্যাগ করো সব তার খাতিরে,
তুচ্ছ করো জগৎটাকে!
অনিত্য এ ধরায় জেনো
কিছুই বড় টিকতে নারে,
ভালোবাসাই হেথায় শুধু
অমর হয়ে থাকতে পারে।

১৬০

প্রেম শুধু বেঁধে দিতে পারে বিশ্বময়
হৃদয়ে হৃদয়!
মিলনের মহানন্দে প্রীত দুটি প্রাণ
জীবনের গাহে জয়গান;
জগতের শ্রেষ্ঠ সুখে হ'য়ে আত্মহারা
সম্পূর্ণ করিয়া তোলে—অসম্পূর্ণ
জীবনের ধারা!
অন্তরের মধু বিনিময়ে
যুগল হৃদয়ে
লভে তারা যে অমূল্য দান,
ধরা-তলে সে ধনের নাহি পরিমাণ;
অজস্র তীর্থের পুণ্য, নিখিলের ঐশ্বর্য আরাম—
অনন্ত কালেও কভু নাহি পারে দিতে তার দাম!



১৬১

প্রিয়তমে, পদ-তলে কী সুন্দর শ্যাম-বসুন্ধরা,
উর্ধ্বে ভাসে কী নীল আকাশ,
আছি বেঁচে—তুমি—আমি, দু'জনার চিত্তবিনিময়ে
কী বিচিত্র প্রাণের বিকাশ !
যৌবন-সাগর তীরে জীবনের সুখ-সূর্যোদয়,
নিবিড় মিলনে মোরা লীন,
এ বাঁচার স্বাদ পেয়ে প্রেয়সী লো, আজি মনে হয়
মৃত্যু অতি নিঠুর—কঠিন !

১৬২

বীণা আর বাঁশরীর
বিজড়িত যথা দুই সুর,
আমাদের এ মিলন
তেমনি লো অপূর্ব মধুর !
সংগীতের সুর সম
যে-দুটি জীবন বিনিময়,
তারা তো ধরার বুকে
বিচ্ছিন্ন হবার কভু নয় !

১৬৩

ঐশ্বর্যে দরিদ্র বটে,
জীর্ণ দেহ, অংগে ছিন্ন বাস,
তবু এই জন্ম লভি'
আমি কভু হইনি নিরাশ,
প্রাণের কামনা যত
করেছে গো পরিপূর্ণ বিধি,
দিয়েছে সে দয়াময়
যা আমার অন্তরের নিধি।
সুখ-নিশি-অন্তে দেছে
প্রশান্ত প্রভাত প্রতিদিন,
সুরাপাত্র করে, আর
বক্ষে তার প্রেয়সী নবীন !

১৬৪

হতেম যদি বাদশা আমি,
এর চেয়ে কি সুখের হতো ?
তোমার রূপের এই যে আলো—
উজল যেন চাঁদের মতো !
এই যে আদর, এই যে সোহাগ,
অযাচিত পাচ্ছি তোমার,
অমর করা এই যে চুমা
তুলনা এর কোথায় আর ?





১৬৫

গতনিশি না হইতে ভোর
গোপনে স্বপন-প্রিয়া মোর
ভুলালো গো হৃদয় আমার
পরিপূর্ণ পাত্রখানি তার
অধরে ধরিয়া যবে সাধিল করিতে মোরে পান,
কহিলাম করজোড়ে—ফিরাইয়া লও তব দান,
আজিকার মতো মোরে ক্ষম।
সে কহিল—কথা রাখো মম,
আমার প্রীতির লাগি পান করো আজি প্রিয়তম!

১৬৬

মিনতি করি গো তোরে সাকী,
পান-পাত্রখানি মোর আয় দেখি রাখি
হেন কোনো আনন্দের নিরালা নিলয়ে,
যেথা আমি বিহ্বল-হৃদয়ে
নব-মুঞ্জরিত স্নিগ্ধ গোলাপ-বিতানে,
আমার সে প্রেয়সীর মুখ-পদ্মপানে,
চাহিয়া থাকিতে যেন পারি সারা-দিন—
দ্বিধা-লজ্জা-ভয়-কুণ্ঠা-সর্ববাধাহীন।

১৬

তোমার চোখে কার দিশা ও!
আছে কি তার খবর জানা?
কোন্ সে রাণীর নয়ন-কোণের
চয়ন ক'রে চাউনি আনা?
ও গায়িকা হাস্যময়ী,
নৃত্য-চপল, চিত্ত-হরা!
তোমার আঁখির মর্ম কিছু
বলতে পারো গো অপ্সরা?

১৬৮

এই যে তোমার দিব্যদেহ,
জাফ্রানী এ কোমল তনু,
সাজিয়ে রেখো যত্নে সখী
থাকিবে চোখে পুষ্প ধনু;
তোমার মাঝে যে রূপ-রাজে
পূজবে এসো আমার সাথে,
দেখ্‌চ না তার উপাসনায়
মগ্ন আমি দিবস-রাতে!





১৬৯

এসেছিনু প্রিয়ে পুজিতে তোমারে,
জ্বালায়ে জীবন-ধূপ
দেবী তুমি ওগো, দেখিয়াছি তব
অলোক-মহিম রূপ !
দেখিয়াছি আমি তোমারি মাঝারে
মানবীও মোর জাগে,
দেবী ও মানবী দু'ই একাধারে
জিনিয়াছি অনুরাগে !

১৭০

পাইনি কেবল অমূল্য ওই
হৃদয়-মণি তোমার আজও,
তুহিন-শীতল পাষাণ ও প্রাণ
আপন করা—শক্ত কাজও !
জাগ্‌বে না তো প্রেমের তাপেও,
মান্‌বে না হায় অনুরাগে,
অভিমানের তিরস্কারে
নির্বিকারের মন কি জাগে ?

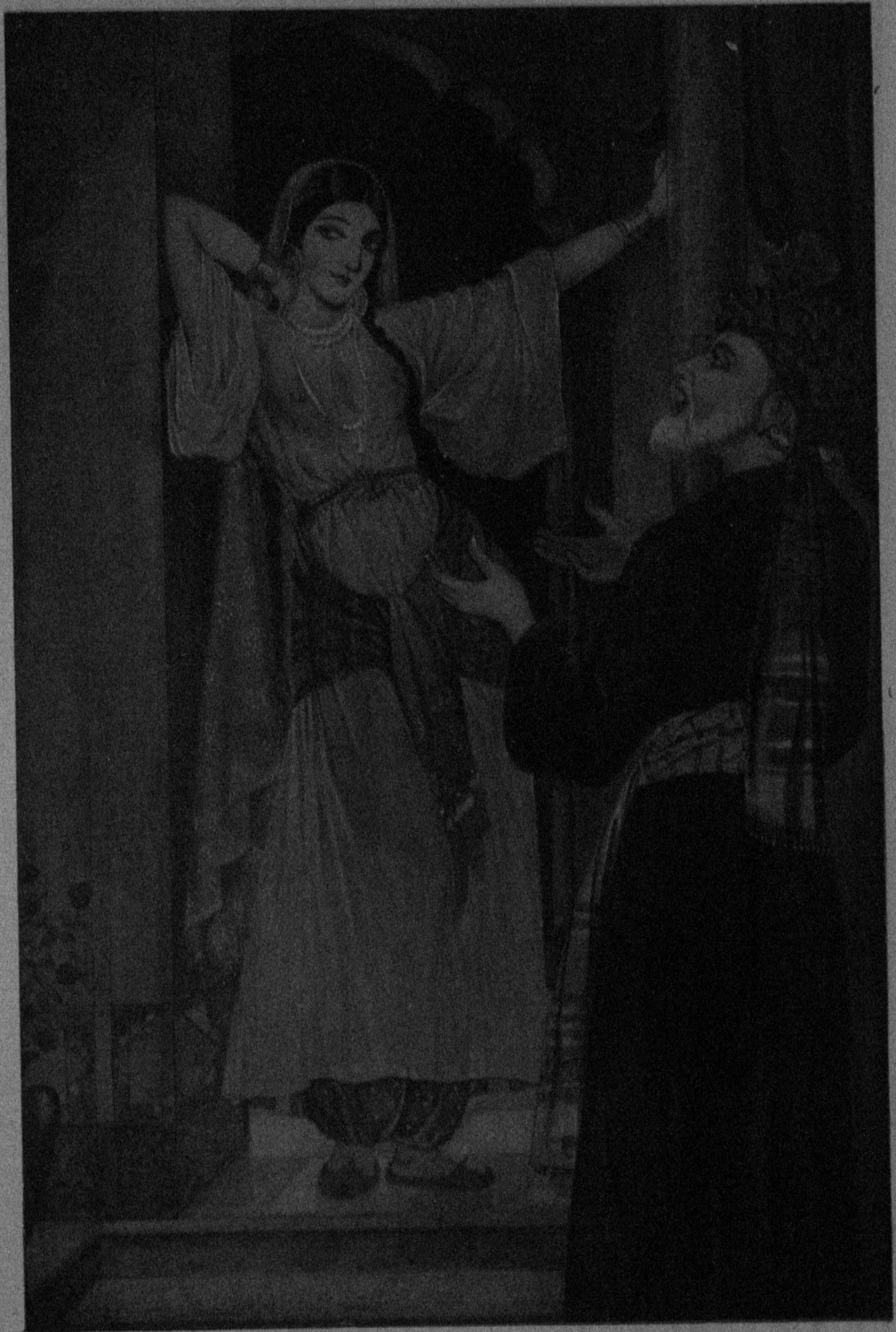
১৭১

ওগো রাণি, রাজেন্দ্রাণি, ইরাণের নির্মম পাষাণি !
আমারে বাঁধিতে তব এ প্রয়াস কেন নাহি জানি ;
নির্দোষীরে দণ্ড দিয়ে বলো দেবী কী আনন্দ পাও ?
রাজপুত্র-করে কেন ভিক্ষা-পাত্র তুলে দিতে চাও ?
দুর্বলে করিতে জয় লয়ে তব সমগ্র বাহিনী
আক্রমণ করা হেন বারে-বারে সাজে কি গো রাণি ?
মোর অস্ত্র নানা ছলে সুকৌশলে করি অধিকার
আমারেই করিবে প্রহার ?
এ তো নহে বীরাংগনা রমণীর যোগ্য ব্যবহার !

১৭২

নরকাগ্নি-শিখানল
ঢাকে যদি ধরণীর
শ্যাম স্নিগ্ধ কায়া,
সূর্য-চন্দ্র-তারাদল
নাহি যদি রহে স্থির,
চূর্ণ হয় মায়া ,
নিদয়-হৃদয়া প্রিয়ে,
যাবো তব সাথে আমি
অচল অটল
ঝঞ্ঝা-বজ্র শিরে নিয়ে
অনুসরি' দিবা যামী
সুধাবো কুশল ।





১৫ ১৭১

"ওগো, রাণী, রাজেন্দ্রাণী, ইরাণের নির্ম্মম পাষাণী!
আমারে বাঁধিতে তব এ প্রয়াস কেন নাহি জানি;
নির্দ্দোষীরে দণ্ড দিয়ে বলো দেবী কি আনন্দ পাও?
রাজপুত্র করে কেন ভিক্ষাপাত্র তুলে দিতে চাও।"



১৭৩

গত রাত্রে নদী কূলে শুয়েছিনু সুখে
করে' লয়ে পান-পাত্র, প্রেয়সীরে বুকে,
উঠেছিল রূপে তার উদ্ভাসি' অন্তর,
মুক্তা যেন সমুজ্জল শুক্তির ভিতর !
হেন কালে কণ্ঠ কার ধ্বনিল শ্রবণে—
রজনী ফুরালো আর থেকো না শয়নে !

১৭৪

বিরহের বজ্রে দীর্ণ
শতাতুর অন্তর আমার ;
প্রিয়ার প্রসূন চিতা
দিশি দিন রহে অনিবার !
প্রেম-রস সুধা-ধারা
সাকী যবে দিল মোরে আনি
আমারই হৃদয়-রক্তে
ভরিল সে পান-পাত্রখানি !

১৭৫

হায় গো প্রিয়ে, হয় তো মোদের
ফুরিয়ে এল সুখের দিন,
ওই দেখা যায় শুক-তারাটি,
ভোরের-হাওয়া বইছে ক্ষীণ,
স্বপ্নে যেন দেখছি আমি
স্বর্গ-দুয়ার যাচ্ছে খুলে,
তন্দ্রা-অলস গোলাপ বাগে
বুলবুলিরা পড়ছে ঢুলে !

১৭৬

ছিলাম দু'জনে সুখে—পরস্পর নিবিড় আশ্লেষে ;
বিস্ময়ে অবাক্ করি' কেমনে নিঃশেষে
কেটে গেল মিলনের ক্ষণ !
শীর্ণ শুক তারা সনে
যদি মোরা-দুজ মনে
পারিতাম মরিতে দু'জন,
প্রভাত হেরিত আসি—বিজড়িত আনন্দ স্বপন—
উজল করিয়া আছে দুটি হাসি-মুখ,
ঊর্ধ্ব হতে নীলাকাশ চাহিত বিস্ময়ে
দৃষ্টি ল'য়ে আগ্রহ-উন্মুখ !





১৭৭

ওগো আমার পরাণ-প্রিয়!
এমন-দিনে আজ কি জানি,
পূর্ণ হবে পুলক-রসে
এ জীবনের পাত্রখানি!
হৃদয় আজি উচ্ছ্বসিত
তোমার প্রেমে—হে প্রিয়তম,
তোমার অধর স্পর্শ করি'
ধন্য হল অধর মম।

১৭৮

আনো প্রিয়ে, সুরা আনো,
তব চোখ আবেশে আজ
তোমার ও যৌবনটি
স্বর্ণ দোলা দোলিয়াছে আজি!
ও দুটি কপোল হেম
আরক্তিম আলো ভরা রই,
তব কেন সম মম
হৃদি-তাপ জাগিল বড়ই!

১৭৯

দেহের লালসা সখা পাপ ব'লে ঘৃণা করে যারা,
এ কথা কি ভুলে যায় তারা
সে লালসা সৃজিয়াছে নিজে ভগবান
জগতের রাখিতে কল্যাণ!
লালসার বহ্নি-শিখা সর্বাঙ্গে করিতে অনুভব
তিনিই ত' দিয়াছেন মানবের ইন্দ্রিয় বিভব।
মানো যদি ভালমন্দ সবই সেই ইচ্ছা বিধাতার—
অপরাধী ব'লে তবে দোষ কেন ধরিছ আমায়?

১৮০

প্রেম যে বিরাট এক নিদ্রাহারা ক্ষুধিত অনল।
প্রেমিকের দৃষ্টি রহে নির্নিমেষে চাহি অচঞ্চল
গাঢ়-স্নেহে নিরবধি প্রণয়িনী পানে,
জগতের কিছু আর এ জীবনে সে তো নাহি জানে।
প্রেমিকা বিমুখ হ'লে
প্রেম যাবে দূরে চলে,
সে কখনও নাহি সহে প্রিয়-অবহেলা।
ধৈর্য চাই অপ্রমেয় প্রেমিকের প্রাণে,
প্রেম নহে দু'-দিনের শুধু ছেলেখেলা।





১৮১

ওরে আজ, যামিনী কি উন্মাদিনীপারা
দিশাহারা
জ্যোছনা-সায়রে
লীলা-ভরে
করিছে গাহন ?
আঁধারের কালো তীরে খুলি' তার
তিমির-বসন
সন্তরিছে অসহ পুলকে !
দ্যুলোকে ভূলোকে
তুলি দিব্য [illegible]পের ঝংকার
নগ্ন-শুভ্র তনুখানি তার
বিদ্যুৎ-বিভায় যেন দিকে দিকে উঠিছে বিকশি' !
পূর্ণিমার অকলংক শশী
বুঝি তার গুনাস্তবে হইয়া মগন
অলোক-আলোকে আজি মহানন্দে ভরিল ভুবন ।
কিন্তু প্রিয়ে, রজনীর উরসের চেয়ে
মুগ্ধ মোর নয়নের লুব্ধ দৃষ্টি ছেয়ে
তোমার উদ্দাম ওই পীন-পয়োধর—
মনে হয় অনেক সুন্দর !

১৮২

পূর্ণিমার চন্দ্রসম
কুচ কান্তি [illegible]
পীন [illegible] তোমার,
[illegible] যেন কেতকার !
তোমারে হেরিয়ে আজি হিংসা [illegible] পূর্ণ [illegible] ।
যে তোমারে ভালোবেসে দিবা-নিশি বলে গো আপন,
বসায়েছ তুমি যারে হৃদি-সিংহাসনে আপনার,
প্রতি চারু অঙ্গে তব তারই শুধু ভাগ্যবশে একা অধিকার !

১৮৩

জানি গো জানি সে কি আকুল-প্রেম-তৃষা,
কুপিত পশু সম গরজে দিবা-নিশা ;
যা কিছু ফেলি দূরে
ফিরিছে ঘুরে-ঘুরে
ল'য়ে সে প্রাণ-হরা প্রবল প্রেম ক্ষুধা—
তুষিতে পারে তারে শুধু এ সুরা-সুধা !
সাকী লো সাজা ফুলে
নিবিড় এলো চুলে,
চুণীর পানাধার দে' লো দে' হাতে তুলে,
গানের সুরে ভেসে, নাচের তালে দুলে,
স্মৃতির ব্যথা যত যেন সে যায় ভুলে !

১৮৪

অকপটে যে বাসে লো ভালো
সে কভু না দেখে তার প্রণয়িনী রূপসী কি কালো !
হোক্ সে দরিদ্র দীনা
সব আভরণ হীনা,
গৃহ তার হোক্ দূর দেশ ;
প্রেম তাহে হয় না লো ইতর বিশেষ ?
থাক্ না পালংকে শুয়ে, অথবা সে পথ-ধূলি 'পরে—
যায় যদি যাক্ চ'লে স্বর্গলোকে দেবতার বরে,
কিংবা যদি কর্মদোষে নরকেই হয় তার বাস,
যথার্থ প্রণয়ী কভু নাহি ছাড়ে প্রিয়া-বাহুপাশ !

১৮৫

মিনতি চরণে প্রিয়ে
দ্বার হতে দিও না তাড়ায়ে,
বারেক দেখার আশে
সারা নিশি রয়েছি দাঁড়ায়ে!
তোমার ভ্রূকুটি আমি
মানিব না,—যত ব্যথা পাই,
হলেও দুর্লভ—তবু
তোমারেই আমি পেতে চাই!
আমার এ মাথা যত
নত ক'রে দেবে ধূলি 'পরে
ততই ছুটিব আমি
পিছে তব আকুল অন্তরে।

১৮৬

প্রণয়ে অধীর নহে ওষ্ঠ দু'টি যার,
সে প্রেমহীনার
নীরস অধর-পুটে চুম্বনের চেয়ে—
তোমার চরণ-পদ্ম ছেয়ে
অনুরাগ-বিচ্ছুরিত অজস্র চুম্বন
দিই যদি ক'রে নিবেদন—
ওগো মোর জীবনের আলো,
সেই হবে ভালো।
প্রতিদিন দ্বিধা-হীন যদি এই দু'বাহু প্রসারি'
তোমার ও তনুখানি বক্ষে মোর ধরিবারে পারি,
সুধা-স্নিগ্ধ সে পরশ শান্ত সুমধুর
হৃদয়ের সর্ব-জ্বালা ক'রে দেবে দূর!
প্রতি রাত্রে তাই মোর শ্রান্ত এ'-নয়ন
তোমারেই করিয়া স্মরণ
স্বপ্ন-লোকে সারা-নিশি বেড়ায় সঞ্চরি'
তব পদ-চিহ্ন অনুসরি'



১৮৭

কতই খুঁজেছি তবু
প্রেমিকের পাইনি সন্ধান,
প্রেমিক ব্যতীত কেবা
ভালোবেসে দিতে পারে প্রাণ?
ভালো যে বেসেছে তার
রহে যদি তাড়না ক্ষুধার—
প্রেমিক সে নয় কভু।
মরেনি গো পশুবৃত্তি তার!

১৮৮

হৃদি-তীর্থের হতাশ-যাত্রী,
আকাংখা-পথ দীর্ঘ অতি,
সংগীত সুরে শ্রম যদি তব,
দূর করি কিছু, তাহে কী ক্ষতি?
এস হে বন্ধু, এই পান্‌শালে
শ্রান্ত ও দু'টি চরণ রাখো,
প্রণয় তোমার হোক না প্রবল,
সুরাও সবল—হারিবে নাকো।





১৮৯

প্রেম-বীজ প্রাণে যদি
অংকুরিত হ'যে থাকে, তবে
জীবনের দিন তব
মুহূর্তও ব্যর্থ নাহি হবে—
বিধাতার তুষ্টি আশে
রহিলেও বঞ্চিত-জীবন,
অথবা ভোগের মাঝে
লিপ্ত যদি রহে সদা মন !

১৯০

বুকের ধনে জড়িয়ে বুকে
তাব না তোলো নিবিড় সুখে
চুম্বনে তার অধর পুটে
অমৃত-ধার উঠ্‌বে ফুটে ;
কায়ের বাঁধন মুক্তি-ডোর
ছিন্ন করতে করগো জোর—
ভালবাসার মিলন-সুরে
জাগিয়ে দেবে চিত্ত-পুরে
আশা-সুধা—নূতন প্রাণ—
অমূল্য সে বিধির দান !

১৯১

থাকুক প্রিয়ে তোমার নিত্যি
ভবিষ্যতের সুখের দিন,
আমার অসীম দুখের মতো
হোক সে চির-বিরাম-হীন !
তোমার প্রেমের আসব বিনা
ধরণী যাব—শুষ্ক—দীনা,
তার কাছে কি উচিত এমন
নিঠুর হ'যে বিদায় চাওয়া ?
জানই তো সই জীবন আমার
তোমার প্রেমের দানেই পাওয়া !

১৯২

তারপরে, একদা যেদিন
ফেলি তব চরণ-রঙীন
লীলা-ভরে আসিবে চপল,
যেথা নব অভ্যাগত দল
তোমার প্রসাদ প্রতীক্ষায়
ব'সে আছে তৃণাসনে তারকার প্রায়,
তারই মাঝে হেসে যবে
আনন্দ বিতরি যাবে তুমি—
এস, যেথা ছিল মোর
হৃদয়ের সুখ-তীর্থ-ভূমি ।
করুণায় ভরি' তব প্রাণ,
ঢেলে দিও সেথা প্রিয়
নিঃশেষিত শূন্য পাত্রখান !



—চতুর্থ—

—সৌন্দর্য—

(১৯৩—২২০)



চতুর্থ—সৌন্দর্য। প্রকৃতির শোভা, নব বসন্তের রূপ, সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্প, সুছন্দ কবিতা, সুমধুর সংগীত, বিহঙ্গের কলকাকলী, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, নিকুঞ্জের [illegible] তরুণী রূপসীর লাবণ্য, শ্যামতৃণাচ্ছাদিত [illegible] প্রভাতের প্রশান্ত আকাশ—ইত্যাদি।



১৯৩

বসন্ত এসেছে আজি কণ্ঠ ল'য়ে তার
কোকিলের আকুল ঝংকার,
দিকে-দিকে ওই শোনো বাণী,
বেজে ওঠে আজি কত আকাংখার অকথিত বাণী!
প্রবীণা ধরণী পুন ভুলি ওই কপটের দু'দিনের ছলে,
সুবেশে নবীনা সেজে ছুটিয়া এসেছে কুতূহলে!

১৯৪

দেখছ' নাকি দিনের বাতি
ছড়িয়ে দিয়ে রঙের পাতি
ফুটিয়ে তোলে
কালের কোলে
লক্ষ ফুলের কলি,
একটি দিনের কোটার সুখে
মাটির বুকে মৃত্যুমুখে
নিত্য আবার আনন্দেতেই পড়ছে তারা ঢলি।
জামসেদেরা এই মধুঋতুর এমনি প্রথম রাতে
বুলবুলেরি কাঁপিয়ে ধীরে গোলাপ যেদিন জাগে,
জাগিয়ে সে যায়
নূতন নেশায়
ঝাপসা সাথীগণ—
জামশেদী, কায়কোবাদী, সব অতীতের জের!

১৯৫

আজকে সখি, সকল ব্যথা ভুলে,
সাজিয়ে তোলে ধরণী তার শ্যামল কুঞ্জগুলি!
ওই দেখ না ফুল ফুটেছে কত
বৃদ্ধ মুসার শুভ্র করের মতো
তরুর শাখে শাখে;
সঞ্জীবিত করছে ধরার অসাড় দেহটাকে
ঈশার উষ্ণ-শ্বাস,
জাগিয়ে তোলে নব-জীবন—তরুণ ফুলের রাশ!

১৯৬

বন্ধ বটে আজ দায়ুদের কণ্ঠভরা ছন্দ-গান
কিন্তু শোনো পল্লবীতে ঝংকারে ওই পাখীর তান—
"দাও গো সুরা, দাও গো সুরা,
আর্ত অধর আজ বিধুরা
পান-পিপাসু প্রাণ!'
বুলবুলও তাই বুলবুলে আজ, গোলাপ ফুলে কয়—
"নাই গো সখী ভয়,
দ্রাক্ষালতার লাক্ষা-রসে পাণ্ডু কপোলখানি
চুনীর মতো নবীন আভায় রাঙিয়ে দেবো রাণী!"





১৯৭

এই ত' আবার সময় হ'ল প্রিয়ে !
এস তোমার অধর-আধার সুরায় ভ'রে নিয়ে,
ধরণী ওই সাজ্‌ল দেখ শ্যামল বসনে
ওড়্‌নাটি তার উড়্‌ছে যেন লুটিয়ে কাননে ;
মরুর বুকে ফুটছে সুখে সোণার বরণ ঘাস
কোন্ মায়াতে হাওয়ায় মাতে লক্ষ ফুলের বাস ,
মেঘের কোলে উঠ্‌ল দু'লে বাদল-কণা যত
আকাশ-পথে অশ্রু-সজল আগর চোখের মত ।

১৯৮

[illegible] নাইক' [illegible],
লোপ পেয়েছে তার গোলাপের [illegible] ফুলের সাজ !
জামশেদেরও সুরার আধার [illegible]-ঝারা
কেউ জানে না কোথায় [illegible] হারা !
ফুটছে তবু এখনও [illegible] চুনীর জ্বল,
ফুটছে আজও ফুলের বাগিচা, স্নিগ্ধ শীতল নদীর কূল !

১৯৯

দেখ না ওই গোলাপবালার মুখের পানে চেয়ে
অধর টিপে হাসছে দেখ গন্ধে বাতাস ছেয়ে
সে কয়—"এই ধরার বুকে
ফুটেছি আজ [illegible] সুখে,
ঝাঁপ দিয়েছি [illegible] গো কণ্টকিত নীড়ে ;
এই আঁচলের [illegible] রেশমী-বাঁধন ছিঁড়ে
যে সম্পদ ছড়িয়ে দিছি মালঞ্চময় হেসে,
ঐশ্বর্যের জোয়ারে তায় বিশ্ব যাবে ভেসে !"

২০০

মাঝে মাঝে মনে হয় মোর
গোলাপের রক্ত আভা নহে লো তেমন বুঝি ঘোর—
যেমন রক্তিম-রাগে জাগে সে গো সমাধি-শিয়রে
যেথা কোনও মহাবীর সমাহিত শোণিত-নির্ঝরে !
কাননের কুসুমিত কোলে
যত ফুল পড়েছে লো ঢ'লে
মনে হয় তারা কোন্ সুন্দরীর কবরী হইতে
খসিয়া পড়েছে যেন রাঙা-পায়ে শরণ লইতে !



২০১

শিশির তিলকে উষার ভূমিকা
 সাজাতো যখন কুসুম-ভাল,
সুনীল-বসনা মুল-কমলের
 রাঙিয়া উঠিত কোমল-গাল।
বুকের নিচোলে পাপড়ি আঁচলে
 সরমে ঢাকিত গোলাপ-কলি,
নিলাজ মলয় চপল-আবেগে
 অংগে যতই পড়িত ঢলি!



২০২

তরুণী কলিকা বধূ কত
 অপূর্ণ প্রেমের মধু-ব্রত
 এ জগতে যারা,
 এতদিন হতেছিল সারা
রৌদ্রজলে ধরাতলে দিবানিশি রহিয়া শয়ান,
বসন্তের কণ্ঠে শুনি যৌবনের আবাহন গান
 ফুল বনে বাতায়ন খুলি
তৃণ উপাধান হ'তে সহসা তুলিয়া মাথাগুলি,
 হাসি-মুখে চাহি ক্ষণকাল,
ঢলিয়া পড়িছে পুন—মরণের আনন্দে মাতাল।

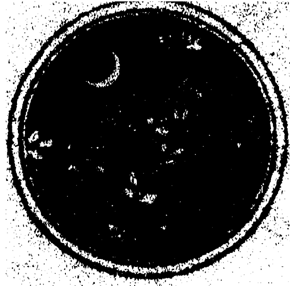


২০৩

প্রণয়িনী তার মরাল গ্রীবাটি
 ফিরাতে চকিতে বেপথু প্রাণে
নয়ন রাঙিয়া কহিতে চাহিত
 গোপন কথাটি দয়িত-কানে,
[illegible] দুরু-দুরু-হিয়া
দুঃসহ এক আগ্রহ নিয়া
 যাহারা দাঁড়ায়ে
 দু'-বাহু বাড়ায়ে
 ব্যগ্রতা ভরি' ব্যাকুল বুকে,
ধরণী তাদের ভুলায় নিয়ত
 কত-না আশার স্বপন-সুখে;
প্রেমিকারা চায় প্রণয় লীলায়
 শুধু ইংগিতে আঁখি ইসারায়
 জানাইতে ভালোবাসা—।
অভাগারা কেহ বোঝে না সে হায়,
 না জানে পড়িতে নীরব ভাষা!

২০৪

বিষাদে মলিন মুখ
 আকাশের অশ্রু পড়ে ঝরি;
তৃষিত কুসুম ওঠে
 বিকশিয়া তাহা পান করি।
সে ফুলের শোভা হেরি
 তৃপ্তি লভে নিখিল নয়ন,
 মধু-গন্ধে মুগ্ধ হয় মন;
না জানি সে কার প্রীতি করিতে সাধন
আমার এ দেহ লভি'
 মৃত্তিকার স্নেহ-আলিংগন,
প্রাণহীন সে ভূমির ধূলি-কণা পরে
 কুসুম ফুটাবে থরে থরে!



২০৫

ওই আকাশের গ্রহ তারার
ভিড়ের মধ্যে যে-দিন যাবো,
এমন স্নিগ্ধ শস্য-শ্যামল
জগৎ কি আর সেথায় পাবো?
হায় ধরণী হৃদয়-রাণী
তোমায় ফেলে যেতেই হবে—
মনটা আমার কাঁদ্‌ছে গো আজ
সেই বিরহের অনুভবে!

২০৬

হে মোর রহস্যময়ী মৃত্তিকা-জননী,
তব ধনে হ'য়ে আজি ধনী
তুচ্ছ করে তোমারে যাহারা—
ক্ষুদ্র-চেতা এ হেন কাহারা?
আত্মার কাহিনী যারা উপকথা বলি' নাহি জানে,
তারাই ঘুরিয়া মরে মিছে সেই আত্মার সন্ধানে!
তাইত জীবন তারা ব্যর্থ ভাবে ল'য়ে শূন্য-হিয়া;
আমি তো অবাক্ মম মৃত্তিকার মহিমা হেরিয়া!

২০৭

এই মাটি—স্বপ্নে-ঘেরা এই যে মৃত্তিকা,
অপরূপ রসায়ন-টীকা!
যাদুকর এই ধূলি—যা'র ইন্দ্রজাল
সৃষ্টি করে ক্ষুদ্র কীট, মাতঙ্গ-বিশাল;
নর-নারী ছোট-বড়—দীন হ'তে মহান নৃপতি—
সকলই এ মৃত্তিকার ক্ষুদ্র কণা অতি!
এই মাটি অতুলন
গন্ধে ভরি' কুঞ্জ-বন
ফুটাইয়া তোলে ফুলদল,
এই মাটি গ'ড়ে তোলে
রূপে-রসে স্নেহে গ'লে
রমণীর দেহ সুকোমল,
এই মাটি—এরই কোলে ভিক্ষু হ'তে রাজ-রাজেশ্বর
জীবনান্তে সবাকারই চিরদিন সমান আদর।

২০৮

এই মাটি—যার বুকে ঘন ঘন এ হেন স্পন্দন,
হেন সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রাণে যার জাগে অনুখণ,
যে-মাটির প্রতি কণা মাঝে
অন্তরের দেবতা বিরাজে,
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা বিরচিত উপাদানে যার
মূর্খ জনে করে শুধু অনাদর কেন মৃত্তিকার।





২০৯

এই যে পথের ধূলি—যারে অবহেলে
সবাই চলেছো আজি পদতলে ঠেলে,
একদা সে সকলেরই কানে আনে তান,
গেয়ে ওঠে অভিনব যৌবনের গান—
'অনির্দ্দিষ্ট—অল্পকাল—হ'লেও সময়,
তবু, বাঁচা—এ জীবনে কী আনন্দময়'
সেদিন কুন্তলে ছিল গোলাপের তাজ,
সুরায় রঙীন ছিল অন্তরের সাজ।
আজ সে মর্যাদা তার গিয়াছে চলিয়া,
তাই বুঝি পদ-তলে যেতেছ' দলিয়া ?

২০৮

ভুলো না তাদের বন্ধু, জীবনের আনন্দ-সঙ্গমে—
করে গেছে যারা কাল হাসি-খেলা তোমাদের সনে ;
বিস্মৃত স্মৃতির টানে অতীতের মনে-পড়া সুখ,
মুক্তিকার কারাগারে কাঁদে তারা ব্যাকুল বুক,
অনাহুত তাহাদের সুরা-খাওয়া-সভার শিয়রে,
ঝরে-পড়া গোলাপের অঞ্জলি আদরে
ভালোবেসে রাখে তাদের যতনে দিও, ঢেলে দিও,
তোমাদের পাত্র হতে কিছু তাহাদের সরাবিও।

২১১

তারপরে কি আদর ক'রে
আনবে তারে যত্নে ধ'রে—
গোলাপ যেথা কবরে মোর লুটিয়ে পড়ে ঝ'রে ?
সেই সমাধির বুকে, তাতল
তাদের আঁখির দু' ফোঁটা জল
ঢাল্‌বে কি গো বাতাস-বাহুল প্রণয়-উতল প্রাণে ?
সুখের সে এক মোহন-ছবি
অবাক্ হ'য়ে প্রেমের কবি
আঁক্‌বে সেদিন কল্প-লোকের রঙীন তুলির টানে ?

২১২

গত-রাত্রে সুরা-মত্ত মনের-খেয়ালে
আছাড়িয়া ভেঙেছিনু পান-পাত্র পাষাণ-দে'য়ালে—
সে কথা করি না অস্বীকার ;
যন্ত্রণায় করিয়া চীৎকার
চূর্ণ-পাত্র অভিশাপ দিয়াছিল মোরে ক্রোধভরে
'তুমিও আমারই মতো নিষ্পেষিত হবে ধরা 'পরে।'





২৭৩

সুন্দরের মরণ যেথায়,
সুন্দরও সেথায়
জন্ম-লাভ করে বার-বার ;
সমাধিই সুন্দরের সূতিকা-আগার।
যাহা কিছু এ জগতে দেখিছ' নূতন,
সবই সেই চির-পুরাতন।
পুরাতনও—শাশ্বত-নবীন।
ক্ষুদ্র সে ক্রমশ হয় বড়ো, বড়ো ক্রমে—কালে হয় ক্ষীণ।
আমার জীবনে আজ বাজিছে যে নব সুর তাল,
হয় তো তোমারও সখী সেই সুর শুরু হবে কাল।

২৭৪

বৃথা তার নারী-জন্ম
নাহি যার এ কথাটা জানা,
বুকের কমলে কাঁপে
নারীর গৌরব-নিশানা।
আকুল কুন্তল-ভার
বয় যার নাহি প্রয়োজনে,
নারী হ'য়ে নারীত্বের
প্রভাব সে বোঝে না জীবনে।

২৭৫

হ'তেম যদি স্ত্রীলোক, তবে
রাত্রি-দিবা ক্ষুন্নপ্রাণ—
যেতেম গেয়ে রূপের মম
নিত্যনব স্তোত্র-গান।
সসম্ভ্রমে লুটিয়ে ভূমে
নুইয়ে জানু সামনে তার,
দিতেম পূজা—নারী হওয়ার
গৌরবেরে বারংবার।

২৭৬

আবার নূতন করি এ জগৎ সৃষ্ট যদি হয়,
তা'হলে নিশ্চয়
বিধাতার ধরি দু'টি হাত
নিয়তির গ্রন্থে আমি লিখাবো নূতন কোনো পাত
রবে যাহে আমাদেরও নাম একধারে,
অথবা ফেলিব তাহা মুছি একেবারে।





১৬ ২১৭

"আকাশের পান-পাত্রে
ঢল-ঢল প্রভাত মদিরা—
গোলাপ-পল্লব সম,
মেঘমালা অনুপম
তারই মাঝে স াঁতারে অধীরা !"



২১৭

আকাশের পান-পাত্রে
ঢল-ঢল প্রভাত-মদিরা—
গোলাপ-পল্লব সম,
মেঘমালা অনুপম
তারই মাঝে সাঁতারে অধীরা।
তৃষার্ত ধরণী যেন
তরল উষারে করে পান,
তারকা-খচিত ওই
ভরি' তার নীল পাত্রখান।

২১৮

করছি বটে নিত্য প্রাতে
প্রতিশ্রুতি দান—
আজ থেকে আর এক চুমুকও
করবো নাকো পান,
অনুতাপেই রাত কাটাবো
তপ্ত আঁখি-জলে,
যাবোই না আর পান্থশালায়
সুরাপায়ীর দলে।
কিন্তু যেদিন দীপ্ত-নবীন
নাচ্‌ত' ফাগুন এসে,
কুঞ্জ-বনে ফুল্ল মনে
উঠ্‌ত গোলাপ হেসে,
টুট্‌তো আমার প্রতিশ্রুতি
নিত্য বারংবার!
ব'লতো তারা—পান করে নাও,
বাঁচ্‌বে ক'দিন আর!

২১৯

কৃতঘ্ন এ সুরা আমার
করুক যতই সর্বনাশ,
নিক্‌গে কেড়ে যা'কিছু মোর
মানের বোঝা, খ্যাতির রাশ;
অবাক্ তবু ভেবেই আমি
এই কথাটা সারাক্ষণ—
অমূল্য এই পণ্য বেচে
আঙুর-চাষী কী পায় ধন?

২২০

সুরা ও সংগীতে যদি
জীবনের দিন কেটে যায়,
নদীকূলে—তরুমূলে—
এ পরাণ তৃপ্তি যদি পায়,
চাহি না অধিক সুখ
সম্পদের বিলাস আরাম;
নাহি চাহি পুণ্য-ফল—
হোক্ তার যত বেশী দাম!
স্বর্গ যদি থাকে তবে
আছে জেনো সে এই জগতে
নরক—ভীরুর স্বপ্ন—!
বৃথা ভয়ে ছুটো না বিপথে!



—পঞ্চম—

—ধর্ম্ম—

(২২১—৩১০)



পঞ্চম—ধর্ম। অধ্যাত্ম-দর্শন, ভাগবত-তত্ত্ব, সৃষ্টি-রহস্য, পাপপুণ্যের আলোচনা, স্বর্গ ও নরক বিচার, সুরা ও সাকীর বন্দনা, জন্ম ও মৃত্যু, ঈশ্বরবাদ—ইত্যাদি।



২২১

কেউ ভাবে—এই ইহকালে—
রাজ্য-সুখই ভোগের চরম।
কারুর মতে—ভবিষ্যতে
স্বর্গ পাওয়াই লাভটা পরম।
তুচ্ছ ক'রে ওসব তত্ত্ব
নগ্‌দা হিসাব মিটিয়ে নাও,
নেপথ্যের ওই ঢাকের বোলে
কর্ণে তোমার আঙুল দাও।

২২২

কেন এলুম এই জগতে ?
কেমন ক'রে ?—কোথা হ'তে ?—
কেউ জানে না খবর কিছু তার,
জীবন যেন জলের স্রোতে ভাসছে অনিবার !
কে জানে সে বইছে কোথায়—কোন্ প্রবাহের নীরে,
হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে পুনঃ কোন্ মরুতে ফিরে !

২২৩

ভেবে দেখ'—এ প্রাচীন পান্থশালা—যার
দিন আর রাত্রি শুধু দু'টি মাত্র দ্বার,
আসে যায় সেই দুই দুয়ারের মাঝে
প্রভাতে ও সাঁঝে
আকাশের আঁধার—আলোক,
অসংখ্য নৃপতি ল'য়ে অগণিত দাস-দাসী-লোক
রাজ্যেব ঐশ্বর্য-গর্ব—সমারোহ তার
যাপিয়া দু'একদণ্ড এখানে, আবার
বেলা শেষে দূরে চ'লে যায় !
জানো কি কোথায় ?

২২৪

চির-রুদ্ধ নিয়তির দ্বার।
সহস্র সন্ধানে তবু মেলে না লো উন্মোচনী তার ;
দৃষ্টিরে আড়াল করি গুণ্ঠন রহে সে মুখে টানা,
তারে যেন নেহারিতে মানা !
কেবল ক্ষণেক তরে মনে হয় কানে ভেসে আসে
তোমাব আমান কথা কারা যেন কহিছে আভাসে !
তানপব, চিরদিন নিস্তব্ধ আবার ,
আমাদেন কথা কেহ কহেনাক' আর !





২২৫

আশার মোহিনী ইসারায়
মানুষের মন সদা অনিশ্চিতে ধরিবারে ধায়।
সময়ে সবার স্বপ্ন ধুলা-ভস্মে হয় অবসান,
পূর্ণকাম তারা শুধু যারা হেথা বহু ভাগ্যবান।
মরুর মলিন ম্লান-মুখে,
তুষার যেমতি হাসে সুখে
ক্ষণেক উজলরূপে ছলি
রূপাতীতে মিশে যায় গলি,
তেমনি এ ক্ষণিকের খেলা
নিমেষে ফুরায়ে যায় ভাঙিলে এ জীবনের মেলা।

২২৬

ধরণীর কেন্দ্র হতে ছুটি
সুদূরে গগন-পথে সপ্তর্ষির সিংহ-দ্বারে উঠি
বসেছিনু জ্যোতিষ্কের সমুজ্জ্বল রত্ন-সিংহাসনে ;
দূর হ'ল ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণে
জীবনের অনেক সংশয় ;
কেবল, গেল না বোঝা, যে রহস্য বুঝিবার নয়,
দুর্জ্ঞেয় দুর্ভেদ্য চিরকাল—
মানুষের মৃত্যু আর ললাটের ভাগ্য-লিপি জাল।

২২৭

শোনো বলি সে কথাটি তবে—
দুর্জ্ঞেয় গ্রহের ফেরে প্রথম আসিয়াছিনু যবে
সৃষ্টির আদিম উৎস হ'তে,
জ্যোতির্ময় জ্যোতিষ্কের রথে,
ধূলি-পথে এই ধরণীর,
সেইদিনই হ'য়ে গেছে স্থির
আমার আত্মার পূর্বাপর—
দুর্নিবার ভাগ্য'পরে করিছে নির্ভর।

২২৮

মেদিনীর মৃত্তিকার
যে আদিম প্রারম্ভের স্তূপ
গড়িয়াছে মানবের
অন্তিমের পরিণত রূপ,
তারই বুকে লুকাইয়া আছে আমি জানি
সর্বশেষ-ফসলেরও বীজগুলি রাণী!
সৃষ্টির প্রথম উষা
শেষ কথা লিখে গেছে জগতের ভালে
প্রলয় প্রভাত আসি'
পড়িবে যা অসংশয়ে সংহারের কালে!





২২৯

জানো না কি পুরাকাল হ'তে
এ কাহিনী বিদিত জগতে—
কেমনে গঠিত হয় মানবের বংশ-পরম্পরা ?
সৃজনের সে রহস্য বহুদিন পড়িয়াছে ধরা।
সিক্ত এই ধরণীর ল'য়ে শুধু মৃত্তিকার স্তূপ,
গড়িতেছে সৃষ্টিধর নিখিলের অপরূপ রূপ !

২৩০

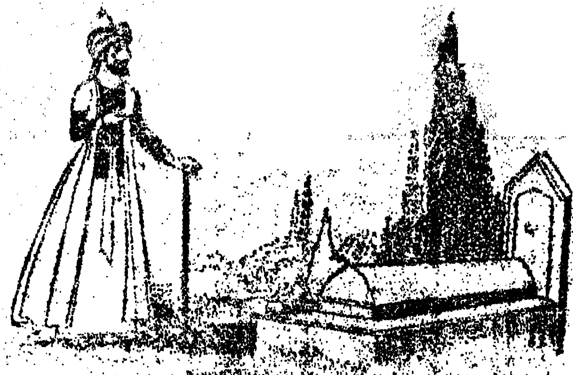
মুহূর্তের শুধু অভিনয়,
চলেছে গো এই বিশ্বময়,
সাংগ হ'লে রংগ-লীলা যবনিকা-পারে,
গাঢ়তম তিমির-অন্ধকারে,
নট-নটী করিছে প্রবেশ।
জীবনের অবসানে নাটকেরও হ'য়ে যায় শেষ !
তিনিই একাকী তার আনন্দের অবসান হ'লে
নিজেই রচেন নাট্য, নিজে অভিনেতা,
দেখেনও নিজেই কুতূহলে।

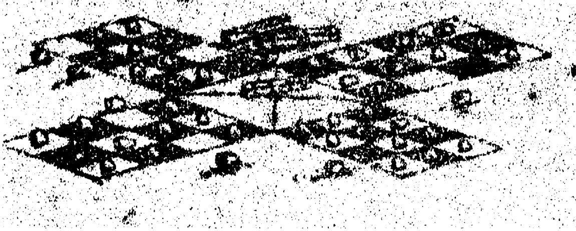
২৩১

তোমার অস্তিত্বকাল—অতি অল্প ক্ষণ,
প্রকৃতি করেছে নিরূপণ।
তুমি তারে করিবে কি ধ্যান,
সৃষ্টির রহস্য-ভেদে নির্বোধের ন্যায় !
নাও বন্ধু, নাও সুরা, শেষ করো সকল সন্ধান,
সত্য-মিথ্যা মাঝে জেনো সূত্রমাত্র শুধু ব্যবধান !
কিসের উপরে তব এ জীবন করিছে নির্ভর—
পারো কি গো দিতে সে উত্তর ?

২৩২

জগৎ উত্তর যার দিতে নাহি পারে,
সাগরও বলিতে যাহা নারে,
সুনীল ফেনিলোচ্ছ্বাসে ফোঁসে দিবাযামী—
'দেখা দাও স্বামী !'
শব্দহীন নিস্তব্ধ আকাশ
অনন্ত নক্ষত্রালোকে পারে নাই করিতে প্রকাশ,
যে বারতা নিজে এত কাল,
সেই অজানার রূপ—অন্তহীন-অব্যক্ত-বিশাল—
রেখেছে সে যুগে যুগে সংগোপনে নাকি,
রাত্রি আর দিবসের আবরণে ঢাকি' !





২৩৫

পাঠাইয়াছিনু একদিন
আমার আত্মারে সেই পরিচয়হীন
সুদূর অদৃশ্য-লোক মাঝে—
জানিবারে জীবনের ওপারের দু'-একটি কথা!
দীর্ঘ দিন পরে মোর আত্মা এসে ফিরে
ডেকে বলে ধীরে—
চেয়ে দেখ স্বামী,
স্বর্গ ও নরক তব একাধারে আমি!

২৩৩

রাত্রি আর দিনে আঁকা দু'রঙের সাদা-কালো ছকে
সৃষ্টির-আনন্দ-ভরা অফুরাণ প্রাণের পুলকে
নিয়তির চলে পাশা খেলা—
ঘুঁটির বদলে নিয়ে অগণিত মানুষের মেলা!
এ-ঘরে ও-ঘরে ক'রে ঘোরে ঘুঁটি, ছকে আঁকা ফাঁদে,
কখনও বা চিকে এসে হেসে জোড় বাঁধে,
কেউ মরে, মারে কেউ দানে-দানে আড়ি,
খেলা-শেষে একে-একে ফিরে আসে বাড়ী!

২৩৬

হে মানব, স্বর্গ হ'তে এ রহস্য হয়েছে প্রকাশ—
সারা সৃষ্টি তোমাতেই একাধারে পেয়েছে বিকাশ!
দেবতা, অসুর তুমি, তুমি পশু, তুমিই মানব,
তুমি সাধু, স্বর্গ-দূত, পাপী তুমি, তুমিই দানব,
তোমারি তুলনা তুমি, তোমাতেই সবার সম্ভব,
তোমারি মাঝারে হেরি অপরূপ তোমার উদ্ভব!

২৩৪

ঘুঁটি তো কেউ কয় না কথা,
নির্বিচারে নিরুপায়ে
খেলুড়েরই ইচ্ছামতো
ঘুরতে থাকে ডাইনে-বাঁয়ে।
তোমায় নিয়ে খেলায় ছকে
চাল চেলেছেন আজকে যিনি,
তোমার কথা সব জানা তাঁর,
সবার কথাই জানেন তিনি।





২৩৭

চাহিল জানিবারে প্রতিমা একদিন
ভকত জনে তাঁর ডেকে,
পূজিছ কেন বলো পাষাণ রূপ-মম
কী গুণ আছে এর দেখে ?
পূজারী কহে তাঁরে—নিখিল-পতি যিনি,
সৃজন-কাজ যাঁর হাতে,
প্রকাশ হন তিনি আপন গৌরবে,
তোমার ও ছুটি আঁখিপাতে !
অরূপ দেবতার অতুল রূপরাশি,
তাহারি কণা পরিমাণ,
তোমারি মাঝে দেবী অসীম কৃপাবশে
শিল্পী করে গেছে দান !

২৩৮

বিন্দু আজি সিন্ধু হ'তে
ছিন্ন হ'য়ে কাঁদ্‌ছে দুখে,
সাগর হেসে বল্‌ছে আমি
আছিরে ঠিক তোদের বুকে !
সত্য একা—বিশ্বব্যাপী,
সত্য ছাড়া নাইরে কিছু,
সেই একেরে কেন্দ্র করেই
বহুর প্রকাশ হচ্ছে সিন্ধু !

২৩৯

তৃষার্ত পথিক যদি
বারেক দেখিতে পায় দূরে
মরু-সরসীর ছায়া,
পরাণ উঠিবে তার পূরে ;
হোক্ না যতই ম্লান
অস্পষ্ট আভাসটুকু তার,
সে তবু ছুটিবে সেথা
পাসরিয়া পথ-ক্লান্তিভার,
উঠিবে অবশ দেহ
নববলে উল্লাসে উচ্ছাসি'
দলিত পথের তৃণ
আবার যেমতি ওঠে হাসি।

২৪০

তোমার গলার মালায় যে-সব মুক্তা অগণন,
জানো কি তার কোন্‌টি ছিল কোন্ সাগরের ধন ?
ওই যে মণি-মাণিক তোমার জ্বলছে অলঙ্কারে,
জন্মেছিল কোন্ খনিতে চিন্‌তে পারো তারে ?
লুটতে পারে বসুন্ধরার বক্ষ চিরে যারা,
গুপ্ত-মণি-মাণিক শুধু খানিক লভে' তারা !





২৪১

ভয় পেও না, যদিই দেখ'
হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে পড়ে,
এই জীবনের লাভের খাতে,
ভাগ্যে তোমার শূন্য পড়ে!
ভেব' না তাই তবেই হবে
লুপ্ত হেথা তোমার ধারা,
লোকসানীতে এ কারবার
কোনোদিনই যায় না মারা!

২৪২

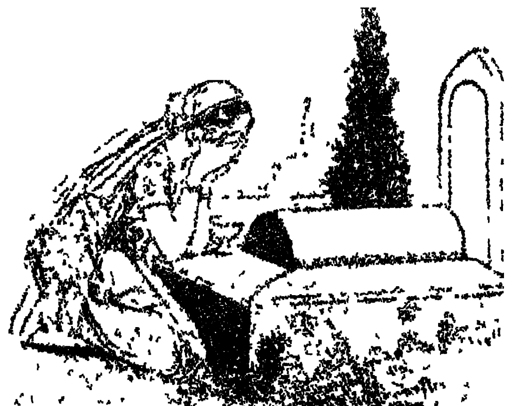
লক্ষ ব্যথায় কণ্টকিত-
বক্ষে বওয়া শোকের বাজ,
দুঃখভরা এই জগতে
দুখী লোকের সেই ত' কাজ!
তারাই সুখী যাদের কভু
আসতে না-হয় ধরার কোলে,
কিংবা যারা এসেই আবার
কাজ সেরে' যায় শীঘ্র চ'লে!

২৪৩

সত্য বটে পথের মাঝে
এটা একটা বন্ধাবাস—
যেথায় এসে ক্ষণেক ব'সে
করছে সবে প্রাণ্তিনাশ।
মৃত্যুলোকে ডাক পড়েছে
এমন রাজা বাদশা যারা
দণ্ড-দুয়েক কাটিয়ে শুধু
বিদায় নিয়ে গেলেই যারা,
অমনি এসে মহাকালের
নিত্যসাথী 'ফরাশ' তাকে
আসবে ব'লে নবীন অতিথ্
নূতন ক'রে সাজিয়ে রাখে!

২৪৪

সঞ্চয় করেছে যারা স্বর্ণ-শস্য সংসারে কেবল,
অথবা যাহারা লয়ে জীবনের যত্ন-লব্ধ ফল,
অনুর্বর বালুকা বেলায়
বৃষ্টি হ'য়ে গেলো শুধু বাতাসে হেলায়,
তাদের কাঙ্কর কাছে ধরা নাহি ধরা দেয় আসি!
প্রবেশি' সমাধি-ভূমে কবরের ক্রূর অধিবাসী
সকাতর শত সাধনায়
আর না ফিরিতে কভু চায়।





২৪৫

দগ্ধ হও যে অনলে
সে আগুনে করিও না ভয়!
অনুতাপে তব পাপ
না যদি নির্মল কভু হয়,
প্রলয়ের ঝঞ্ঝা যবে
উড়াইবে জীবনের ধূলি
ধরণী লজ্জিতা হবে
তোমারে যে নিতে কোলে তুলি!

২৪৬

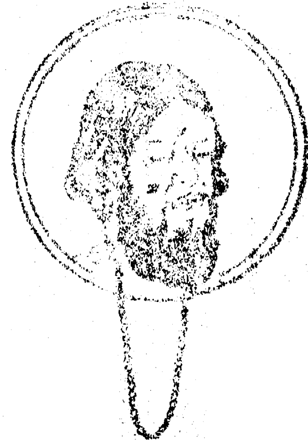
সত্য ও অসত্যে শুধু ভেদ এক চুল,
একটি অক্ষরে লেখা কিবা সেই রহস্যের মূল!
পাও যদি সন্ধান তাহার,
পাবে খুঁজে নিখিলের ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার
অজানিত কোথা প'ড়ে আছে;
হয়তো যেতেও পারো একেবারে বিধাতার কাছে!

২৪৭

স্বর্গ স্বর্গ সবাই কয়ো—
স্বর্গ সে এই ধরার মাঝে,
নরক বলো তোমরা যাকে
তাও দেখেছি এই সমাজে;
জানতে কি চাও ভবিষ্যতেও
কি হবে কার কোন্ জনমে?
এখানকার এই জীবন ছাড়া
নেই কিছু আর প্রিয়তমে!

২৪৮

দেখা যদি পেতে চাও তাঁর
ছাড়ো এই অনিত্য সংসার,
ছিন্ন করো জীবনের যত কিছু কঠিন-বন্ধন!
সংসারের শতপাকে বদ্ধ জীবগণ
পাবে না দেখিতে কভু তাঁকে।
বৈরাগ্যের কঠোর কুঠারে
স্বজনের মায়া-মোহ-পাশ
না যদি করিতে পারো নাশ
বিধাতার পাবে কি দর্শন?
তিনি যে গো সাধনার ধন!

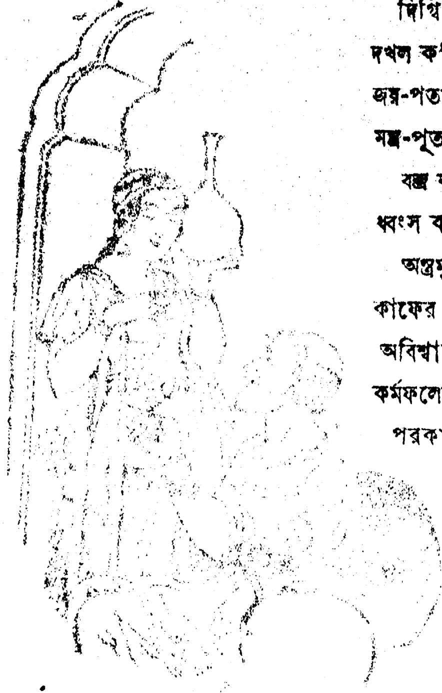


২৪৯

এই তো সেদিন পান্থশালার দ্বারে
সাঁঝের অভিসারে
এসেছিল অপ্সরী এক সুধার কলস বাহি',
আমার পানে আঁখির কোণে অপাঙ্গে সে চাহি'
ব'ললে হেসে—তোমার তরে এনেছি এই সুধা,
মিটিয়ে মনের ক্ষুধা
পান করগো প্রাণ-পিপাসু বঁধু !
স্বাদ পেয়েছি সেদিন হতেই সই,
অমৃত এই দ্রাক্ষালতার মধু ।

২৫০

আঙুর রসেব এই যে সুধা—
ন্যায়েব অমোঘ বেদ্,
এর কাছে নেই জাত-বিচারেব
হাজার ভেদাভেদ !
সকল দ্বিধা ঘুচিয়ে দিয়ে
প্রেমের পথে যায় সে নিয়ে,
এ যেন কোন রসায়নের
ঐন্দ্রজালিক মায়া,
এর পরশে এক নিমেষে
লুপ্ত আঁধার-ছায়া ;
দুঃখ-ব্যথার অচ্ছেদ্য-জাল,
মলিন-মনের বোনা,
মন্ত্র-বলে ঘুচিয়ে যেন
দেয় সে ক'রে সোনা

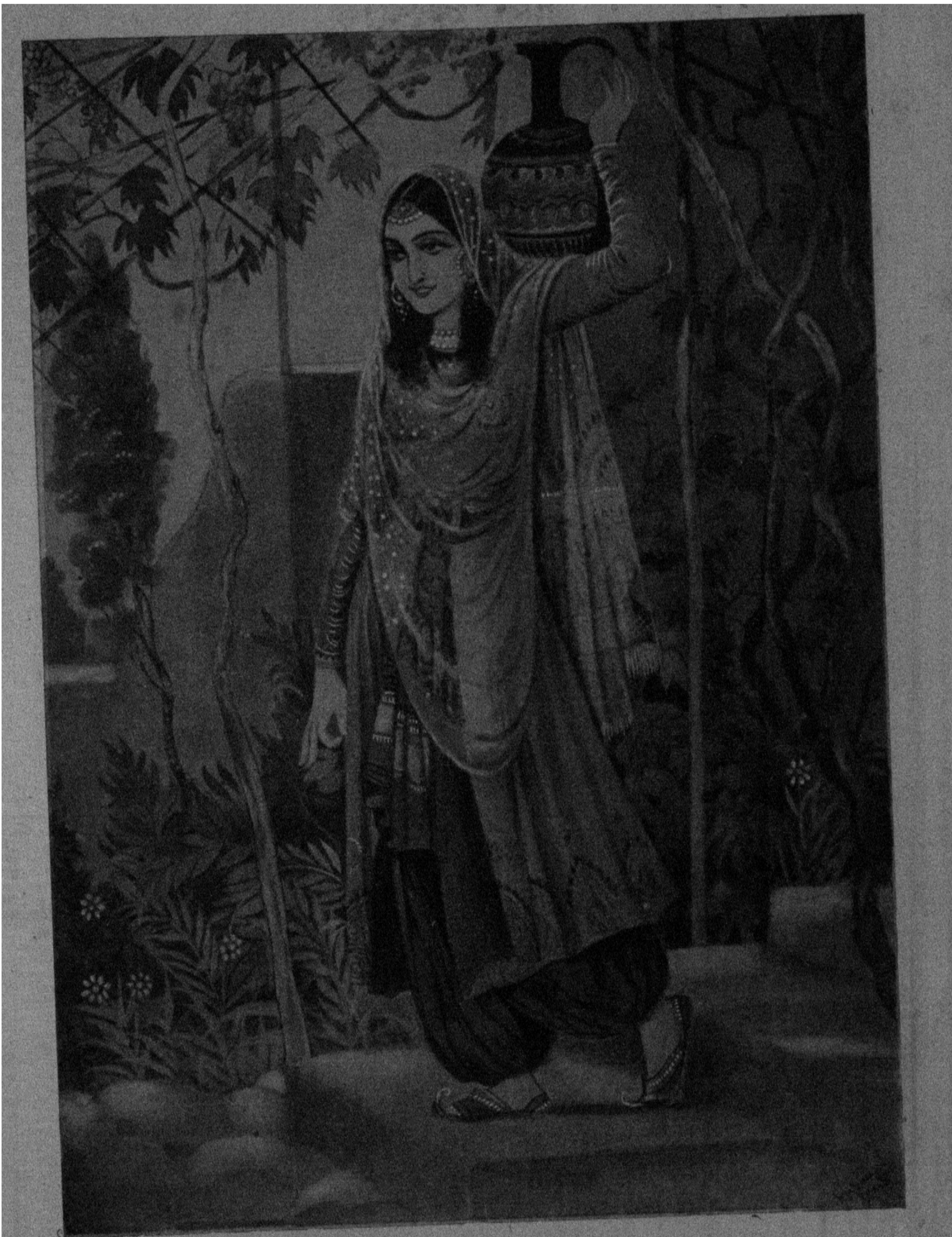


২৫১

মহাপ্রতাপ ম[illegible]
দিগ্বিজয়ী বীরের তেজে,
দখল ক'রে রাজ্য তোমার
জয়-পতাকা ওড়ায় সে যে !
মন্ত্র-পূত দৈব-অসির
বজ্র কঠোর তীক্ষ্ণ ধায়
ধ্বংস ক'রে চূর্ণ ক'রে
অস্ত্রমুখে ছড়িয়ে যায়
কাফের মনের দ্বন্দ্ব-দ্বিধা
অবিশ্বাসের আঁধার ছায়া—
কর্মফলের সব অনুতাপ,
পরকালের মিথ্যা মায়া !

২৫২

তোমার ও তটিনীর তীরে
গোলাপ ফুটিবে যবে ধীরে
পান কোরো ওমরের সাথে
প্রতি রাতে
হইয়া বিবশ,
দ্রাক্ষার পীযুষ ধারা রঙীন সরস !
তারপর, ত্রিদিবের দেবদূত এসে
যেদিন ধরিবে সখী হেসে,
মরণের শেষ-পাত্র অধরে তোমার
গাঢ়তর সুধা আরও যার,
পান কোরো তা'ও হাসি-মুখে,
কুণ্ঠিত হোয়ো না যেন
সমাগত বিদায়ের দুখে ।



১৭

২৪৯

"এই তো সেদিন পান্থশালার দ্বারে
সাঁঝের অভিসারে
এসেছিল অপ্সরী এক সুধার কলস বাহি'।"



২৮৫

সুধা-সিন্ধুর দু'-এক বিন্দু
পাত্র হ'তে দিই যা ফেলে,
শুধুই কেবল দগ্ধ-পাদপ
বাঁচে কি তার সঙ্গ পেলে ?
কোন্ নয়নের নিবিড় দহন
অগ্নি-শিখায় বহ্নি-জ্বালা
জুড়িয়ে দিতে সোহাগভরে
স্নিগ্ধ প্রেমের স্পর্শে-বালা,
সংগোপনে সে যায় নেমে
গভীর দুখের পাষাণতলে—
দীর্ঘকালের তৃষ্ণা অনল
নিত্য যেথায় লুকিয়ে জ্বলে ?

২৮৩

নির্বাপিত প্রাণের প্রদীপ
দ্রাক্ষা-রসে রসিয়ে দিও,
মৃত্যু-মলিন এই দেহটা
সেই রসেতেই চুবিয়ে নিও ;
জড়িয়ে আমার জড়-দেহ
আঙুর-পাতার অঙ্গ-বাসে
কবর দিও স্নিগ্ধ-মধুর
কুঞ্জ-বনের একটি পাশে।

২৮৬

তৃষিত কুসুম যথা—মরমের ক্ষুধা
মিটায়ে করিতে পান ত্রিদিবের সুধা,
তুলে ধরে উর্ধ্ব পানে পুষ্প-পাত্র তার,
তুমিও ধরিও তাই,
তা' ছাড়া উপায় নাই ;
তোমরা যে একই শিশু এই মৃত্তিকার !
তারপর একদিন বৃন্তচ্যুত করিয়া তোমায়
নিক্ষেপিবে মহাকাল ধরাতলে শূন্য-পাত্র প্রায় !

২৮৪

সুরা-সিক্ত দেহের আমার
সমাধিস্থ ভস্ম-তাল
সৌরভেতে বাতাস ছেয়ে
বুনবে এমন গন্ধ-জাল,
ধর্ম-গোঁড়া ভক্ত যারা
সেই পথে যেই চলতে যাবে,
আচংবিতে ভাবাবেশের
বিহ্বলতায় তৃপ্তি পাবে।





২৫৭

ঢালিছে যে সুধা শাশ্বত সাকী
নিখিল পাত্র 'পরে,
কোটি বুদ্‌বুদ্ উঠিছে ফুটিযা
ফেনিল সে নির্ঝরে !
তোমার আমার মতো কত শত
সেই স্রোতে সদা ভাসে,
সাকীর পাত্র পূর্ণ সতত,
কেউ যায, কেউ আসে।

২৫৮

জীবন রসের এই যে সুধা
তৃপ্ত করে সকল ক্ষুধা,
হয় তো সখী একদা এর করবো আমি ইতি,
আনবে যেদিন সংস্কারে অনুতাপের ভীতি।
কিংবা কোন অপার্থিব সুধার প্রলোভন
ভুলায় যদি মন।
অথবা সই, হঠাৎ যদি আসেই শেষের দিন—
ভংগুর এ ভৃংগারও মোর হবে ধূলায় লীন !

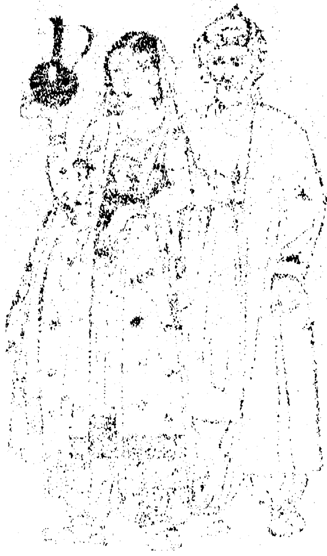
২৫৯

মরণ যেদিন আস্‌বে আমার দ্বারে,
জীবন-হারা এ দেহ মোর ভাসিয়ে দিও সুরার সুধাধারে
যাবার বেলা, শেষ-ফাগুনের পানোৎসবের গানে
ছড়িয়ে দিও অমৃত-সুর আমার কানে কানে ;
আমায় যদি হয় প্রয়োজন প্রলয়-দিনে কারো,
মাটির কোলে কবর আমার খুঁজতে যেতে পারো—
সিক্ত-আঁখি স্মৃতির অশ্রুজলে,
পান্থশালার প্রবেশ-পথের তলে।

২৬০

দ্রাক্ষা-মধু নয় কি বধূ সৃষ্টি বিধাতার ?
নিন্দা করে আঙুর-রসের স্পর্ধা এত কার ?
কে বলে এ পাপের ফাঁদ ?
এ যে বিধির আশীর্বাদ,
পাত্র ভ'রে সমাদরে নিত্য করো পান,
হয় যদি এ অভিশাপই—সেও তো, তাঁরই দান।





২৬১

সকল আনন্দ মোর
সজ্ঞানে রহিলে নিভে' যায়,
সুরা-মত্ত হই যবে,
একেবারে চেতনা হারায়।
এ দু'য়ের মাঝামাঝি
যতটুকু বাঁচিবারে পাই—
ভাল লাগে তাই।
নহি মত্ত একেবারে—নহি সচেতন,
সেই মোর প্রকৃত জীবন।

২৬২

পশু-পক্ষী-তরু-লতা
সচেতন সর্বপ্রাণী মাঝে
জীবনী-রসের সুরা
শতরূপে সতত বিরাজে,
পাত্র যদি পান্থশালে
চূর্ণ হয়, হোক শতবার ;
অবিকৃত রবে সুরা
ধ্বংস নাহি এ জগতে তার।

২৬৩

সুরায় জীবন আমি
নিশিদিন ক'রে যাবো ভোর ;
ফুরাতে না দিব কভু
পরিপূর্ণ পাত্রখানি মোর,
আমার কবর হ'তে
উচ্ছ্বসিয়া দিবস-রজনী,
সুরার সুরভি-ধারা
আমোদিত করিবে ধরণী,
যে কেহ আসিবে মোর
সমাহিত সমাধির পাশে
প্রীত-পুলকিত হবে
ওমরের আসব-সুবাসে।

২৬৪

সুরা বিনা বেঁচে থাকা—বিড়ম্বনা সার,
কবির কণ্ঠের গান,
বাঁশরীর কলতান,
সুরার অভাবে সখী কিছুই লাগে না ভালো আর !
ত্রিলোক সন্ধান করি দেখিয়াছি ঘুরি বার বার,
বিনা হেথা আনন্দ কেবল
জীবনের তরু-শাখে ফলে কটু ফল !





২৬৭

ওই যে নিশ্চল হায় পাষাণ পর্বত,
প্রাবৃটের পুলকিত মত্ত শিখিবৎ
উল্লাসে নাচিবে সেও প্রফুল্ল পরাণ—
মাত্র যদি পাত্র-দুই সুরা করে পান !
অভাগা সে—নিন্দা করে সুরার যে জন ;
সুরা এনে দেয় জেনো মৃতেরে জীবন !

২৬৫

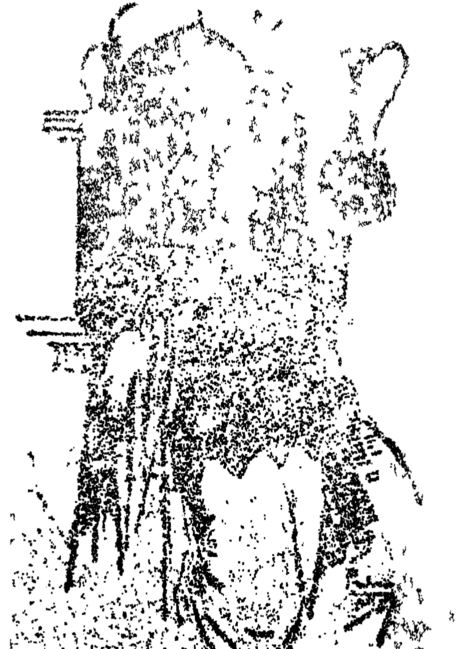
করো করো সুরা পান,
মৃত্যুজয়ী এ যে প্রাণ
কঠোর তপের তব মহা পুরস্কার !
যৌবন-সিদ্ধির সীধু,
কলংক লাঞ্ছিত বিধু,
ত্রিতাপ জুড়ানো এ যে ওষধির সার !
ফাল্গুনের ফুল-বনে
বসন্তের বার্তাবহ অগ্রদূতসম,
চির-অভ্যাগত সুরা,
শ্রেষ্ঠ বন্ধু, জীবনের সর্ব প্রিয়তম !
সুরা-সঙ্গিনীরে দাও
বক্ষে ধরি' বার-বার গাঢ় আলিংগন,
নিরানন্দ বিশ্বে একা
সুরামাত্র মানবের প্রকৃত জীবন !

২৬৬

এ তো নহে সুরা-পাত্র,—এ যে রত্ন-খনি,
গর্ভে এর দ্রবীভূত রক্ত-বর্ণ মণি !
নহে মাত্র পানাধার, মদিরা জীবন
স্ফটিক-ভৃংগার এ'রে [illegible] সুরা-পাত্র,
এ যেন গো [illegible]
[illegible] ছবি করে [illegible] !

২৬৮

আনো সাকী পূর্ণ-কণ্ঠ অমৃত ভৃংগার,
নিঃশেষ করিয়া আজি মর্মকোষ তার
রক্ত-রাঙা সুরাটুকু দাও ঢেলে দাও,
বিশ্বের সন্তাপ যত ক্ষণেক ভুলাও ;
সুরা সম বন্ধু বলো কোথা পাবো আর ?
—স্নিগ্ধ—শান্ত—অকপট প্রণয় তাহার !





২৬৯

আজি এ মিলন-রাতে, ঢালো, ঢালো, সুরা ঢালো,
গাও সখি, গাও প্রেম-গান ;
তোমার অধরে থাক্ শান্ত হ'য়ে সারা নিশি
আমার এ দুরন্ত পরাণ !
ঢালো, ঢালো, সুরা ঢালো, জীবনের সুখ-আলো,
ও রাঙা কপোল সম লাল,
চিত্ত মোর বিক্ষোভিত, এলায়ে পড়েছে যেন
তোমারই আকুল কেশ-জাল !

২৭০

দাও সাকী এনে দাও
পাত্রখানি মোরে,
মধু-রস-সুধা-ধারে
পরিপূর্ণ ক'রে !
প্রীতির শৃংখলে যার
বাঁধা এক সাথে
জ্ঞানী, মূর্খ, দু'জনাই,
দাও তাই হাতে।

২৭১

সুরাই তাদের বন্ধু,
ওগো বন্ধু, মৃত্যু যারা চায়,
অসীম আনন্দে প্রাণ
সুরা নীরে ধীরে ডুবে যায় !
মৃত্যু-যাত্রী নাহি জানে
কবে আসে শিয়রে মরণ,
প্রলয়ের পদ-চিহ্ন
প্রেম-পুষ্প করে আবরণ !

২৭২

ক্ষুদ্র-তরুণ চন্দ্র-কলা জ্যোৎস্নালোকে ভেসে,
কোমল করে বাজিয়ে তালি ব'লতো যেন হেসে—
'মস্ত রাঙা চমৎকার,
রঙ্গ হেন নাইক' আর,
সরল-প্রাণা আমার ওগো অসাবধানী প্রিয়ে,
জানতে যদি কী এ—?
ভাবনা-ভরে অশ্রু-জলে হয়তো হ'তে সারা,
নয় গো সুরা—এ-যে আমার বুকের রক্ত-ধারা !'





২৭৩

দীন মোরা, গৃহ-হীন, স্থান নাই আর,
উষার আগেই এসে এই পানাগার
পূর্ণ করিয়াছি তাই—মোরা তৃষাতুর ;
নিশি-শেষে অন্ধকার না হইতে দূর
দাঁড়ায়েছি প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত মনে,
হেরিতে আলোর হাসি দিনের নয়নে !

২৭৪

পান্থশালার পন্থাটি এই
সবার তরে নয়কো প্রিয়ে,
শ্রেষ্ঠ লোকের সংঘ জেনো—
অল্প ক'জন লোককে নিয়ে !
কেউ তো তারা ছোঁয় না সুরা
যেমন তেমন লোকের হাতে,
সুযোগ হ'লেই সব আসরে
পাত্র তারা নেয় না হাতে।

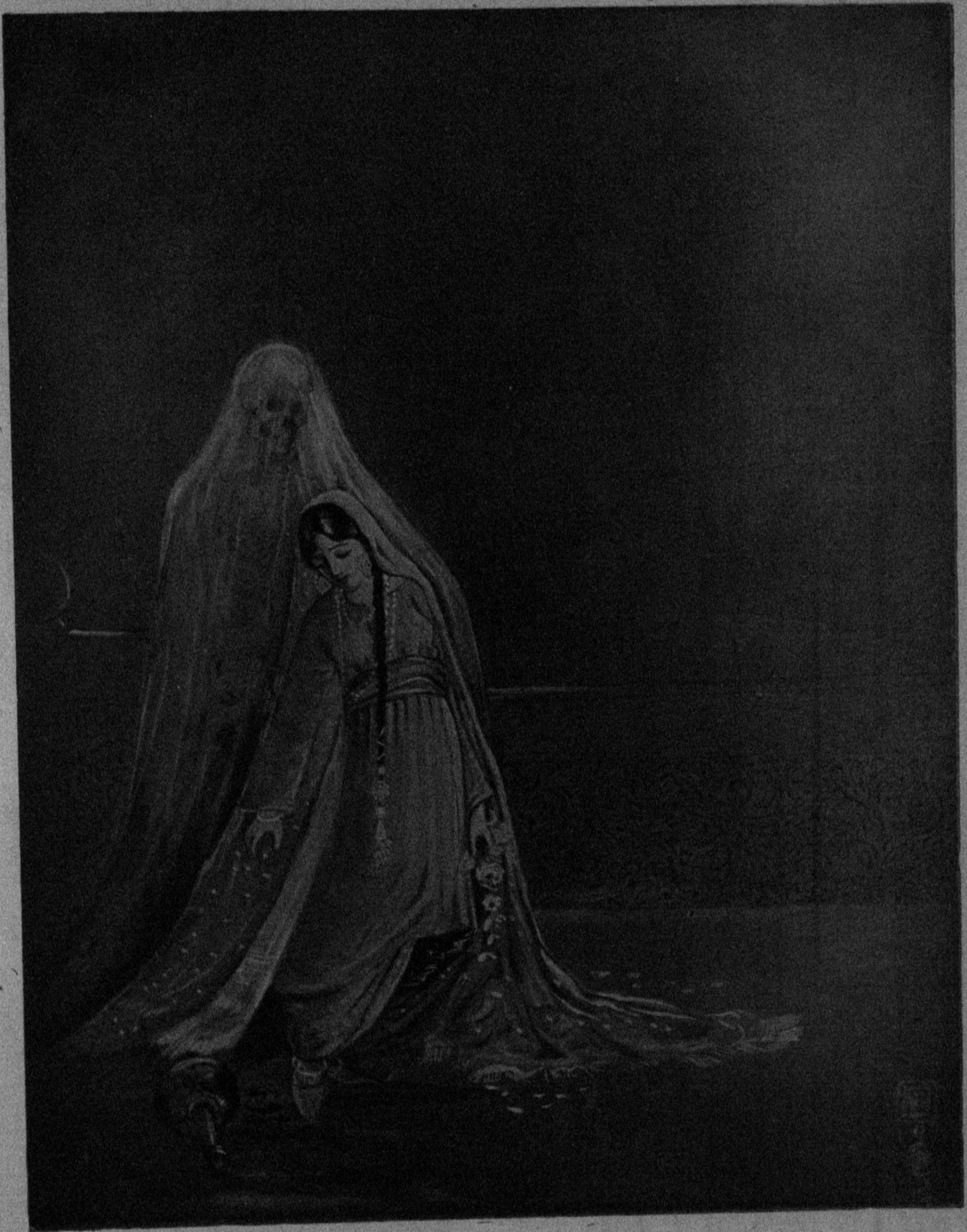
২৭৫

পুণ্যে আমার নাইবা যদি
ঘটেই সখি স্বর্গবাস ;
না হয় হবো নরক-পুরে
আজ্ঞাবহ পাপের দাস !
ভাগ্যে যদি যশ না জোটে
কলংকটাই কিনবো আমি,
আসতে না চায় সুখ যদি লো
দুঃখটাকেই করবো দামী !
দাও এনে দাও রক্ত-সুরা,
নিন্দুকেরা জানুক আজ—
মদ্য পানের বিরুদ্ধে যে—
মস্তকে তার পড়বে বাজ !

২৭৬

বিদায়-বেদনা-অশ্রু-নীরে,
আমার এ অনুরক্তা সুরা-সজনীরে
যদি প্রিয়ে ত্যাগ কভু করি,
বুলবুলের ক্ষুদ্র হৃদি দীর্ণ হ'য়ে যাবে লো সুন্দরী !
হতাশে পড়িবে ঝরি গোলাপের পেলব-পল্লব,
সেদিন বিশ্বের লোক বিস্ময়ে করিবে অনুভব
—কী করেছে ওমর উন্মাদ ?
আমার সে ত্যাগে সখী, জগতে রটিবে অপবাদ।





১১

২৫২

"তারপর, ত্রিদিবের দেবদূত এসে
যেদিন ধরিবে সখী হেসে,
মরণের শেষ-পাত্র অধরে তোমার—
গাঢ়তর সুধা আরও যার।"



২৭৭

গোলাপ পল্লবে আমি
সুরার অঞ্জলি করি দান,
পেয়েছি এ পান-পাত্রে
যে গভীর জ্ঞানের সন্ধান,
নিখিলের যত প্রশ্ন
সকলেরই মিলেছে উত্তর,
কেবল অজ্ঞাত আছে—
দেহ—আত্মা—কেবা পরস্পর ?

২৭৮

মানুষ নিজেরে ভুলি
দেবতার আসনে বসায়,
মানুষ আধার মাত্র
আত্মা তার নিবসে সুরায়,
মানুষ বাঁশের বাঁশী,
প্রাণ তার মুরলী নিক্বণ,
মানুষ প্রদীপ মাত্র
শিখা তার ক্ষণিক জীবন।

২৭৯

সন্দেহ-বিশ্বাস মাঝে
ভেদ শুধু একটি নিশ্বাস !
শ্বাস-কষ্ট মানুষেরে
ক'রে রাখে ভক্ত বারোমাস,
জীবন-মৃত্যুর মাঝে
একটি নিশ্বাস শুধু ভেদ,
পান করো প্রাণ ভ'রে
এ জীবন না হ'তে নির্বেদ !

২৮০

সত্য নহে এই সৃষ্টি,
শুধু এটা স্বপনের ছায়া
জ্ঞানী যাঁরা বলেছেন
এ জগৎ শুধু মিথ্যা-মায়া !
ভুলে গিয়ে এর চিন্তা
পান করো প্রফুল্ল অন্তরে ;
মিথ্যা-মায়া-স্বপ্ন-জালে
চিত্ত কেন বৃথা ঘুরে মরে ?





কুজা-নামা

২৮১

একদা এক সাঁঝ-বেলাতে
হাট বেড়াতে এসে,
চট্‌কে মাটি মাখ্‌ছে দেখি
দু'হাত দিয়ে ঠেসে,
নিঠুর কুম্ভকার
খেঁৎলে বারংবার!
মৃত্তিকা তার ছিন্ন অসাড় লুপ্ত রসনাতে
বলছে যেন কাতরভাবে জড়িয়ে ধ'রে হাতে
তীব্র ব্যথায় রুদ্ধ অশ্রু-নীরে—
"ধীরে, ও ভাই ধীরে!"

২৮২

আর একদিন,—শোনো আবার বলি,
[illegible] শেষ-সাঁঝেতে এসেছিলাম চলি',
সেই কুমোরের দোকান-ঘরে একা।
চাঁদ তখনও দেয়নি তার দেখা;
দাঁড়িয়েছিলাম আপন-মনে, নাই কিছুরই তাড়া,
মাটির পুতুল দল বেঁধে সব সাম্‌নে ছিল খাড়া।

২৮৩

অবাক কাণ্ড! সেই কুমোরের
পুতুল কটার সারে,
অনেকে বেশ কইছে কথা!
হয়তো সবাই নারে;
হঠাৎ শুনি অধীর হ'য়ে
জান্‌তে চাইছে কে,
"কুম্ভ কে বা, কেই বা কুমোর
ব'লতে পারো হে?"

২৮৪

পরক্ষণেই তাদের মাঝে
বললে আর একজন—
"মাটির দেহ সৃষ্টি আমার
হয়নি অকারণ,
রূপ দিয়েছেন আমায় যিনি
যত্ন ক'রে ঢের,
পাঠিয়ে দেবেন তিনিই আমায়
মাটির বুকে ফের"





২৮৫

এর জবাবে আর একজনে
বললে—"তা কি হয় ?
যে পাত্রটি রোজ করে তার
প্রফুল্ল-হৃদয়—
সেই পেয়ালা গুঁড়িয়ে দেবে ফেলে !
কে আর হেন বদমেজাজী ছেলে ?
গ'ড়লে যে ওই পাত্রখানি
যত্নে সমাদরে,
ভাঙ্‌বে কি সে রাগ করে তা'
আছাড় মেরে পরে ?"

২৮৬

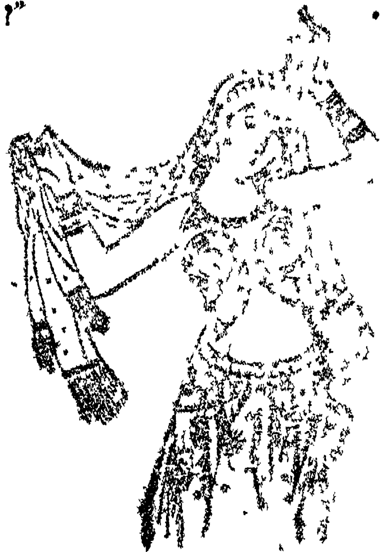
পারলো না কেউ কিছুই দিতে
এ কথাটার জবাব,
একটু পরে তুব্‌ড়ে বাঁকা
মেটে একটা নবাব
বললে—"লোকে আমায় দেখে
ঠাট্টা করে কত !
কাঁপলো কি হাত কুমোর শিল্পকার
আমার বেলায় যত !"

২৮৭

তখন আর একজন
বললে—গ্যাখো, যে-সব লোকের মন্দ বড্ড মন,
নরক-ছোঁয়া নোংরা ধোঁয়ায় দৃষ্টি যাদের কালো,
মানুষ যারা নয়কো মোটেই ভালো,
তারাও কি না হায়,
কিন্‌তে এসে যাচাই ক'রে বাজিয়ে নিতে চায় !
বলে আবার—"লোকটা খাঁটি আমাদের এই কুম্ভকার,
ভালই হবে সওদা জেনো—প্রবঞ্চনা নাইক' তার !"

২৮৮

বললে টেনে আর একজনে
মর্ম-ভেদী শ্বাস—
শুকিয়ে দিল মাটির এ-বুক
দীর্ঘ উপবাস।
প্রাণটা পূরে পাই যদি ফের
আকাংখিত সুখ,—
দ্রাক্ষালতার অধর ছুঁয়ে
ভরিয়ে নিতে বুক,
হয় তো আমি উঠ্‌তে পারি
সজীব হয়ে ক্রমে,
চাই কি তখন আমায় ছেড়ে
যেতেও পারে যমে !



২৮৯

পাত্রগুলি এম্‌নি ক'রে
　　　　কইছে যখন তাদের কথা,
নজর গেল আকাশ পানে
　　　　ঈদের চাঁদটি উঠ্‌ছে যথা—
চাঁদকে দেখেই পরস্পরে
　　　　করলে বলাবলি,
　　　　　　　　এ ওর গায়ে ঢলি—
"ও ভাই শোনো, শোনো,
ভারীর কাঁধের বাঁকের আওয়াজ
　　　　পাচ্ছো না-কি কোনো ?"

২৯০

ক্ষান্ত হও কুম্ভকার
　　　　শান্ত করো হস্ত ক্ষণকাল,
মানুষের এ দেহের
　　　　অবশিষ্ট মৃত্তিকার তাল,
তারে ল'য়ে প্রতিদিন
　　　　করিও না হেন হেলা-ফেলা !
জানো কি তোমার ওই
　　　　ক্রূর চক্রে ঘুরিছে দু'বেলা
হয় তো কতই মৃত
　　　　সুলতানের দেহ-অবশেষ,
কত না তন্বীর তনু
　　　　সুন্দরীর লাবণ্য আবেশ !

২৯১

জীবনের যবনিকা
　　　　অন্তরালে যবে—
যাবো চলি তুমি আমি
　　　　ত্যজি এই ভবে,
তারপরও বহুদিন
　　　　এ ধরণী রবে ;
আমাদের আসা-যাওয়া—
　　　　কেবা খোঁজ লবে ?
সিন্ধু-জলে বিন্দু সম
　　　　মিশে যাবো সবে

২৯২

করুণার ইন্দ্রজালে যাঁর,
　　　　জীবনের বেদনা তোমার
পারদ-নির্ঝর সম দ্রুত ঝ'রে যায়,
যাঁহার গোপন স্থিতি ওতপ্রোত সৃষ্টির লীলা
ছোট-বড় নানারূপে দিকে দিকে যাঁহার বিকাশ,
সবার মাঝারে থেকে তবু যিনি সদা অপ্রকাশ,
জরা-মৃত্যু-যৌবনের-বিশ্ব-জোড়া বিবর্তের মাঝে
　　　　একা সেই নির্বিকারে নিয়ত বিরাজে।





২৯৩

একান্ত দুর্বল-চেতা যারা,
ধরণীর মায়াটুকু তারা
পারে না ত্যজিতে কভু হৃদয়ের বলে,
দয়ার ভিখারী হ'য়ে দুখ-সাথে সন্ধি ক'রে চলে
বিশ্বের অংগনে আজীবন!
জগতের মোহ-মুক্ত যাহাদের মন,
তাহাদেরই তরে শুধু তোলা থাকে ধাতার আশিস
অন্য জনে লভে শুধু জগতের মন্থনের বিষ!

২৯৪

মন্দিরে কি মসজিদে ভাই
প্রভেদ কিছুই নাই,
উভয় গৃহই ভক্তগণের
উপাসনার ঠাঁই,
ক্রুশের প্রতীক, কোশা-কোশী
কিম্বা জপের মালা,
পঞ্চপ্রদীপ, ধুপ-ধুনা বা
চেরাগ বাত্তি জ্বালা,
সকলই সেই একজনেরই
পূজার উপচার,
বিশ্ব জুড়ে ভিন্ন প্রথায়
অর্চনা হয় যাঁর।

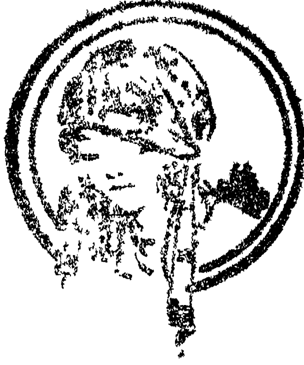
২৯৫

প্রখর-উত্তাপ হ'তে
যাত্রিদল লভিতে আশ্রয়,
নগর প্রাকার-পার্শ্বে
তরু-ছায়া যথা খুঁজে লয়,
দণ্ড দুই অবসর
আলাপনে কাটাবার ছলে,
নব-পরিচিত সনে
প্রীত-মনে কত কথা বলে;
তেমতি এ বিশ্ব-পথে
পান্থ-জীব পরিচয়হীন
সংসারের তরু-ছায়ে
শ্রান্তি দূর করে কিছুদিন!

২৯৬

টির এ মূর্তি মোর
যেদিন গড়েছে ভগবান,
ই দিনই হয়েছে তো ঠিক
আমার যা' ভবিষ্য-বিধান!
র ইচ্ছা বিনা মোর
কোনো কাজ সাধ্য নয় যবে,
মার নরক-বাস—
শাস্তি হওয়া উচিত কি তবে?





২৯৭

জগদীশ! জগতে তোমার
মানুষই সৃষ্টির মাঝে সার,
আছে তার জ্ঞানের ভাণ্ডার
জীবনের আনন্দ অপার।
সংসার চক্রটি সে যে তার
নিয়েছ অঙ্গুরী সম গণি'
নানা রত্ন মাঝে শোভে যার
মনুষ্যত্ব চির-মধ্য-মণি!

২৯৮

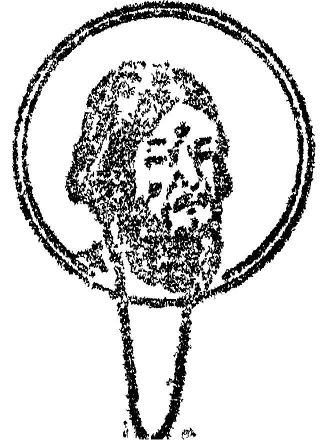
হে আমার রাজরাজেশ্বর!
কী কাজ তোমার বলো
দীন এই ভৃত্য'পরে করিছে নির্ভর?
আমার অন্যায় কোনও দোষ—ত্রুটি—অপরাধে প্রভু
তোমার কি অপমান হ'তে পারে কভু?
ক্ষমা করো—দয়া করো দুর্বলেরে দেব,
ভ্রান্তজনে শাস্তি দেওয়া তোমার কি সাজে?
তুমি যে দয়াল দাতা স্নেহপূর্ণ প্রাণ,
অন্তরের ব্যথা যে গো বুকে [illegible]।

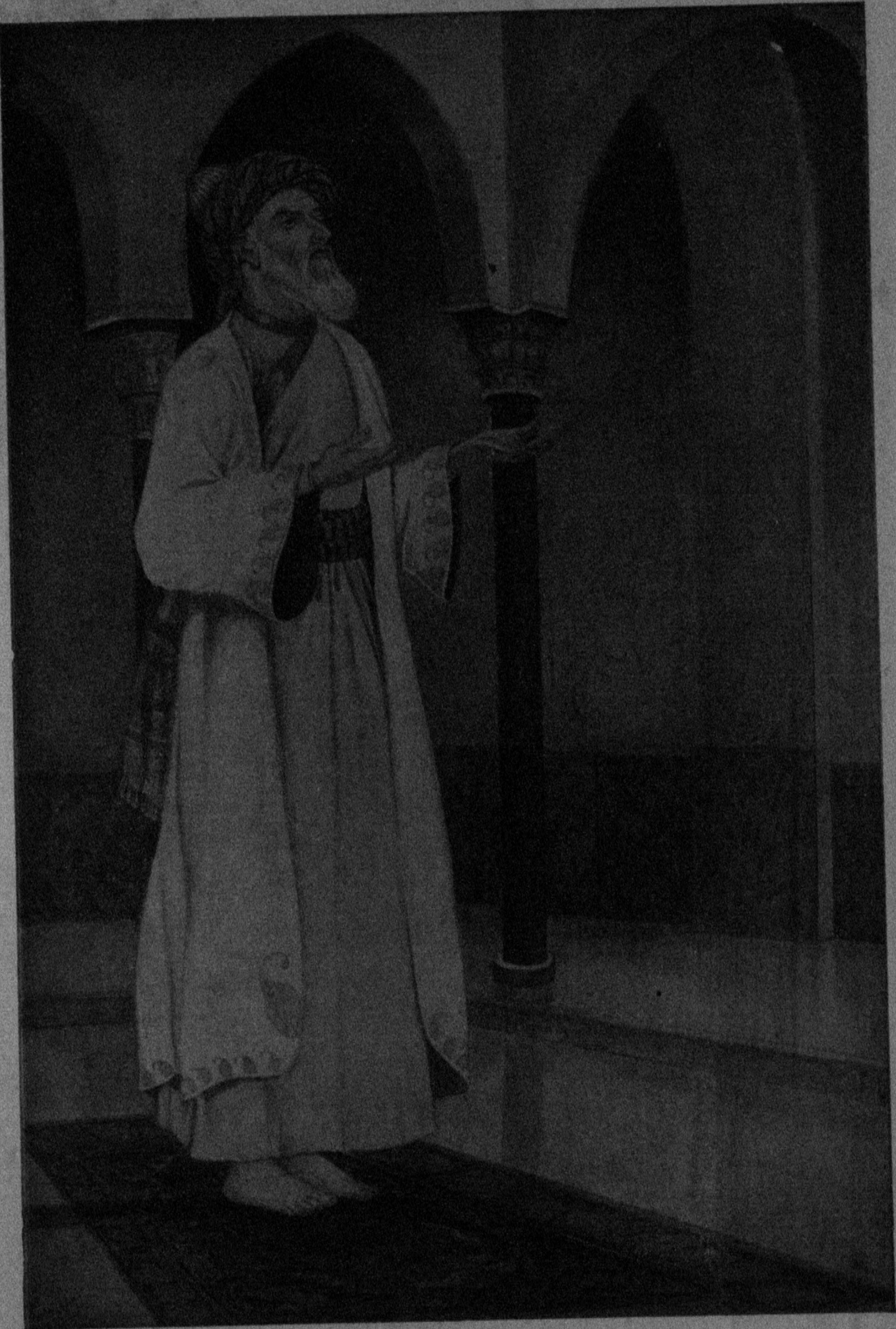
২৯৯

বনের বিহংগ সম
এসেছিনু হেথা আমি উড়ে,
ইচ্ছা ছিল নীড় মম
বাঁধিবারে উচ্চ কোনো চূড়ে।
কিন্তু হেথা কেহ নাই
উপায় যে দিতে পারে ব'লে;
এসেছি যে পথে তাই
ফিরে যাই সেই পথে চ'লে!

৩০০

ফিরিয়া সন্ধানে তব
যুগে যুগে হতাশ ভুবন,
পায় না তোমার দেখা
নিখিলের ধনী কি নির্ধন।
আছ' তুমি আমাদের
একান্ত নিকটে জানি প্রভু,
বধির এ কর্ণ হায়,
নাহি পায় পদ-শব্দ তবু!
আমাদের দৃষ্টি-পথে
জেগে আছো অপূর্ব প্রভায়,
তবু এই অন্ধ-আঁখি
রূপ তব দেখিতে না পায়!





১৮

৩০৩

"এই শক্তি, এই প্রাণ
এ সকলই তব দান,
মোর সত্ত্বা, আত্মা, মন,
এ তো প্রভু তব ধন!"



৩০১

দয়া করো ভগবান
ভগ্ন-প্রাণ
শৃংখলিত জনে—
এই মোর মিনতি চরণে।
আশাহত ক্ষত এ অন্তর!
হে ঈশ্বর,
ক্ষমা করো, সব অপরাধ
এই হাত, পুরাইতে সাধ
লভিবারে অমৃত আস্বাদ,
পান-পাত্র করেছে' গ্রহণ
পান্থশালা-পথে প্রভু, প্রলোভনে প'ড়েছে চরণ!

৩০২

আমারে কাড়িয়া ল'ও আমা হ'তে আজ
ওগো বিশ্বরাজ!
নিত্য আত্ম-প্রবঞ্চনা হ'তে
কোনও মতে
তুমি ভগবান
দাও মোরে, দাও মুক্তিদান!
যুক্ত করো তোমাতে এ প্রাণ!
ধরণীর ধূলিম্লান
সদসতে বদ্ধ এ হৃদয়।
ওগো দয়াময়!
খাঁটিকে সকল সত্তা ভুলাও হে মম,
শৃংখল খসা'য়ে মোরে লহ প্রিয়তম।

৩০৩

এই শক্তি, এই প্রাণ,
এ সকলই তব দান,
মোর সত্তা, আত্মা, মন,
এ তো প্রভু তব ধন!
আমার এ দেহখানি
তোমারি হে নাথ, জানি;
একান্ত তোমারিই, আমি,
তুমিও আমারই স্বামী
কেহ নাই তুমি ছাড়া,
তোমাতেই আমি হারা!

৩০৪

তোমারই সৃজনী-শক্তি
গড়িয়াছে আমারে এমন,
তোমারই কৃপায় মোর
দেহে আজো স্পন্দিছে জীবন,
এই বোঝা-পড়া শুধু
এতকাল করিতেছি আমি—
আমার পাপের চেয়ে
বড় কি না দয়া তব স্বামী?



৩০৫

অণু-পরমাণু যাঁর মানুষের ধারণা অতীত,
সেই জানে আছে কি-না পাপ-পুণ্য-ধর্ম-হিতাহিত।
পাপের মদিরা পানে মত্ত মোর দুরন্ত হৃদয়,
শান্ত ক'রে দাও তারে কৃপা দানে ওগো দয়াময়!
ক্ষমা ক'রো, যদি আমি ক'রে থাকি কোনও অপরাধ,
ওমর চাহে না কিছু—যাচে শুধু তোমার প্রসাদ!

৩০৬

আমার এ অন্তরাত্মা ছিল একদিন
তোমারি তো অন্তরংগ বধু প্রিয়তম,
কোন অপরাধে তারে ঠেলে দিলে দূরে,
তোমার নিকট হ'তে ওগো নির্মম!
তুমি তো কখনো পূর্বে তার সাথে কভু
করো নাই হেন হীন রূঢ় আচরণ,
তবে কেন তারে আজ শাস্তি দাও নাথ,
দেহ-ভার কতো আর করে সে বহন!

৩০৭

হায়, যদি থাকিত কোথাও হেন কোনো স্থান—
তীব্র বেদনায় যেথা শান্তি লভি জুড়াতো পরাণ
আমরা দরিদ্র যাত্রী হয় তো সেথায় লভিতাম
দীর্ঘ-পথ-শ্রান্তি-পরে হৃদয়ের বাঞ্ছিত আরাম!



৩০৮

আমাদের গুরু অপরাধ—
সে তো তাঁরই বিরাট ন্যায়ের এক-কণা,
আমাদের যত দুর্বলতা—
সে তাঁহারই অসামান্য শক্তির সূচনা,
আমাদের সর্ব পাপাচার—
আপনার জানি তিনি করেন মার্জনা,
আমাদেরই মাঝে দয়ালের,
স্বীয় রূপ প্রকটিয়া তুলিতে বাসনা!



৩১০

ওগো দ্বারী খোলো দ্বার,
          খোলো খোলো একবার,
দেখায়ে আমারে পথ
পূর্ণ করো মনোরথ ;
     ওগো যারা চলে গেছে আগে—
ধরেছিল তারা হাতে,
যাইনি তাদের সাথে
     মানুষের করুণা কে মাগে ?
আমি চাই ওগো নাথ,
তোমার অভয় হাত,
          প্রলয়ের প্রবল-প্লাবনে
জগৎ ডুবিয়া গেলে
যে হাত রাখিবে মেলে
     ভালোবেসে জীবনে-মরণে !

৩০৯

ওগো বিশ্ব-দ্বারী,
একমাত্র তুমি হেথা সত্য-পথচারী ;
খোলো, খোলো, তব সিংহ-দ্বার,
দেখাইয়া দাও আজি কোথা পাবো সুপথ আমার !
মানুষের গুরু যারা, মানিব না তাদের নির্দেশ,
অনিত্য শাস্ত্রের বাণী, ধ্রুব শুধু তব উপদেশ !



"তামাম্-শোধ"

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইঙ্গিত

রোবাইয়াৎ···চতুষ্পদী কবিতাকে ফার্সীতে ‘রোবাই’ বলে। এর বিশেষত্ব হ’চ্ছে কেবলমাত্র তৃতীয় পংক্তি ব্যতীত সবগুলিতে একই রকম মিল থাকে। এই চতুষ্পদী কাব্য গ্রন্থের নাম ‘রোবাইয়াৎ’।

কুজানামা··· ‘কুজা’ অর্থে মাটির সোরাই, ‘নামা’ মানে কীর্ত্তিকাহিনী।

নওরোজ··· পারস্যের নব-বর্ষের প্রথমদিন। বসন্ত সমাগত হলেই এদের নববর্ষ সুরু হয় (বাঙলায় ৭।৮ ফাল্গুন)।

মুশা··· বাইবেলোক্ত ইস্রায়েলদের ধর্ম্মনায়ক (Moses)।

ঈশা··· বাইবেলোক্ত ঈশ্বরের পুত্র প্রভু যীশু। (Jesus)।

দায়ুদ··· বাইবেলোক্ত ভগবৎ স্তোত্র উদ্গাতা সাধু (David)। ইনি খুব সুকণ্ঠ ছিলেন ব’লে মুসলমানদের মধ্যে বিদিত।

পহ্লবী··· প্রাচীন পারস্য ভাষা।

ঈরাম··· গোলাপের জন্য প্রসিদ্ধ একটি বহুদিনের, বিলুপ্ত প্রাচীন শহর।

জামশেদ, কায়কোবাদ, কায়খসরু··· পারস্যের অতীত যুগের পুরাণ-প্রসিদ্ধ বাদশাহগণ। ফার্দৌসী কৃত ‘শাহনামা’র এঁদের কীর্ত্তি বর্ণিত আছে।

রুস্তম··· পারস্যের পুরাণোক্ত মহাবীর ‘জাল’ ও তৎপত্নী ‘রুদাবার’ পুত্র। ইনি অসাধারণ শক্তিশালী ছিলেন। এঁরই পুত্র ছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ ‘সোরাব’।

হাতেমতাই···আতিথেয়তা ও বদান্যতার জন্য বিখ্যাত একজন সেকালের বেদুইন সর্দার। ইনি প্রতিদিন সান্ধ্যভোজনে একজন না একজন অতিথিকে আহ্বান করে আনতেন।

মামুদশা··· গজনীর সেই বিখ্যাত সুলতান্ মামুদশা।

বাহ্‌রাম্··· পারস্যের সাসানীবংশীয় নৃপতি। ইনি প্রসিদ্ধ শিকারি ছিলেন। বন্যগর্দভ শিকারে এঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল।

মুয়াজ্জীন্··· যাঁরা নমাজের সময় মস্‌জিদের মিনার থেকে সুললিত উচ্চকণ্ঠে ভগবানের নাম ঘোষণা করেন।

সুফী··· ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য-জ্ঞাতা ‘মরমী’ মুসলমান সম্প্রদায়। এঁরা অদ্বৈতবাদী, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, গুহ্য-সাধন-পন্থী ভাব-যোগীর দল।

রম্‌জান··· মুসলমান বর্ষের নবম মাস। ধর্মাচরণের জন্য এই মাসই সবচেয়ে পবিত্র ও প্রশস্ত বলে বিবেচিত হয়। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাসী থেকে এই মাসে মুসলমানেরা ‘রোজা’ পালন করেন।

সাকী··· ভদ্র-পরিবারে এবং সাধারণ পান্থশালার পানাগারে যে তরুণীরা অভ্যাগতদের ‘সুরা’ পরিবেশন করেন তাঁরাই ‘সাকী’ অর্থাৎ ‘সখী’ বলে অভিহিতা হন। অনেক সময় সুরা পরিবেশনকারী বালকদেরও ‘সাকী’ বলা হয়।

ফরাস··· যারা আসর বা বৈঠক সুসজ্জিত করে রাখে।

ইরাক··· দ্রাক্ষাকুঞ্জ ও দ্রাক্ষা-জাত সুরার জন্য প্রসিদ্ধ পারস্যের একটী প্রদেশ।

তামাম্-শোধ···অর্থাৎ “সব শেষ”। ফিট্‌জিরাল্ড তাঁর গ্রন্থ শেষে এই ফার্সী কথাটি ব্যবহার করেছেন।


Prana
1927



